Mujib's Bangladesh

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

Biman BANGLADESH AIRLINES

Bangladesh Tourism Board

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

www.mocat.gov.bd

প্রকাশকাল
১০ অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনা স্বত্ব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উপদেষ্টা
মোঃ মাহবুব আলী, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

১.	এ.এইচ.এম. গোলাম কিবরিয়া, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
২.	মোঃ সাঈদ কুতুব, যুগ্মসচিব (বিমান ও সিএ)	সদস্য
৩.	নূর্সিয়া কমল, যুগ্মসচিব (পর্যটন অধিশাখা)	সদস্য
৪.	মোঃ খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)	সদস্য
৫.	মোঃ সফিউল আলম,যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	সদস্য
৬.	শোভা শাহনাজ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)	সদস্য
৭.	মোঃ হেলাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব (বাজেট-১ অধিশাখা)	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনালের ছবি প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে

সহযোগিতায়
১. মোঃ সোহাগ আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বাজেট-১ অধিশাখা), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
২. উত্তম কুমার বিশ্বাস, কম্পিউটার অপারেটর (বাজেট-১ অধিশাখা), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৩. সালমা জাহান,অফিস সহ: কাম কম্পিউটার মুদ্রা: (বাজেট-১ অধিশাখা), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে
বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থাসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বছরভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে। প্রতিবেদনটি দেশের এভিয়েশন ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্যক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে। আমি এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অমিত সম্ভাবনার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে পর্যটন শিল্প বিকাশে সরকার কর্তৃক বিশেষ পর্যটন এলাকা সংরক্ষণ, নিবিড় পর্যটন অঞ্চল নির্মাণ স্থাপনসহ বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলছে। দেশে পরিকল্পিতভাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য পর্যটন মহাপরিকল্পনা তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী 'পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা', 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল অধ্যাদেশ, ২০১০' ও 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল ধরনের প্রচার-প্রচারণায় কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে গত এক যুগ ধরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৫টি পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পাঁচ তারকা মানের প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সংস্কার করা হয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) আওতায় ৩য় টার্মিনাল নির্মাণসহ বিদ্যমান বিমানবন্দরসমূহের মানোন্নয়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিমান চলাচল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ণ এ খাতকে আরও গতিশীল করবে।

জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে আকাশ পথে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব ১৮ (আঠার) টি এবং লীজে ০৩ (তিন)টি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আন্তর্জাতিক ২০ (বিশ)টি রুটে এবং অভ্যন্তরীণ ০৭ (সাত)টি রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এছাড়াও, বিমান আগামীতে নতুন নতুন রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করার মাধ্যমে আকাশ পথে জনগনের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও সহজতর করবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি প্রযুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা সবসময়ই অব্যাহত থাকবে এবং এ প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের লক্ষ্য, অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার স্বচ্ছ চিত্র প্রকাশের ফলে এ খাতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিপাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যাবলির সার্বিক প্রতিচ্ছবি । স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এটি নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এবং অংশীজনেরা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের উপর তাদের নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে এভিয়েশন হাব ও অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল প্রচার প্রচারণায় ক্যান্ট্রিব্র্যান্ডনেম "Mujib's Bangladesh" এর ব্যবহার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও পর্যটন শিল্পের বিকাশে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । বেসামরিক বিমান চলাচলে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) আওতায় ৩য় টার্মিনাল নির্মাণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম আরও বৃদ্ধি করেছে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যমান সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, অন্যান্য অপারেশনাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং বিমান বহরে নতুন উড়োজাহাজ সংযোজনসহ পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং হোটেল-মোটেলসমূহে গৃহীত কার্যক্রম জনসেবায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে সরকারের লক্ষ্য, অর্জিত সাফল্য ও সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, সেটি বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে বদ্ধপরিকর।

এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	সারসংক্ষেপ	১১
১.	ভূমিকা	১৬
২.	মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৬
৩.	কার্যাবলি	১৬
৪.	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ক) জনবল (খ) প্রশিক্ষণ	১৭
৫.	সাংগঠনিক কাঠামো	১৮
৬.	বাজেট (২০২২-২০২৩)	১৯
৭.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৯
৮.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	১৯
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০
১০.	সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	২১
১১.	ই-গভার্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২১
১২.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	২২
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	২২
১৪.	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি	২৩
১৫.	ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৩
১৬.	হোটেল ও রেস্তোরাঁ সেল	২৬
১৭.	SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২৭
১৮.	সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)	৩০
১৯.	নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩১
২০.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৩১
২১.	প্রণীত আইনসমূহদ	৩২
২২.	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক	৩২
২৩.	কমিটিসমূহ	৩২
২৪.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা	৩২
২৫.	২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তির তালিকা	৩৩
২৬.	মুজিবের বাংলাদেশ প্রকাশ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৩৩
২৭.	অধীন সংস্থাসমূহ	৪২
২৭.১	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)	৪৩
২৭.২	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)	৬৮
২৭.৩	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান)	৯৫
২৭.৪	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি)	১২২
২৭.৫	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)	১৫৩
২৭.৬	হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)	১৬৫
২৮.	উপসংহার	১৭৯

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠনাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতি হিসেবে ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পালনে আমরা বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'Mujib's Bangladesh' কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম এর লোগো ও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ এবং খাম উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রচার-প্রচারণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর সদস্যপদ লাভ করে। পরবর্তীতে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয়। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি সেবামূলক সংস্থা। এ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে উড্ডয়ন অবতরণকারী সকল উড়োজাহাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে।জাতির পিতার দিক-নির্দেশনায় প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতের সাথে ১৯৭৪ সালে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এযাবত মোট ৫৪টি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ICAO-এর কনভেনশন ও অ্যানেক্সসমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে। এছাড়া, বিমানবন্দর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিসসহ বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় এয়ার ন্যাভিগেশন সার্ভিসও বেবিচক প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক অ্যাভিয়েশন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। জাতির পিতার এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সিকিউরিটি উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প,হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও, কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প, সিলেট ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প, যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী এর রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) এর পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM (Communication, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন প্রকল্প এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনাল ও নতুন কার্গো কমপ্লেক্স অপারেশনের জন্য ডেসকো কর্তৃক সোর্স লাইন নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত হবে।

জাতীয় পতাকাবাহী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড দেশের অভ্যন্তর ও বর্হিবিশ্বে আকাশ পথে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ০৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -০২/১৯৭২ এর পরিপ্রেক্ষিতে 'এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল" নামে বিমান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বহুমাত্রিক নেতৃত্ব, ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে হয়েছে আরও আধুনিক ও তারণ্যদীপ্ত। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর বিমান বহরে নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংযোজন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাত্রী সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। G to G -এ ভিত্তিতে ০৩ (তিন)টি ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বিমান ও The Canadian Commercial Corporation (CCC)-এর মধ্যে ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত প্রথম উড়োজাহাজ ২০ নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় উড়োজাহাজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং তৃতীয় উড়োজাহাজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বিমান বহরে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া মিশরের স্মার্ট এভিয়েশন থেকে ড্রাই লীজে পরিচালিত একটি ড্যাশ ৮-৪০০ লীজ শেষে ক্রয় করা হয়েছে, যা বিমানবহরে ২০২০ সালে যুক্ত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি একটি পুরাতন ডাকোটা উড়োজাহাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ২১টি আধুনিক উড়োজাহাজ সংবলিত বহরের মালিক। এ প্রতিষ্ঠানের বহরে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বোয়িং ৭৮৭ (ড্রিমলাইনার), বোয়িং ৭৩৭। এ কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমান যাত্রীরা আরও আধুনিক ও উন্নত সেবা পাচ্ছে। এছাড়া যাত্রী সেবা নিশ্চিতরণে ই-টিকিটিং, Travel Agency Portal (TAP) পদ্ধতি, অনলাইনে চেক-ইন পদ্ধতি SMS ব্যবস্থা চালুসহ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-কে যুগোপযোগী ও যাত্রী অনুকূল করার মাধ্যমে বিমানকে আকর্ষণীয় ও আস্থাশীল হিসেবে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আন্তর্জাতিক ২০ (বিশ) টি রুটে এবং অভ্যন্তরীণ ০৭ (সাত) টি রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা,ঢাকা- নারিতা-ঢাকা এবং ঢাকা-গুয়াংজু-ঢাকা রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে আকাশপথে যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও সহজতর করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে আকাশপথে যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও উন্নততর করা হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অমিত সম্ভাবনার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে পর্যটন শিল্প বিকাশে সরকার কর্তৃক বিশেষ পর্যটন এলাকা সংরক্ষণ, Exclusive Tourist Zone স্থাপনসহ বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। দেশে পরিকল্পিতভাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য পর্যটন মহাপরিকল্পনা তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী 'পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা', 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল অধ্যাদেশ, ২০১০' ও বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার গত এক যুগ ধরে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৫টি পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের (১ম পর্যায়) আওতায় ৩য় টার্মিনাল নির্মাণসহ বিদ্যমান বিমানবন্দরসমূহের মানোন্নয়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিমান চলাচল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ণ এ খাতকে আরও গতিশীল করবে।

পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করার নিমিত্ত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন করে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন পরামর্শক সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় পর্যটন মহাপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ২০২৪-২০৪১ সময়কালে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনায় প্রথম পর্যায়ে সমগ্র বাংলাদেশের পর্যটনের অবস্থা বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়েছে। দেশটিকে বরিশাল অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম অঞ্চল, রংপুর অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল, ময়মনসিংহ অঞ্চল, সিলেট অঞ্চলসহ আটটি পর্যটন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৯৮টি পর্যটন স্পট, ৫৩টি ক্লাস্টার এবং ২১টি

অগ্রাধিকারের ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি অগ্রাধিকার ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য ২২৭টি প্রকল্প এবং ১০টি ITRZ/ETZ অঞ্চলে ১০টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের সুপারিশ করা হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানামুখী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যটন সম্ভাবনাময় ৩১ (একত্রিশ) টি উপজেলায় অনলাইনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে পর্যটন শীর্ষক কর্মশালা; 'জেলা পর্যটন সেল' বিষয়ক অবহিতকরণ, ইসলামিক ট্যুরিজম বিকাশে করণীয়: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পর্যটন বিকাশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম বিকাশে করণীয়: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, গ্যাস্ট্রোনমি ট্যুরিজম উন্নয়ন এবং পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় অংশীজন সমন্বয়ে ৫ টি সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সুনীল অর্থনীতির আওতায় বিটিবি ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে পর্যটনে কর্মসংস্থান ও ডেটা উদ্ভাবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম-কে পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান করার বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' প্রচারের লক্ষ্যে ০৪টি জেলায় 'Mujib's Bangladesh' কনর্সাট আয়োজন করা হয়। ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশীপ এ্যাওয়ার্ড প্রদান, ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০২২, ট্যুরিজম জব ফেয়ার, 'Mujib's Bangladesh' ফ্যাম ট্যুর, নেপাল বাংলাদেশ B2B Exchange প্রোগ্রাম, কক্সবাজারে ' Bangladesh Nepal; Toursim Promotion and Cultural Night' এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে ম্যাঙ্গো ফেসটিভাল ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। পর্যটন খাতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানান পেশার সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও জেলা পর্যায়ে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণসহ দেশের পর্যটন প্রচার ও প্রসারে পর্যটন বিষয়ক ০৫টি টিভিসি নির্মাণ করা হয়। ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন, ই-নিউজলেটার প্রকাশ, GIS Based ম্যাপ নামক ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ Apps এবং Website, Explore Bangladesh Application, Television Commercial (TVC) এবং Audio Visual Content (AVC) প্রস্তুত করা হয়।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে দেশী এবং বিদেশী অতিথিদের সেবা প্রদান করে আসছে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল গ্রুপ (আইএইচজি)-এর সাথে ২০১২ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুসারে বর্তমানে আইএইচজি-এর ব্র্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হোটেল সংস্কারপূর্বক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিএসএল মোট ১৬৯ কোটি টাকা আয় করেছে। এছাড়া, বিআইসিসি পরিচালনা করে মোট ৪০.৫৭ কোটি টাকা, বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ হতে মোট ৪৮.৩৩ কোটি টাকা, স্থাপনা ভাড়া বাবদ ৯.০০ কোটি টাকা এবং আবাসিক কমপ্লেক্স হতে ভাড়া বাবদ মোট ১.৫৫ কোটি টাকা আয় করে। হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন অপারেশনাল খাত হতে ১২৪.২৮ কোটি টাকা এবং ব্যাংকে সঞ্চিত এফডিআর (নন-অপারেশনাল) হতে ১৯.৫২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থাসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে এবং সুদৃঢ় দিকনির্দেশনায় বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

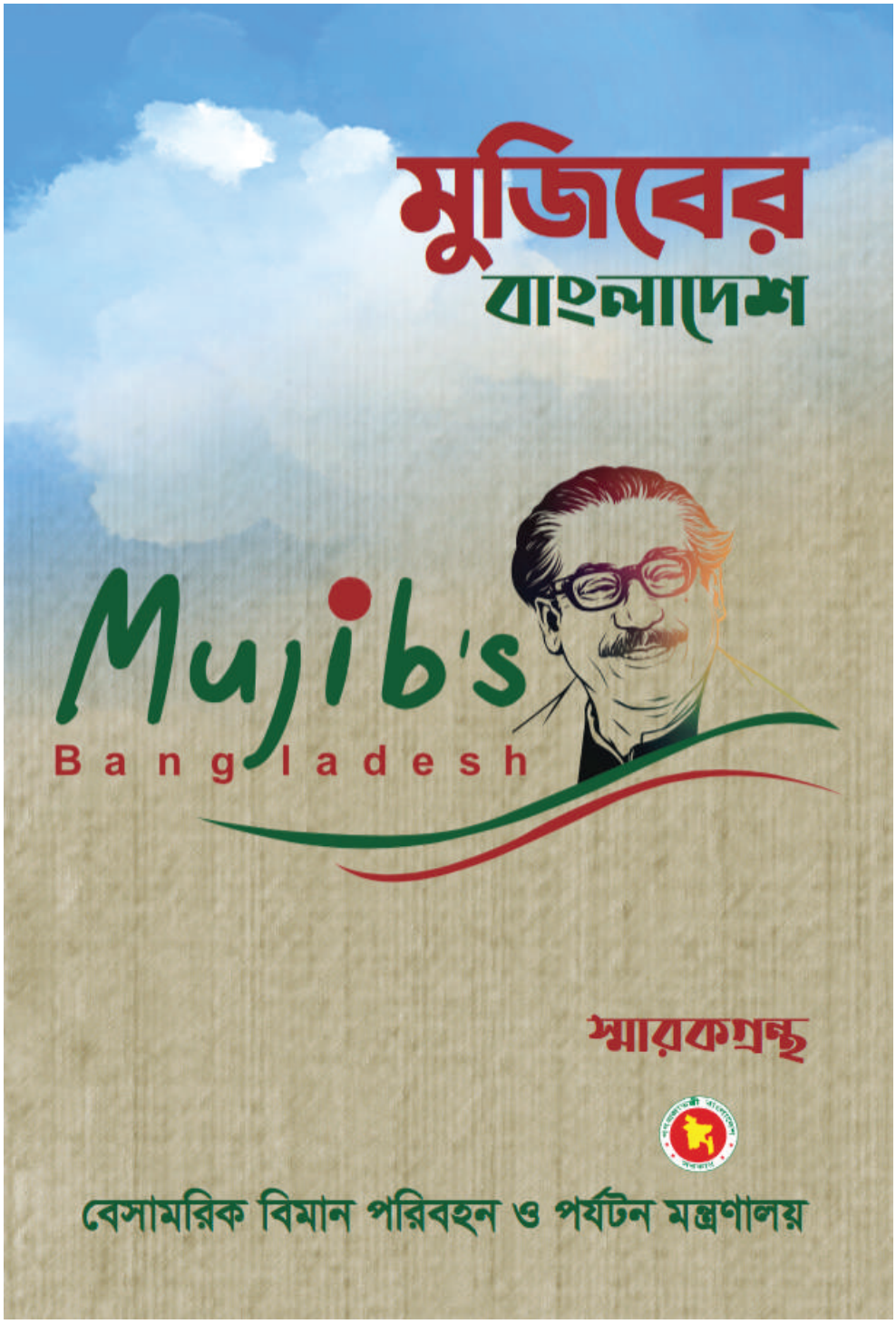

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "মুজিবের বাংলাদেশ" শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের প্রচ্ছদ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ভূমিকা :

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে যোগাযোগ ও পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালিত হত। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রথম স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে 'বিমান পরিবহন বিভাগ' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে এ মন্ত্রণালয়কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ হিসেবে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে পরিণত হয় যা ১৯৮৬ সালে পূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে 'বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়' নামে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ক. অভিলক্ষ্য (Mission) : নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বিমান পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

খ. রূপকল্প (Vision) : বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণ।

২। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্য-রূপ সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং বিমান পরিবহন সংস্থাকে আধুনিকায়ন করা ও গ্রাহক সেবা প্রদান ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে :

ক. বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পর্যটন শিল্পের জন্য তুলে ধরা;
খ. পর্যটন খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা;
গ. পর্যটন শিল্পকে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গড়ে তোলা;
ঘ. বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহকে বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং বিশ্ব দরবারে একটি 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
ঙ. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং করা;
চ. প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিমানকে দক্ষ, গতিশীল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা
ছ. একটি উন্নততর ও সমৃদ্ধ দেশ, সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩। কার্যাবলি:

১. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, যুগোপযোগীকরণ এবং এর বাস্তবায়ন;
২. বিমান বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, বিমানপথ ও বিমান সার্ভিসসমূহের সমন্বয় সাধন;
৩. আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ, বিমান উড্ডয়নের নিরাপত্তা বিধান, অ্যারোনটিকাল পরিদর্শন এবং উড়োজাহাজ ও বৈমানিকের লাইসেন্স প্রদান;
৪. জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৫. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সম্পর্কিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং সমন্বয় সাধন;
৬. ট্রাভেল এজেন্সি এবং হোটেল ও রেস্তোঁরার রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
৭. পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন ও বিপণন এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি; এবং
৮. পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে পর্যটন সংক্রান্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা :

ক) জনবল :

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুন্যপদ
মন্ত্রণালয়	১৫১	১০৬	৪৫
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	৫৭১৫	৩৮২৫ (বিলুপ্ত পদে ১৫৫ জনবল কর্মরত রয়েছে)	২০৪৫
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	৫৫১২	৪৫১৮	৯৯৪
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	৭০৯	৩৬৩	৩৪৬
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	৪৯	৩১	১৮
বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড	৪৩	২৫	১৮
হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	২৬	২৬	-
সর্বমোট=	১২২০৫	৮৮৯৪	৩৪৬৬

খ) প্রশিক্ষণ :

দাপ্তরিক কাজে শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্ব:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (APA), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, Citizen's Charter জনসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে নাগরিক সনদ এর ভূমিকা, গণশুনানি/স্টেকহোল্ডারগণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, আকাশ পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত ট্রাফিক রাইট, কোড শেয়ার এবং ব্লক স্পেস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, ইনোভেশন, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, নথি সংরক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, Vision 2021, 2030 & 2041/Making Vision 2041 a reality perspective plan of Bangladesh (2021-2041) Delta Plan 2100 সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের সাথে আচরণের বিভিন্ন দিক, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সরকারি ব্যয় সাশ্রয় নীতি ও বিদ্যুৎ-জ্বালানী ব্যবহারে ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, PPP (Public-Private Partnership) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপন এবং দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নিয়োগবিধি এবং প্রবিধানমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) ও আমাদের পর্যটন শিল্প প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, Introduction to world trade and the world trade organization সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, SASEC (South Asia sub regional Economic Co-operation)-এ প্রস্তাবিত করিডোর ও পর্যটন পরিকল্পনা" সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, নিয়োগ পদোন্নতি ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, Public Procurement Act, 2006, Public Procurement Rules, 2008 (Revised up to 2012) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে পুনরালোচনা, পত্র জারি, গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, Planning Process in Bangladesh in connection with MTBF সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, Innovation in service delivery and smart Bangladesh সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার আইন এবং Leadership and challenges সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের (জুলাই/২০২২-জুন/২০২৩) প্রশিক্ষণের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা	১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২)	৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ায়ি-মার্চ/২০২৩)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২৩)	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১.	১০৮ জন	জনপ্রতি গড়ে ৮.৩০ ঘন্টা	জনপ্রতি গড়ে ১০.৪৭ ঘণ্টা	জনপ্রতি গড়ে ২০.৩৩ ঘণ্টা	জনপ্রতি গড়ে ১২.৫৮ ঘন্টা	গড়ে ৪১.২২ ঘন্টা

৫। সাংগঠনিক কাঠামো (প্রস্তাবিত):

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সাংগঠনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি:
১. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, যুগোপযোগীকরণ এবং এর বাস্তবায়ন;
২. বিমানবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, বিমানপথ ও বিমান সার্ভিসসমূহের সমন্বয় সাধন;
৩. আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ, বিমান উড্ডয়নের নিরাপত্তা বিধান, এ্যারোনটিক্যাল পরিদর্শন এবং উট্টোজাহাজ ও বেসামরিকের লাইসেন্স প্রদান;
৪. জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও সেবার মান বৃদ্ধি;

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি:
৫. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সম্পর্কিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং সমন্বয় সাধন;
৬. ট্রাভেল এজেন্সি এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁর রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
৭. পর্যটন শল্পোর উন্নয়ন ও বিপণন এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, আনুনিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি; এবং
৮. পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে পর্যটন সংক্রান্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

সচিব — মোট পদসংখ্যা = ১৫১

জনবল-৬
- ১ x সচিব
- ১ x একান্ত সচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক
- ২ x অফিস সহায়ক

বিমান অনুবিভাগ — জনবল-৫
- ১ x যুগ্মসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

বিমান অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

বিমান-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

বিমান-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

সিএ অনুবিভাগ — জনবল-৫
- ১ x যুগ্মসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

সিএ অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

সিএ-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

সিএ-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

সিএ-৩ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

প্রশাসন অনুবিভাগ — জনবল-৫
- ১ x অতিরিক্ত সচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

প্রশাসন অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

প্রশাসন-১ শাখা — জনবল-১৩
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ৩ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ৪ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x ফটোকপি অপারেটর
- ৩ x অফিস সহায়ক

প্রশাসন-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার অপারেটর
- ১ x অফিস সহায়ক

প্রশাসন-৩ শাখা — জনবল-৫
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার অপারেটর
- ১ x অফিস সহায়ক

হিসাব কোষ — জনবল-৫
- ১ x হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- ১ x সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- ১ x হিসাব রক্ষক
- ১ x ক্যাশিয়ার
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x ক্যাশ সরকার

আইসিটি সেল — জনবল-৮
- ১ x উপপরিচালক
- ১ x প্রোগ্রামার
- ১ x সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ x কম্পিউটার সেল হিসাব
- ৩ x কম্পিউটার অপারেটর
- ১ x অফিস সহায়ক

বাজেট অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

বাজেট-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

বাজেট-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

আইন অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

আইন-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

আইন-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন অনুবিভাগ — জনবল-৫
- ১ x যুগ্মসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন-১ অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

হোটেল ও রেস্তোরাঁ সেল — জনবল-৪
- ১ x নিয়ন্ত্রক
- ১ x সহকারী নিয়ন্ত্রক
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

পর্যটন-২ অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন-৩ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পর্যটন-৪ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পরিকল্পনা অনুবিভাগ — জনবল-৫
- ১ x যুগ্মসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

পরিকল্পনা অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

পরিকল্পনা-১ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

পরিকল্পনা-২ শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x ফাঁস হরারী বা কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

গবেষণা ও উন্নয়ন অধিশাখা — জনবল-৩
- ১ x উপসচিব
- ১ x ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- ১ x অফিস সহায়ক

গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা — জনবল-৪
- ১ x সিনিয়র সহকারী সচিব
- ১ x প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ x সাঁ-মুদ্রাক্ষরিক কম্পিউটার চালক
- ১ x অফিস সহায়ক

জনবল

• গ্রেড-১	০১	• গ্রেড-১২	০১
• গ্রেড-২	০১	• গ্রেড-১৩	১৩
• গ্রেড-৩	০৪	• গ্রেড-১৪	০১
• গ্রেড-৫	১১	• গ্রেড-১৬	১৫
• গ্রেড-৬	২২	• গ্রেড-১৭	০২
• গ্রেড-৯	০৩	• গ্রেড-১৮	০১
• গ্রেড-১০	৫৯	• গ্রেড-২০	৫৮
		মোট পদ সংখ্যা=	১৫১

যানবাহন
- কার - ২
- মাইক্রোবাস - ২
- জিপ গাড়ি - ১
- মটর সাইকেল - ১

অফিস সরঞ্জাম
- এয়ারকন্ডিশনার - ১৫
- ফটোকপিয়ার - ২
- ফাক্স মেশিন (মাইক্রোফাক্স) - ১

➡ স্থায়ী পদসমূহ
➡ অস্থায়ী পদসমূহ

৬। বাজেট (২০২২-২৩) :

রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন :

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩
১	২	৩	৪
১৫৩	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৬৫.৭৬	২৬৫.৭৬

ব্যয়সীমা এবং বিভাজন

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা	বাজেট ২০২২-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট			
		পরিচালন	উন্নয়ন		মোট
			জিওবি	পিএ	
১	২	৩	৪	৫	৬ (৩+৪+৫)
সচিবালয়	১৮.১০	১৩.৯৩৩৭	-		১৩.৯৩৩৭
সচিবালয় (থোক)	২০.০০	-	-		-
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	৫৩.৬১	৪৬.২২৫৮	-		৪৬.২২৫৮
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	৬১.১০	-	২৯.৩৩		২৯.৩৩
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	৬৮৫০.৮৬	-	২৪৪৬.৯৬	৩০৯২.৯৮	৫৫৩৯.৯৪
সর্বমোট ঃ	৭০০৩.৬৭	৬০.১৫৯৫	২৪৭৬.২৯	৩০৯২.৯৮	৫৬২৯.৪২৯৫

৭। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৫৬৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নের ০৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪১৬৮১.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫১৯৭৫২.২৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে মোট বরাদ্দের ৮৬.৮৮%।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২টি প্রকল্প এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন :

সরকার 'ডেল্টা প্লান ২১০০' এর যথাযথ বাস্তবায়নে এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

- আইন-বিধি-নীতিমালা প্রণয়নের অংশ হিসেবে 'জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি, ২০২২' এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালা ও হেলিপোর্ট নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;

- বিমান চলাচল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের অংশ হিসবে বাংলাদেশ-ইথিওপিয়া ও বাংলাদেশ-ইরাকের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির বাংলাদেশ পক্ষের চূড়ান্তকৃত খসড়া যথাক্রমে গত ০৭/০৮/২০২২ ও ১২/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আবার, বাংলাদে-রুয়ান্ডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ-কানাডা দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তির চূড়ান্তকৃত খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদনের জন্য গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ভেটিং এর জন্য গত ০৭/০৫/২০২৩ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অধীন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন তদারকি করা হয়েছে। একইসাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) এর অর্থায়নে বিভিন্ন জেলার বাস্তবায়িত পর্যটন সুবিধাদি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন তদারকি করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পর্যটন মহপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পর্যটন ব্রান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' প্রচারে বিভাগীয় শহরে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং বহির্বিশ্বে পর্যটন আকর্ষণ প্রচারের লক্ষ্যে দূতাবাস ও হাইকমিশনারের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- বিমানবন্দরসমূহে যাত্রীসেবা ও কার্গো সেবার মান পরিদর্শনের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ সেগুলো পরিদর্শন করেছেন এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করেছেন। আবার, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ সেলস অফিসও বৈদেশিক স্টেশন অফিস কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে।

৯। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন :

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা।

দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আদর্শকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ' রাষ্ট্র-পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং যথাযথ প্রমাণকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আনন্দের সাথে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৯৪.৭৫ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়নে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৮৭.৫ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের এ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি।

এছাড়াও, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, প্রকল্পের PSC সভা আয়োজন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (হশাআবি)'তে যাত্রী লাগেজ যথাসময়ে সরবরাহ, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় সম্পাদিত প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট পূর্ত ও উন্নয়ন কাজে আইন বিধির প্রয়োগ ও গুণগত মান যাচাই করা ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত তদারকী করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের মধ্যে হতে ০১ (এক) জন কর্মকর্তা-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১০। সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন :

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এবং ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হালনাগাদ করাসহ পরিবীক্ষণ করা হয়। এতে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান, সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতার অবহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২২-২৩ অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) মূল্যায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ০৬ টি সূচক নির্ধারণ করা হয় :

ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন;
খ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন;
ঘ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ);
ঙ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন; এবং
চ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা।

১১। ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক) Air Passenger Aid শীর্ষক মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত:

আকাশ পথে ভ্রমণকারীগণকে টিকেট ক্রয় হতে শুরু করে বিমানবন্দর এবং বিমানের অভ্যন্তরের আনুষ্ঠানিকতাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে যাত্রীর বিভিন্ন প্রশ্ন এবং উত্তর, সমস্যা ও পরামর্শ নিয়ে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করায় কর্মক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উন্নয়নসমূহ সাধিত হয়েছে:

ক) উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে আকাশ পথে ভ্রমণকারীগণকে টিকেট ক্রয় হতে শুরু করে বিমানবন্দর এবং বিমানের অভ্যন্তরের আনুষ্ঠানিকতাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহিত করা সম্ভব হচ্ছে;

খ) আকাশ পথে ভ্রমণকারী ব্যক্তি যেকোন প্রয়োজনে তার মোবাইল-এ ডাউনলোডকৃত Air Passenger Aid অ্যাপ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জানতে পারছেন;

গ) প্রথমবারের মত বিমানবন্দর ও বিমানে ভ্রমণকারীগণকে সচেতনতার মাধ্যমে মানসিক ও আর্থিক ভোগান্তি লাগব করা সম্ভব হচ্ছে;

ঘ) যেকোন ব্যক্তি অ্যাপটি Google Play Store হতে তার Android মোবাইলে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন।

২(ক) ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের আবেদন নিষ্পত্তি সহজিকরণ:

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের আবেদন নিষ্পত্তি সহজিকরণ করার ফলে কর্মক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উন্নয়নসমূহ সাধিত হয়েছে:

ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের লক্ষ্যে এজেন্সিসমূহ সহজেই অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে আবেদন করতে পারছেন;

খ) নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের আবেদন অনলাইনে প্রেরণ করা হচ্ছে বিধায় তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই;

গ) নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের আবেদনে কোন তথ্যের ঘাটতি থাকলে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে তা পূণরায় দাখিল করার সুযোগ তৈরি হয়েছে;

ঘ) শুনানি শেষে আদেশনামা আবেদনকারীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনলাইন সিস্টেম/ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা যাচ্ছে;

২(খ)। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সির শাখা কার্যালয় স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তি সহজিকরণ:

মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক শাখা কার্যালয় স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তি সহজকিরণ করার ফলে কর্মক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উন্নয়নসমূহ সাধিত হয়েছে:

ক) মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক শাখা কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে এজেন্সিসমূহ সহজেই অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে আবেদন করতে পারছেন;

খ) শাখা কার্যালয় স্থাপনের আবেদন অনলাইনে প্রেরণ করা হচ্ছে বিধায় তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই;

গ) শাখা কার্যালয় স্থাপনের আবেদনে কোন তথ্যের ঘাটতি থাকলে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে তা পুনরায় দাখিল করার সুযোগ তৈরি হয়েছে;

ঘ) আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর-এর আদেশ আবেদকারীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনলাইন সিস্টেম/ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা সম্ভব হচ্ছে;

১২। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন:

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর আলোকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সংস্থাসমূহের তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'তথ্য অধিকার' নামে একটি সেবাবক্স রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত মোট ০৪টি আবেদনের শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' নামে একটি সেবাবক্স রয়েছে। উক্ত সেবা বক্সে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (www.grs.gov.bd)-এর লিংক সংযোজন করা আছে। এর মাধ্যমে অনলাইনে যে কোনো ব্যক্তি এ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের ওপর অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবার বিপরীতে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এ মন্ত্রণালয়ে সরাসরি দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়। সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের সাথে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে ২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত যথা সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৪। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোন অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন নেই।

(কোটি টাকায় গণনা করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-
২.	বাপক	৪২২	২৩৯.৫৩	৩৯০	৩২	১২	৩৯০	২২৭.৫৩
৩.	বেবিচক	১২১২	৩২১৩০.০১	১২৮	৬৭	২৭৬.৯০	১১৪৫	৩১৮৫৩.১১
৪.	বিমান	১৪	২৯.১৭	১৪	১২৬	১৭২.১৮	১৫১০	৭৬৫.২৬
৫.	বিটিবি	৪৫	৪৯.৯২	৪৫	১৯	১৯.৫৪	২৬	৩০.৩৮
৬.	বিএসএল	৫৫	২৮৮.৫০	-	-	-	৫৫	২৮৮.৫০
৭.	হিল	৪৭	৮৭.৪৯	৮	১৫	২৬.৪১	৩২	৬১.০৭
	সর্বমোট	১৭৯৫	৩২৮২৪.৬২	৫৮৫	২৫৯	৫০৭.০৩	৩১৫৮	৩৩২২৫.৮৫

১৫। ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

বাংলাদেশের ট্রাভেল এজেন্সিসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (OTAMS) মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সি নিজেদের কার্যালয় হতে সরাসরি অনলাইনে নিবন্ধন, নিবন্ধন সনদ নবায়ন, অফিস পরিবর্তন, তথ্য সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান এবং এজেন্সি বাতিলের কার্যক্রমের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারে। আবেদনপত্রের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের পরে মোবাইলে ম্যাসেজ ও ই-মেইলে মাধ্যম এজেন্সিমূহকে অবহিত করা হয়। আবেদনপত্র অনুমোদনের পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ এজেন্সিমূহের নিকট অনলাইনে প্রেরণ করা হয় এবং সিস্টেমে সনদটি সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

সক্রিয় ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নবায়নকৃত ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাতিলকৃত ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট সক্রিয় ট্রাভেল এজেন্সির সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিবন্ধন ও নবায়ন বাবদ রাজস্ব আয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৩	৪	৫
৪৬৭৭	১০১৫	২১০৬	৩৬	৪৬৪১	১৪,০৪,৯৫,৭৫০/-

ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন, নিবন্ধন সনদ নবায়ন, অফিস পরিবর্তন, ডুপ্লিকেট সনদ ইস্যু, নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর, শাখা কার্যালয় স্থাপন এবং আপীল আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি
১.	ট্রাভেল এজেন্সি রেজিস্ট্রেশন (৩ বছরের জন্য)	১। নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যথাযথভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ২। অনলাইনে আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ (ক) আবেদন ফি জমার ট্রেজারি চালানের মূলকপি;	১। আবেদন ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ নং কোডে "বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয়

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি
		(খ) হালনাগাদ ট্রেডলাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি; (গ) টিআইএন সনদ এর সত্যায়িত অনুলিপি; (ঘ) ব্যবসায়িক ঠিকানার সমর্থনে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ/বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র ও ভাড়া পরিশোধের রশিদ; (ঙ) কোম্পানি হইলে, মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি; (চ) ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে হলফনামা; (ছ) ন্যূনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থিতির ব্যাংক সার্টিফিকেট; (জ) অফিসের ছবি (ঝ) নিবন্ধন সনদ ফি ও ভ্যাট জমার ট্রেজারি চালানের মূল কপি।	ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস”-এর অনুকূলে; ২। রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ নং কোডে “বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস”-এর অনুকূলে এবং ভ্যাট বাবদ-৭,৫০০/- টাকা ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ নং কোডে ট্রেজারি চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান।
২.	ট্রাভেল এজেন্সি নবায়ন (৩ বছরের জন্য)	১। নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যথাযথভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ২। অনলাইনে আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ (ক) আবেদন ফি জমার ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি; (গ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধ প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি; (ঘ) ব্যবসায়িক ঠিকানার সমর্থনে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ/বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র ও ভাড়া পরিশোধের রশিদ; (ঙ) লিমিটেড কোম্পানি হলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত পূর্ববর্তী তিন বছরের অডিট রিপোর্টের সত্যায়িত অনুলিপি; (চ) ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত হলফনামা; (ছ) বার্ষিক ন্যূনতম ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) (বিগত তিন বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ) টাকার ব্যবসায়িক লেন-দেন সংক্রান্ত প্রমাণপত্র; (জ) নিবন্ধন সনদের অনুলিপি; (ঝ) ন্যূনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্থিতির ব্যাংক সার্টিফিকেট; (ঞ) নবায়ন ফি ও ভ্যাট জমার ট্রেজারি চালানের মূল কপি;	১। আবেদন ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ কোডে “বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস”-এর অনুকূলে; ২। নবায়ন ফি বাবদ ২৫,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ কোডে “বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস”-এর অনুকূলে এবং ১৫% ভ্যাট বাবদ-৩,৭৫০/- টাকা ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ কোডে ট্রেজারি চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান।
৩.	ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান	উপযুক্ত কারণসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদন করতে হবেঃ (ক) বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র/ মালিকানার প্রমাণক; (খ) ভাড়া পরিশোধের রশিদ/হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের রশিদ (নিজের বাড়ী হলে); (গ) স্থানান্তরিত ঠিকানার অনুকুলে ট্রেড লাইসেন্স	বিনামূল্যে
৪.	ট্রাভেল এজেন্সীর ডুপ্লিকেট সনদ ইস্যু	১। সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি-এর কপি; ২। মূল সনদের ফটোকপি (যদি থাকে); ৩। ডুপ্লিকেট সনদ ফি জমার ট্রেজারি চালানের মূল কপি।	ডুপ্লিকেট সনদ ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ কোডে “বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানিজ রেজিস্ট্রেশন ফিস”-এর অনুকূলে ট্রেজারি চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান।

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি
৫.	ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে আপীল	১। নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে অনলাইনে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে; ২। অনলাইনে আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ক) আবেদন ফি জমার ট্রেজারি চালানের মূল কপি; খ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি; গ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধ প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি; ঘ) ব্যবসায়িক ঠিকানার সমর্থনে হালনাগাদ হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ/ভাড়া পরিশোধের রশিদ; ঙ) লিমিটেড কোম্পানি হলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত পূর্ববর্তী তিন বছরের অডিট রিপোর্টের সত্যায়িত অনুলিপি; চ) নূন্যতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা স্তিতির ব্যাংক সার্টিফিকেট; ছ) ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত হলফনামা; জ) বার্ষিক নূন্যতম ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হিসেবে বিগত তিন বছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ব্যবসায়িক লেন-দেন সংক্রান্ত প্রমাণপত্র; ঝ) নিবন্ধন সনদের অনুলিপি; এবং ঞ) নবায়ন ফি ও ভ্যাট জমার ট্রেজারি চালানের কপি।	আপীল ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ কোডে "বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস"-এর অনুকূলে ট্রেজারি চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান।
৬.	নিবন্ধন সনদ হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান	১। নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে অনলাইনে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে; ২। অনলাইনে আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ক) গ্রহণকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি; খ) নিবন্ধন সনদ/নিবন্ধন নবায়ন সনদের অনুলিপি; গ) গ্রহণকারী ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি; ঘ) গ্রহণকারীর ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি ও সর্বশেষ ট্যাক্স পরিশোধের প্রমাণপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে; ঙ) গ্রহণকারীর বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর BIN [যদি থাকে] [BIN সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে]; চ) গ্রহণকারীর ব্যবসায়িক ঠিকানা, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল নম্বর; ছ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর গ্রহণকারীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরূপ; ১) অফিস ভাড়া পরিশোধের রশিদ/হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ; এবং ২) ব্যবসায়িক ঠিকানার মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র অথবা ভাড়ার চুক্তি পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। জ) নিবন্ধন সনদধারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হতে মৃত্যুসনদ, উত্তরাধিকারী সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীগণের পারস্পরিক সম্মতিপত্র; ঝ) নিবন্ধন সনদধারী শারীরিকভাবে অক্ষম হইলে সিভিল সার্জন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মেডিকেল বোর্ড	

		কর্তৃক প্রদত্ত অক্ষমতার সনদপত্র; ঞ) পরিচালক/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারিগণের বিবরণ (নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও ট্রাভেল এজেন্সিতে পদমর্যাদা); এবং ট) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র (আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রমাণক হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।	
৭	ট্রাভেল এজেন্সির শাখা কার্যালয় স্থাপন	১। নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে অনলাইনে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে; ২। অনলাইনে আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ ক) মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি; খ) নিবন্ধন সনদ/নিবন্ধন নবায়ন সনদের অনুলিপি; গ) প্রস্তাবিত ঠিকানায় অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র/ট্রাভেল এজেন্সির মালিকানার প্রমাণপত্র; ঘ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) [টিআইএন সার্টিফিকেটির সত্যায়িত অনুলিপি ও সর্বশেষ ট্যাক্স পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে।] ঙ) বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর (BIN) [যদি থাকে] [BIN সার্টিফিকেটের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে]; চ) মূল ব্যবসায়িক ঠিকানা, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল নম্বর; ছ) প্রস্তাবিত শাখা কার্যালয়ের বিবরণ; (১) ভবনের মালিকানা (নিজস্ব/ভাড়াকৃত) সংক্রান্ত কাগজপত্র; (২) আয়তন (ব্যবসায়িক ঠিকানার মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে; জ) ট্রেজারি চালানের নম্বর (ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে); ঝ) সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত অনুমতিপত্র (শুধুমাত্র দেশের বাহিরে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে চাইলে); ঞ) প্রস্তাবিত পরিচালক/স্বত্বাধিকারী/অংশদারীগণের বিবরণ (নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও ট্রাভেল এজেন্সিতে পদমর্যাদা)।	আবেদন ফি: ৫,০০০/- টাকা; এবং কোড নং: ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৬ কোডে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সচিবালয় ফার্মস এন্ড কোম্পানীজ রেজিস্ট্রেশন ফিস" এর অনুকূলে ট্রেজারি চালানমূলে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা প্রদান।

১৬। হোটেল ও রেস্তোরাঁ সেল:

- ১২টি পাঁচ তারকামান, ৫টি চার তারকামান এবং ১৩টি তিন তারকামান হোটেল লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে;
- ৬টি তিন তারকা, ১টি চার তারকা এবং ২টি পাঁচ তারকা হোটেল ছাড়পত্র (এনওসি) প্রদান করা হয়েছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১০টি তিন, চার ও পাঁচ তারকামানের হোটেলের সেবার মান ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে এবং শতভাগ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- এক এবং দুই তারকামানের হোটেল ও সকল শ্রেণীর রেস্তোরাঁ নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হচ্ছে;
- হোটেল/রেস্তোরাঁ ও রিসোর্টসমূহে Sewerage Treatment Plant (STP) স্থাপনের বিষয় তদারকি করার জন্য সকল জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স প্রদানকৃত চার ও পাঁচ তারকামানের হোটেলসমূহে Sewerage Treatment Plant (STP) স্থাপনের জন্য হোটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ-কে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে;
- হোটেল/রেস্তোরাঁ এবং রিসোর্টসমূহকে নিবন্ধিকরণ, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪, বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিধিমালা, ২০১৬ এবং বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ সংশোধিত বিধিমালা, ২০১৯ এর যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রচারের লক্ষ্যে গত ২৫.০৯.২০২২ খ্রি. তারিখ ৩০.১০.২০২২

খ্রি. তারিখ, ০৯.০৩.২০২৩ খ্রি. তারিখ এবং ০৬.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখ বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পর্যটন কমিটি, হোটেল/রেস্তোরাঁ ও রিসোর্ট মালিকগণের সাথে সভা করা হয়েছে। বর্তমানে এ ধারা অব্যহত রয়েছে;

- এক ও দুই তারকামানের হোটেল ও রেস্তোরাঁর তালিকা স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;
- অনিবন্ধিত হোটেল/রেস্তোরাঁ এবং রিসোর্টসমূহ শতভাগ নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য সকল জেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সকল জেলা প্রশাসক মহোদয়কে সম্প্রতি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রতিবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সর্বমোট=১,০০,৮৬,৯৪০/- (এক কোটি ছিয়াশি হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা আহরণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ=৩,৬৯,৬৮,৩৬০/-(তিন কোটি ঊনসত্তর লক্ষ আটষট্টি হজার তিনশত ষাট) টাকা মাত্র। তিন বছর অন্তর ২০২২ সালে অধিকাংশ হোটেলের নবায়ন থাকায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে=২,১৬,৩৮,৩৬০/-(দুই কোটি ষোল লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে;
- হোটেল সেল অটোমেশন এর জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও রিসোর্টসমূহের ছাড়পত্র, নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন অন-লাইন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৭। SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'-এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে এককভাবে কোন নির্দিষ্ট অভীষ্ট/অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৯ ও ১২.খ অর্জনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় লীড এবং লক্ষ্যমাত্রা ৯.১ ও ১৪.৭ এর সূচকসমূহ অর্জনে এ মন্ত্রণালয় সহযোগি মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এই মন্ত্রণালয় ২০১৮ সালে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা সম্প্রতি হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেটের সাথে সমন্বয় করে একটি বাস্তবায়নযোগ্য এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যা পর্যটন সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে জিডিপিতে পর্যটনের সরাসরি অবদান বৃদ্ধি করবে।

এসডিজি বাস্তবায়নে ট্যুরিজম সেক্টরের বর্তমান অবস্থা

Total Economy: GDP Size (2022-23)	Tk. 3,74,26,280 Million
Tourism Direct gross domestic product	Tk. 766,907 Million
TDGDP (% of GDP)	3.02%
Total number of employment due to Tourism	13.2 Million
Share of Tourism in total employment	8.07%

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম :

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ৮.৯ এবং সংশ্লিষ্ট সূচক ৮.৯.১ অর্জনের লক্ষ্যে পর্যটন ও সিভিল এভিয়েশনের খাতে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে ৭টি বিধিমালা/নীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা নিম্নরূপ:

Bangladesh Tour Operator and Tour Guide (Registration and Management) Act 2021; Bangladesh Travel Agency (Registration and Control) (Amendment) Act, 2021; Bangladesh Hotel and Restaurant Rules, 2016; Civil Aviation Act 2017 and Civil Aviation Authority Act, 2017; Drone Registration and Flying Policy, 2020; Policy for operating flights in unspecified routes within Bangladesh-2020; and Carriage by Air (Montreal Convention) Act 2020.

ট্যুরিজম সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ৮.৯ এবং সংশ্লিষ্ট সূচক ৮.৯.১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০টি গাইড লাইন তৈরি করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা নিম্নরুপ:

Halal Tourism Guideline, 2022; Cultural Tourism Guideline, 2022; Beach Carnival Guideline, 2022; Tourism volunteer Guideline, 2022; Agro-Tourism Guideline, 2022; Internship Programme Guideline, 2022; Adventure Tourism Guideline, 2022; Rural Tourism Guideline, 2022; MICE Tourism Guideline, 2021; Ocean Cruise Tourism Guideline, 2021; Community Based Tourism Guideline, 2021; Sports Tourism Guideline, 2021; Gastronomy Tourism Guideline, 2021; Sustainable Tourism Guideline, 2021; Responsible Tourism Guideline, 2021; Religious Tourism Guideline, 2021; Reverie Tourism Guideline, 2021; Wildlife Tourism Guideline, 2021; Blue Economy Tourism Guideline, 2021, and Haor Tourism Guideline, 2021.

এছাড়া, ১০টি বিধিমালা/নীতি, আইন, কৌশল এবং সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আপ-গ্রেডেশনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তা হলো:

Upgradation of Bangladesh Tourism Protected areas and special tourism zone act 2010, Framing of training policy for human resource development at NHTTI, BPC; Framing policy for eco and sustainable tourism development; Upgradation of National Tourism Policy 2010; Tourism master plan for Haor-baor; Preparation of Tourism Master Plan; Tourism recovery plan due to COVID-19, Preparation of SOP (Standard Operating Procedure) to administer tourism industry during COVID-19; Enactment of tour operator and tourist guide act, preparation of tourism media fellowship 2020; Preparation of Short, Medium and Long term planning to protect environment and biodiversity of St. Martin Island for sustainable tourism development; Civil Aviation Policy; Elevated Helipad Policy; and Heliport Policy.

এছাড়াও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ১২.খ অর্জনের জন্য (টেকসই পর্যটনের জন্য টেকসই উন্নয়ন প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সরঞ্জামগুলোর বিকাশ এবং প্রয়োগ যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রচার করে) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সফলভাবে ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট (টিএসএ) প্রস্তুত করেছে এবং একটি শীর্ষস্থানীয় সূচক তৈরি করেছে। ট্যুরিজম ডাইরেক্ট জিডিপি (টিডিজিডিপি)'র মাধ্যমে পর্যটনের অর্থনৈতিক আকার পরিমাপ করার পাশাপাশি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এর অবদান উল্লেখ করা হয়েছে (রেফারেন্স বছর ২০১৮-২০১৯)। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ট্যুরিজম ডাইরেক্ট জিডিপি ৩.০২%। করোনা মহামারী কারণে ২০২০ এবং ২০২১-এ জিডিপিতে পর্যটনের অবদান সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও বর্তমানে জানুয়ারি ২০২২ হতে আবার উর্ধ্বমুখী হয়। ফলে ২০২৫ সাল নাগাদ টার্গেট মাইলস্টোন ৪.৫% অবদান অর্জন এবং ২০৩০ সালে টার্গেট ৫.০% অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

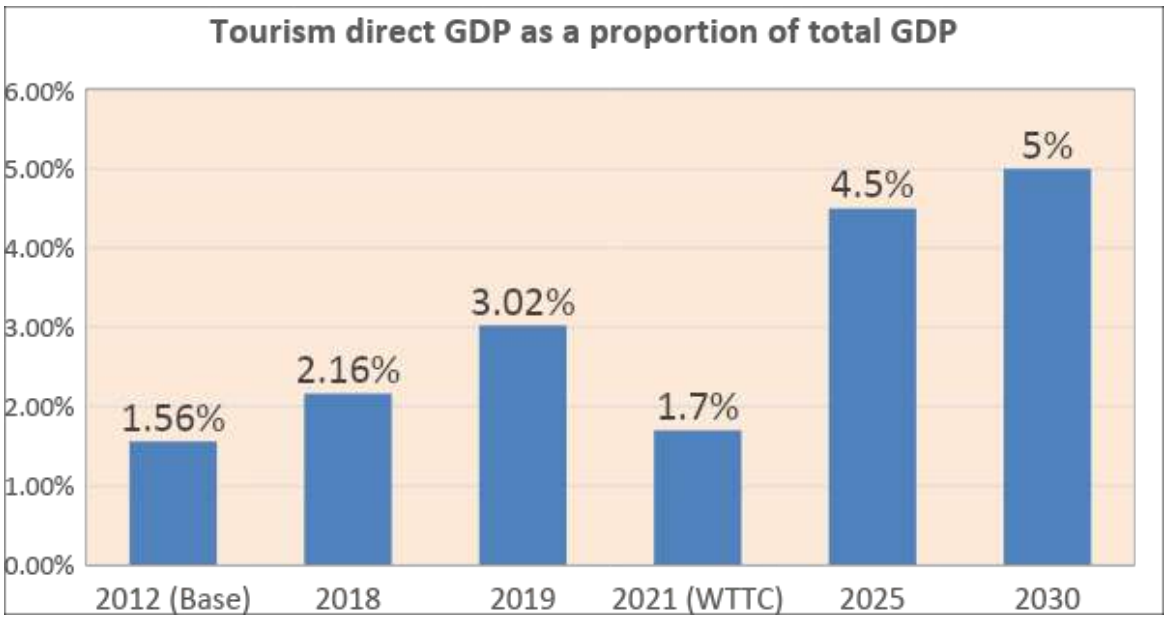

Progress according to revised SDGs M&E Framework 2020

Target	Indicator	Data Source	Baseline data (year)	Milestone for 2025	Progress Dec 2021	Remarks
8.9 (By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products)	8.9.1 (Tourism directs GDP as a proportion of total GDP and in growth Rate.)	TSA 2020	1.56% (TSA survey 2012)	4.5%	3.02% (Up to Dec 2019)	TSA 2020-2021 data unavailable Due to Covid-19 situation.
12.b (Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products)	12.b.1 Implementation of standard accounting tools to monitor the economic and environmental aspects of tourism sustainability	BBS	----		TSA 2020 published	.

Target	Indicator	Data Source	Baseline data (year)	Milestone for 2025	Progress Dec 2021	Remarks
9.1Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all	9.1.2 Passenger and freight volumes by mode of transportation	CAAB MOCAT	Passenger 7938000 Freight 279286 M.Ton (CAAB 2015)	Passenger 12500000 Freight 600000 M.Ton	Up to Sept 2020: passenger 5103358 Freight 250082 M.Ton Progress for 2020: passenger 5518825 which is 57.87 % less than that of 2019. Freight 278105 M.Ton which is 32.25 % less than that of 2019.	Due to Covid-19 passenger & Freight volume decreased in 2020-2021.

১৮। সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy):

সামুদ্রিক পর্যটনে অপার সম্ভাবনার নাম বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রেখা এবং ৪৭ হাজার ২০১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের উপকূলীয় ভুখন্ডের দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। উপকূল ও সমুদ্রে ছোট-বড় ৭৫ টি দ্বীপে রয়েছে প্রাণী বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা; যেগুলো পর্যটন আকর্ষণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের রয়েছে গভীর সমুদ্রের জলজ প্রাণী বৈচিত্র্য, প্রবাল, সামুদ্রিক ঘাস সমৃদ্ধ জলজ বসতি, বালুময় সমুদ্র সৈকত, বালিয়াড়ি, জলাভূমি, প্লাবন অববাহিকা, মোহনা, উপদ্বীপ, লেগুনসহ নানা ধরনের দ্বীপ এবং ম্যানগ্রোভ বন। দেশের মোট ২৫টি প্রাণ-প্রতিবেশগত অঞ্চলের মধ্যে ১১টি পূর্ণভাবে এবং ৪টি আংশিকভাবে এ অঞ্চলে রয়েছে। এই অঞ্চলে ১০ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৫টি জাতীয় উদ্যান এবং ১৭টি মৎস্য অভয়ারণ্য রয়েছে, যা পর্যটন বিকাশের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় সমুদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকবে। সমুদ্রসৈকত, গভীর সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চল যেমনঃ Cox's Bazar, Kuakata, Saint Martin's Island, Sonadia, Maheshkhali, Sandwip, Char Kukri Murki, Hatia, Nijhum Dwip, Sonar Char এবং অন্যান্য coastal এলাকায় পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনায় Feasibility study করা হবে। সমুদ্রসৈকত, দ্বীপ, চরাঞ্চল ও সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহে Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ) অথবা tourism cluster এর বিষয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনায় Feasibility study and assessment করা হবে, যার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি আরও বিকশিত হবে।

সমুদ্রসৈকত, গভীর সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহে পর্যটন সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটন নিশ্চিতকল্পে Volunteer Group তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কেন্দ্রিক Volunteer Group তৈরি করা হয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য স্থানীয়দের সমন্বয় করে Volunteer Group তৈরি করা হয়েছে। সুনীল অর্থনীতির অন্যতম উপাদান পর্যটন। আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকা, চর, সমুদ্র সৈকত, উপকূল সংলগ্ন দ্বীপ পর্যটন বিকাশে অন্যতম ভূমিকা রাখতে

সক্ষম হবে। সময়ের সাথে সাথে সমুদ্র সৈকত, দ্বীপ ও চরাঞ্চলের প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে পর্যটন বিকাশের জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ উপকূলে অবস্থিত সুন্দরবন সুনীল অর্থনীতিকে আরও বেগবান করবে। এ লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থাসমূহ সুনীল অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুনীল অর্থনীতির অবদান বহুলাংশে বেড়ে যাবে। এছাড়া, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে 'বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটনের ভূমিকা শীর্ষক ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর আওতায় সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া খসড়া সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা ২০২৩ এর আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ তে বর্ণিত নীতিমালাটি প্রণয়নের বিষয়ে কর্মসম্পাদন সূচক রাখা হয়েছে।

১৯। নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম :

বিমানবন্দর পরিচালনা, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রী সেবা প্রদানে নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন/সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োগ,পদোন্নতি প্রদানসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিদ্যমান বিমানবন্দরসমূহের অপারেশনাল কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, বিমান চলাচল, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় চলমান ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেও এ মন্ত্রণালয় যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিমান পরিবহন ও পর্যটনের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রক্রিয়াই নারীদের ক্ষমতায়নে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রয়েছে।

২০। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ :

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সকল পরিপত্র/সার্কুলার/অফিস আদেশ ও সকল প্রকার বিধি-নিষেধসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সকল দপ্তর/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সকল পরিপত্র/সার্কুলার/অফিস আদেশ ও সকল প্রকার বিধি-নিষেধসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সকল দপ্তর/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়।
- মাস্ক পড়ার বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নিয়মিতভাবে তাদের-কে মাস্ক সরবরাহ করা হচ্ছে; কর্মকর্তা-কর্মচারিদের-কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে তাদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে;
- নথি/অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ডিসইনফেক্ট করার জন্য ডিসইনফেকশন মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং নথি/জিনিসপত্র ডিসইনফেক্ট করা হচ্ছে; রুম ডিসইনফেক্ট করার জন্য ইউএলভি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং রুম নিয়মিতভাবে ডিসইনফেক্ট করা হয়েছে;
- অফিসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে; অফিসের করিডোর/খোলা স্পেস/বাথরুম নিয়মিত পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখা হচ্ছে; প্রত্যেক গেটের মেইন ফটকে জীবানুমুক্তকরণ ট্রে স্থাপন করা হয়েছে;
- অসুস্থ, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা মহিলাদের-কে অফিসে আসার বিষয়ে নিরুৎসাহী করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে আক্রান্তদের বিষয়ে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিকভাবে যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শসহ সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের-কে হ্যান্ডস্যানেটাইজার ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে হ্যান্ড স্যানেটাইজার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের করিডোরের প্রবেশমুখে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেন্সরযুক্ত অটো স্যানিটাইজার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) কর্তৃক করোনা প্রতিরোধে পর্যটন সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়েছে;

২১। **প্রণীত আইনসমূহ :**

- বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২
- বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি {নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ(সংশোধন) আইন, ২০২১
- Bangladesh Parjatan Corportation (Amendment) Act, 2022

২২। **চুক্তি/সমঝোতা স্মারক :**

- বাংলাদেশ ও রুয়ান্ডার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ চূড়ান্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে চূড়ান্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও লুক্সেমবার্গের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত চুক্তি মন্ত্রিসভা বৈঠক কর্তৃক গত ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

২৩। **কমিটিসমূহ:**

- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতার কমিটি;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি সংক্রান্ত কমিটি;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০২১ 'অনুযায়ী' গঠিত কমিটি;
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান কমিটি;
- হজ টাস্কফোর্স-২০২৩ গঠন;
- হজযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম ২০২৩ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ/সমন্বয় সংক্রান্ত কমিটি;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) (সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি);
- বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি);
- সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি);
- কক্সবাজার বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি
- চট্টগ্রাম বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি
- কুয়াকাটা বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি

২৪। **ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা :**

ক্র. নং	বিষয়	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	অনুপ কুমার তালুকদার যুগ্মসচিব (সিএ-১ অধিশাখা) ০১৮১২৩১৩২৩০ jsca1@mocat.gov.bd	ড. মোঃ মঈন উদ্দিন উপসচিব (পর্যটন-১) ০১৭৪৬৪২৫৩৫৯ dstourism1@mocat.gov.bd
২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	জনাব নূসিয়া কমল যুগ্মসচিব (পর্যটন) ০১৮৪৭৪৪০১৯৫ jsadmin@mocat.gov.bd	জনাব মোঃ সফিউল আলম যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ০১৭১১৯০৫০৪৭ jsadmin1@mocat.gov.bd

২৫। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তির তালিকা :

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ এর অনুচ্ছেদ-৬.২ অনুযায়ী গঠিত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান' সংক্রান্ত কমিটি'র গত ১৫/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের মধ্যে হতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে মনোনয়ন দেয়া হয়:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নাম ও পদবি	কর্মস্থল
০১.	জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
০২.	জনাব মোঃ সফিউল আলম,যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
০৩.	জনাব মোঃ শফি উদ্দিন শেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
০৪.	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক ঢালী, ক্যাশ সরকার	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

২৬। 'মুজিবের বাংলাদেশ' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে মুজিবের বাংলাদেশ শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ নাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য। আক্ষরিক অর্থেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তারই সফল রূপকার বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রতিষ্ঠাতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা নিবেদনের অংশ হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পর্যটন কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম হিসেবে 'Mujib's Bangladesh নির্ধারণ করেছে এবং পর্যটন বিষয়ক সকল ধরনের প্রচার প্রচারণায় কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' ব্যবহার করছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের পরিচিতিকে তুলে ধরা ও পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ও ইমেজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিশীলা হিসেবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে 'Mujib's Bangladesh' এর লোগো, স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত এবং খাম উন্মুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে পর্যটন প্রচারণা কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর অবদান নতুন মাত্রায় বিশ্ব পরিমন্ডলে উপস্থাপিত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় 'মুজিবের বাংলাদেশ' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ২৬ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এদিন সকাল ১০.০০টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বলরুমে স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

২৭। জাতীয় কর্মসূচিতে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণঃ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বাস্তবায়ন কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের লবিতে স্থাপিত শেখ রাসেল -এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ ২০২৩, রবিবার সকালে গণভবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "মুজিবের বাংলাদেশ" শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "মুজিবের বাংলাদেশ" শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী,এমপি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "মুজিবের বাংলাদেশ" শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

"মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু " বিষয়ে লার্নিং সেশনে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে লে.কর্ণেল (অবঃ) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)" কর্তৃক বাস্তবায়িত Vehicle management System (VMS) শীর্ষক উদ্ভাবনী আইডিয়া পরিদর্শনের লক্ষ্যে ঢাকা ইপিজেড, সাভার এ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত "মুজিব'স বাংলাদেশ" ও " বাংলাদেশ সুনীল অর্থনীতি ও পর্যটন" শীর্ষক সেমিনারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন মহোদয়ের সাথে উপস্থিত অন্যান্য আলোচকবৃন্দ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরস্কার প্রাপ্তিতে জনাব এ.এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া, অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

২৭. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহ:

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান)
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি)
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)
- হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উন্নত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা। সে লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় তদানীন্তন ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA)-কে একটি প্রাদেশিক সংগঠন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। জাতির পিতার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৮৫ সালে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয়। জাতির পিতার দিক-নির্দেশনায় প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতের সাথে ১৯৭৪ সালে প্রথম দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এযাবত মোট ৫৪টি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ICAO-এর কনভেনশন ও অ্যানেক্সসমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে। এছাড়া, বিমানবন্দর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিসসহ বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসও বেবিচক প্রদান করে থাকে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলে একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক অ্যাভিয়েশন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। জাতির পিতার এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি সেবামূলক সংস্থা। এ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে উড্ডয়ন অবতরণকারী সকল উড়োজাহাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বিমানবন্দর, বিমান চলাচল সুবিধা, স্থাপনাসমূহ এবং এটিএম সেন্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, রেডিও ন্যাভ এইডস, সিএনএস যন্ত্রাবলি সংস্থাপন এবং নতুন বিমানবন্দর ও এটিএম সেন্টার নির্মাণ করে থাকে।

২। দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ক) বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ;

খ) আকাশপথে পরিবহন ও সেবা খাতের বাণিজ্যিক বিকাশে সহায়তা প্রদান;

গ) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা/ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ;

ঘ) ICAO কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশে চলাচলরত সকল ফ্লাইটের সেফটি কার্যক্রম তদারকিকরণ করা;

ঙ) বিমান চলাচল ও পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান, নিয়মাবলি ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;

চ) বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিমানবন্দর, টার্মিনাল, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন;

ছ) এয়ার নেভিগেশন যন্ত্রাবলি সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন;

জ) বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদনে নেগোসিয়েশন ও শর্তাবলি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতাকরণ;

ঝ) বাংলাদেশের আকাশসীমায় এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের নিমিত্ত রুট ও প্রশিক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠাকরণ;

ঞ) নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন-অবতরণ এর জন্য এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ও রাডার সার্ভিস প্রদান;

ট) অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা;

ঠ) ফ্লাইট পরিচালনা ও ক্লিয়ারেন্স প্রদান;

ড) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, পাইলট, এয়ার ক্রু, এয়ারক্রাফ্‌ট ইঞ্জিনিয়ার ও গ্রাউন্ড ক্রুদের লাইসেন্স প্রদান;

ঢ) এয়ারক্রাফ্‌টসমূহের সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অফ এয়ারওয়ার্দিনেস প্রদান;

ণ) এটিও, এয়ারক্রাফ্‌ট মেইনন্টেন্যান্স অর্গানাইজেশন এবং এয়ারক্রাফ্‌ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও ফ্লাইট/গ্রাউন্ড ক্রুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অনুমোদন;

ত) এয়ারক্রাফ্‌ট রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ; এবং

থ) ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানের সকল প্রকার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ।

৩। সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সালে The Civil Aviation Authority Ordinance, ১৯৮৫ জারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কর্তৃপক্ষ The Civil Aviation Ordinance, ১৯৬০ এবং Civil Aviation Rules, ১৯৮৪ (CAR'84) দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুগোপযোগী আইন করার লক্ষ্যে The Civil Aviation Ordinance, ১৯৬০ রহিত করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Civil Aviation Authority Ordinance, ১৯৮৫ কে রহিত করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

(ক) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৩নং আইন) এর ৫ ধারা মতে কর্তৃপক্ষের গঠন:

১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য থাকবে।

২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হবেন।

৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন এবং তারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

এবং

উক্ত আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হবে;

(ক) চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে যিনি বোর্ডের সভাপতিও হবেন;

(খ) ছয়জন সদস্য, পদাধিকার বলে;

(গ) কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকার বলে;

(ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিমান চলাচল কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি।

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সেবার মান রক্ষাকল্পে অতিরিক্ত ২৫০০টি পদ সম্বলিত একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যার ফলে, বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭১৫। নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় বিভিন্ন গ্রেডে ১১৯৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানেও ৯২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিম্নে কর্তৃপক্ষের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হল:

ক-i) জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি:

ক্র. নং	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা				সর্বমোট শূন্য পদ
				সরাসরি	পদোন্নতিযোগ্য	প্রেষণ	আউটসোর্সিং	
১.	১-৯	৭৯৯	৪৩৮	১৩২	২২৬	৩	-	৩৬১
২.	১০	৫৬০	২৬৯	২৩১	৬০	-	-	২৯১
৩.	১১-১৯	৩২৮৫	২২৬২	৭৮৭	২২৭	-	৯	১০২৩
৪.	২০	১০৭১	৭০১	১৯০	-	-	১৮০	৩৭০
বিলুপ্ত পদে কর্মরত		-	১৫৫	-	-	-	-	-
মোট		৫৭১৫	৩৮২৫	১৩৪০	৫১৩	৩	১৮৯	২০৪৫

ক-ii) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অবসর সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	পদ	নিয়োগ	পদোন্নতির সংখ্যা	পিআরএল প্রদানের সংখ্যা	পেনশন নিস্পত্তির সংখ্যা
১.	১-৯	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৯৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৯২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	২৮	২৯	১৮
২.	১০		০৬	০৭	০৮
৩.	১১-১৯		১০৬	৪৪	৬২
৪.	২০		০	২৩	৫৩
মোট			১৪০	১০৩	১৪১

খ) প্রশিক্ষণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে এটিএম (এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট), ফায়ার, সিএনএস (কমিউনিকেশন নেভিগেশন এন্ড সার্ভিল্যান্স), এভিয়েশন সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৭৭ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ২৮৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বমোট ১০,৬৭১ জন-ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মোট ৩১৩.৫ জন-ঘন্টা, অভিযোগ নিস্পত্তি বিষয়ে ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১৪৬ জন-ঘন্টা, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৫৩৪ জন-ঘন্টা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে ২৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ২৭৬০ জন-ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশ প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বেবিচক এর প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে মোট ১৬২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ১৬২০ জন-ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫| বাজেট:

গত এক দশকে কর্তৃপক্ষের আর্থিক কর্মকান্ড/সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	আর্থিক সাফল্য					মন্তব্য
		রাজস্ব আয়	সরকারকে প্রদত্ত			উন্নয়নমূলক ব্যয়	
			NTR (Non Tax Revenue)	DSL (Debt Service Liability)	IT (Income Tax)		
০১.	২০১৩-১৪	১১৫০২৯.০০	৫০০০.০০	৪৩৭০.০০	-	৪৫৯৮৩.০০	নিরীক্ষিত
০২.	২০১৪-১৫	১৪১০৩২.০০	৫৫০০.০০	৪৭২৫.০০	১৫০০.০০	৫২৭৩০.০০	নিরীক্ষিত
০৩.	২০১৫-১৬	১৫০৪১৭.০০	১০৫০০.০০	৫৮৩৮.০০	২০০০০.০০	৩৮৬৫৩.০০	নিরীক্ষিত
০৪.	২০১৬-১৭	১৫১৮১৪.০০	১২০০০.০০	৫৯২৩.০০	২০০০০.০০	৪৭৩৩৮.০০	নিরীক্ষিত
০৫.	২০১৭-১৮	১৬৫৯৬৫.০০	১২০০০.০০	৫৮৮১.০০	৩৭৫৫৭.০০	৬১৭৫০.০০	নিরীক্ষিত
০৬.	২০১৮-১৯	১৬৯০৭৯.০০	৯০০০.০০	২৫৮৮১.০০	২৩০০০.০০	৫০৮৪৬.০০	নিরীক্ষিত
০৭.	২০১৯-২০	১৪৭১৮০.০০	৯৩৭৫.০০	১৮৮২৬.০০	২০০০০.০০	৪৪৫৬৪.০০	নিরীক্ষিত
০৮.	২০২০-২১	১১৬০৪৪.৮৪	১২০০০.০০	-	১২৫০০.০০	৪৮৫৩৩.৭৬	নিরীক্ষিত
০৯.	২০২১-২২	১৯১০৯৮.০০	১২৫০০.০০	-	২০,০০০.০০	৮১৫৩৮৩.০০	অনিরীক্ষিত
১০.	২০২২-২৩	১৯৭০৩০.০১	১২৫০০.০০	০.৪৮	২৯০০০.০০	৮৩০৬০.৯০	অনিরীক্ষিত

গত এক দশকে বেবিচকের রাজস্ব আয়ের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৫% এর কাছাকাছি ছিল। তবে, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে পুরো বিশ্ব তথা বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের প্রবৃদ্ধিতেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারের দূরদর্শী সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর রাজস্ব আয় যথাক্রমে প্রায় ১৯১০৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭০৩০.০১ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায় যা কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশকে একটি অন্যতম মুখ্য বিমান চলাচল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপদ, নিরুপদ্রব ও দক্ষ বিমান চলাচল সেবা নিশ্চিতকরণই বেবিচক এর মূল অভিলক্ষ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ-তে কর্মসম্পাদনের ৪টি মূল ক্ষেত্রের বিপরীতে মোট কর্মসম্পাদন সূচকের সংখ্যা ছিল ৪৪ টি তন্মধ্যে ২টি আংশিকসহ ৩৯টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ৫টি অর্জিত হয়নি। এ অর্থবছরের এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের সাফল্যের চিত্র নিম্নরূপ:

৬.১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৭৬% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.২ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৩১.৫৭% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.৩ কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৬৭.৭৭% পূর্ত কাজ এর বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.৪ কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৯০.৯৭% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.৫ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে ওভারলে করণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৮১% পূর্ত কাজ এর বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.৬ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ২২% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৬.৭ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (১৩০০ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে ;

৬.৮ বেবিচক কর্তৃক সরকারি কোষাগারে NTR জমাকরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (১২৫ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে ;

৬.৯ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, যশোর বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর, শাহ মখদুম বিমানবন্দরের জন্য ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১০ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এর কন্ট্রোল জোন স্থাপন ও AIP-তে প্রকাশকরণ এর কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর ক্যানোপি ১ ও ২ এ যাত্রীসেবার লক্ষ্যে BTCL এর ৪টি Free Telephone Booth স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১২ হশাআবিতে 'Mujib's Bangladesh' উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৩ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম- এর প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ৪টি RO পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র সংস্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৪ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম- এ আর্ন্তজাতিক আগমনী হলে বাংলাদেশী সিমবিহীন যাত্রীদের জন্য ২টি ফ্রি টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৫ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এ যাত্রীদের জন্য সুপেয় পানি পানের সুবিধা আধুনিকায়নে ড্রিংকিং ওয়াটার ফাউন্টেন স্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৬ এয়ারক্রাফ্‌ট পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ;

৬.১৭ বরিশাল বিমানবন্দরের CCTV সরবরাহ, সংস্থাপন ও টেস্টিং কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, মালামাল সংগ্রহ ও সংস্থাপন কার্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৮ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের CCTV সরবরাহ, সংস্থাপন ও টেস্টিং কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, মালামাল সংগ্রহ ও সংস্থাপন কার্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ;

৬.১৯ বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা-বিষয়ক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ;

৬.২০ এভসেক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ;

৬.২১ বেবিচক'র কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ; এবং

৬.২২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ০৬ (ছয়) টি বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা ও কার্গোসেবারমান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

৭.১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে ;

৭.২ এ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৭.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অর্থবছরে ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে ;

৭.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;

৭.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিলাম ও বিনষ্টিকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা) ৩টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ;

৭.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ;

৭.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে ;

৭.৮ মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য ২য়-৯ম গ্রেড ক্যাটাগরীতে ১জন, ১০ম-১৬শ গ্রেড ক্যাটাগরীতে ১জন এবং ১৭শ-২০শ ক্যাটাগরীতে ১ জন কর্মচারিকে মনোনীত করা হয়েছে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ;

৭.৯ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ;

৭.১০ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৬ টি PIC সভা আয়োজন করা হয়েছে ;

৭.১১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ৮৮.৯০% ব্যয় হয়েছে ;

৭.১২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা ও সমীক্ষা যাচাই শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি জীপ যশোর, সৈয়দপুর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর রানওয়ে সারফেস অ্যাসফল্ট ওভারলেকরণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ;

৭.১৩ টিওএন্ডইভুক্ত সকল যানবাহন বিধি মোতাবেক ব্যবহার করা হচ্ছে ;

৭.১৪ আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য চলমান রয়েছে ;

৭.১৫ বেবিচক কর্মচারি শৃঙ্খল-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ডাটাবেজটি প্রস্তুত করা হয়েছে ;

৭.১৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৮৪১টি (আটশত একচল্লিশ)টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ;

৭.১৭ বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত পূর্ত ও ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কাজসমূহের বাস্তবায়নে আইন কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং কাজের মান সন্তোষজনক কিনা তা নির্ণয়ের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দৈবচয়ন ভিত্তিতে দেশের ০৭ (সাত)টি বিমানবন্দরে মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) টি প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন ; এবং

৭.১৮ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমনী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটসমূহের যাত্রীদের লাগেজ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে ডেলিভারি প্রদান করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এজেন্ট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি ফ্লাইটের লাগেজ ডেলিভারি সময়ের বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। দেরিতে আসা, হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আগত লাগেজের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন অনুসৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হশাআবি প্রতি মাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। এছাড়া প্রতিমাসে এ মন্ত্রণালয় থেকে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সরেজমিনে হশাআবির লাগেজ ডেলিভারির কার্যক্রম এবং লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক ও ব্যাগেজ স্টোরের অবস্থা নির্ধারিত চেকলিস্ট মাফিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৮। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

৮.১ "কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর" শীর্ষক সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়াটি গত ৩০/০৪/২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে ;

৮.২ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ;

৮.৩ ১২/০৪/২০২৩ তারিখে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ;

৮.৪ জুলাই, ২০২২-জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮৯.৯৯% নোট ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে ;

৮.৫ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মপরিকল্পনা গত ২৬/১০/২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে ;

৮.৬ গত ৩১/১২/২০২২ তারিখে বিমানবন্দরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উপর এবং ১৭/০৬/২০২৩ তারিখে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবস্থাপনার উপর ২টি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ;

৮.৭ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে ;

৮.৮ গত ১৬/০১/২০২৩, ১৪/০২/২০২৩, ২১/০৩/২০২৩ ও ২২/০৩/২০২৩ তারিখে ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ;

৮.৯ চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-গর্ভান্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬,৭৯,৩৮৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। জুন'২৩ পর্যন্ত ৮৪.৯২% অর্থ ব্যয় হয়েছে ;

৮.১০ গত ০৮/০১/২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ;

৮.১১ গত ০৩/০৬/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ-এর আওতাধীন ঢাকা ইপিজেড-এ Vehicle Management System শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পরিদর্শন করা হয়েছে ; এবং

৮.১২ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় ২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর এবং সমস্যা ও পরামর্শ অন্তর্ভূক্ত করে Air Passenger Aid নামে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে গুগল প্লেস্টোরে আপলোড করা হয়েছে। এ্যাপ্লিকেশনটিতে মোট ১০৪ (একশত চার) টি প্রশ্ন ও উত্তর ছাড়াও যাত্রী ও তাদের নিকটজনদের প্রয়োজন হতে পারে এরূপ সকল এজেন্সির মোবাইল নাম্বার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রণীত এ্যাপ্লিকেশনটি Android সেটে ইনস্টল করে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তি বিমানবন্দর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ পাবেন।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম মুখ্য বিমান চলাচল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপদ ও দক্ষ বিমান চলাচল সেবা নিশ্চিতকরণের অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) দেশের সাধারণ নাগরিকদেরকে যথাযথ সেবা প্রদান, দাপ্তরিক সেবা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। ০৩ ক্যাটাগরীতে (নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা ও অভ্যন্তরীণ সেবা) সর্বমোট ৬৯টি সেবা প্রদানে এ কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

৯.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে ;

৯.২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়েছে ;

৯.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ; এবং

৯.৪ সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ বিষয়ে ২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থাৎ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য এ কর্তৃপক্ষ বদ্ধ পরিকর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে:

১০.১ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে ;

১০.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের ৭০% নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে ;

১০.৩ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ;

১০.৪ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে ; এবং

১০.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য- অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করেছে। বেসমারিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বেবিচক কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার নিমিত্তে তথ্য অধিকার আইনের ১০(১) ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ করার নিমিত্তে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরম্যাট অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ১০০% আবেদনই যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ; এবং
- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ:

১১.১ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বিষয়ে ১০০% আবেদনই যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ;

১১.২ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ;

১১.৩ কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ;

১১.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ নির্ধারিত সময়ে তৈরি/হালনাগাদ করা হয়েছে ;

১১.৫ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে ৩টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ;

১১.৬ তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ; এবং

১১.৭ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৪টি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান কার্যক্রম সহজতর হবে এবং এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

১২। সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন:

২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত, আংশিক বাস্তবায়িত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি তুলে ধরা হল:

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- জিওবি ও জাইকার ঋণ সহায়তায় ২১৩৯৯০৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। প্রকল্পের আওতায় হশাআবি তে ২,৩০,০০০ বর্গ মি: আয়তনের ৩য় টার্মিনাল ভবন, ৬৩০০০ বর্গ মি: আয়তনের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে হশাআবিতে বার্ষিক প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ৮ মিলিয়ন হতে ২০ মিলিয়নে এবং কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ২.৫ মিলিয়ন টন হতে ৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে যা দেশের বিমান পরিবহন খাতের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে ;
- বিগত ২৮-১২-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয় ;
- প্রকল্পের আওতায় বিল্ডিং নির্মাণ অংশের ১ম, ২য় ও ৩য় তলার আরসিসি ও ম্যাশনারী কাজ, বহুতল কার পার্কিং ভবনের আরসিসি ও ম্যাশনারী কাজ, কার্ব সাইড ও এলিভেটেড ড্রাইভওয়ে অংশের ৭৪২ টি পাইলিং কাজ ও এ অংশের মোট ১৬৯ টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ১৬৯ টি পাইল ক্যাপ ও পিয়ার এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টার্মিনাল-৩ সংলগ্ন এলিভেটেড অংশের ৯৪৪ টির মধ্যে ৯২২ টি গার্ডার স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। মহাসড়ক সংলগ্ন অংশের বেসমেন্ট এর স্ল্যাব এবং আরসিসি ওয়াল নির্মাণ হাই স্পীড ট্যাক্সিওয়ের সাউথ ও নর্থ উভয় অংশে এসফল্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ;
- এক্সপোর্ট কার্গো ও ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স অংশের (৯০৯+৩৮৯টি) পাইলিং কাজ এবং ফ্লোর ঢালাই সম্পাদন শেষে Steel Structure Fabrication, রুফিং ও ফ্লোর নির্মাণ শেষ হয়েছে ; এবং
- প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৭৬%।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল এর কনস্পেচুয়াল ডিজাইন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল এর বার্ডস আই ভিউ

৩য় টার্মিনাল প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত নতুন ভিভিআইপি কমপ্লেক্স

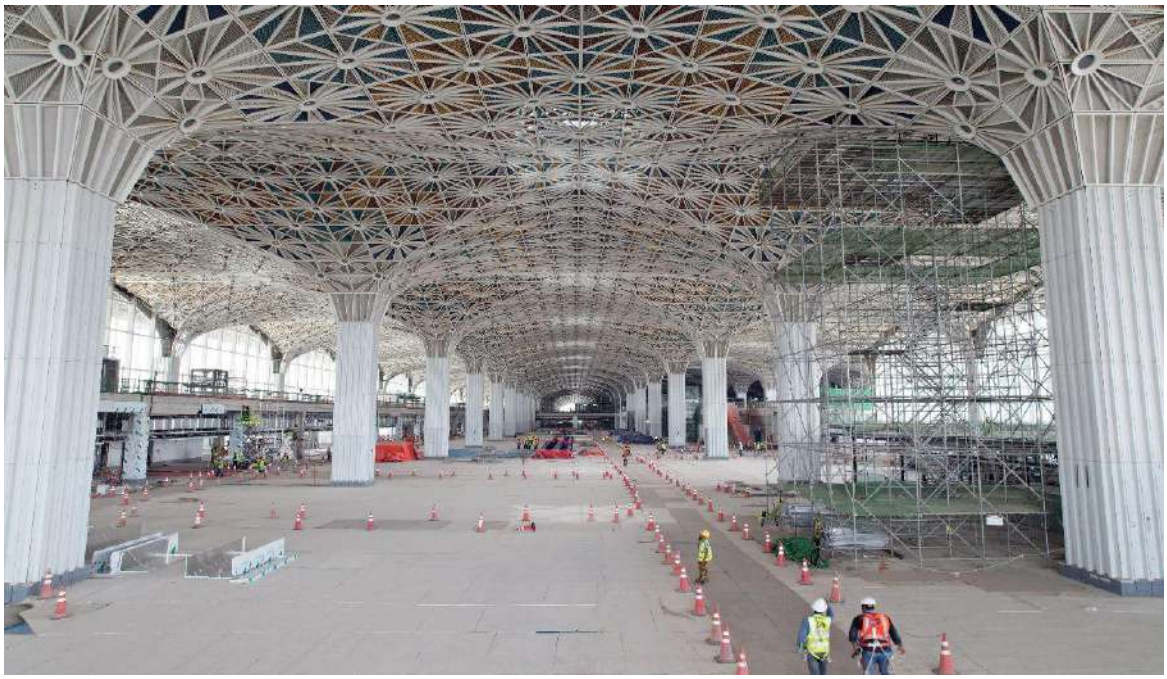

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল অংশের কাজের বর্তমান অবস্থা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলমান এক্সপোর্ট কার্গো টার্মিনাল অংশের কাজের বর্তমান অবস্থা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এলজিইডি কর্তৃক ব্রিজ নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- দেশের ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের বিষয়টি বিবেচনা করে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট দৈর্ঘ্যকে প্রাথমিকভাবে ৯০০০ ফুটে বৃদ্ধি, সোল্ডারসহ ১৫০ (১২৫'+২৫') ফুট প্রস্থকে সোল্ডারসহ ২০০ (১৫০'+৫০') ফুটে বৃদ্ধি ও এর শক্তি বৃদ্ধি (Strengthen) (পিসিএন ১৯ থেকে ন্যূনতম ৯০-এ উন্নীতকরণ) সহ রানওয়ে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ২০১৫৬৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৯৩৬৯.৭৮ লক্ষ + নিজস্ব তহবিল ৪২১৯৪.৮৪ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ 'কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্পের ৯৮.৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ;
- ইতোমধ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়েতে ২০ ইঞ্চি পুরুত্ব অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যমান রানওয়ের প্রশস্ততা ১২৭ ফুট হতে ২০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়ে ২২২৫ ফুট বর্ধিত করে ৯০০০ ফুট করা হয়েছে। রানওয়ের উভয় পার্শ্বে ৫০০ ফুট করে ওভাররান নির্মাণ করা হয়েছে। রানওয়ের শক্তি পরিমাপক বা পেভমেন্ট ক্ল্যাসিফিকেশন নাম্বার (পিসিএন) ১৯ হতে ৯০ এ উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬ মে ২০১৭ তারিখে এ বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়নের পর কক্সবাজার হতে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা সুবিধা সৃষ্টি হবে। ফলে এই বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ট্যুরিষ্ট মুভমেন্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্যটন খাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে ;
- প্রকল্পের আওতায় খুরুশকূলে পুনর্বাসিত/পুনর্বাসনযোগ্য জনগনের যাতায়াত সুবিধার অংশ হিসেবে বাঁকখালী নদীর উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ব্রীজের মূল স্ট্রাকচারাল কাজ শেষে রেলিংসহ আনুষাঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে। ব্রীজ নির্মাণ কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৯৭% ; এবং
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পুনর্বাসন এলাকায় স্লোপ প্রটেকশন বাঁধ নির্মাণ কাজের ৯৮% সম্পন্ন করা হয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

- কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর জন্য ইন্টেরিম আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২৭৭৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে ;
- প্রকল্পের আওতায় ১০৯১২.৪৯ বর্গমিটার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের ৯০.৯৭% শেষ হয়েছে ;
- প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২ টি টেক্সিওয়েসহ পার্কিং এপ্রোন এবং চিলার প্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ; এবং
- টার্মিনাল ভবনের চিলার এর এসি এবং ক্যাবল ডাক্টিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Air Handling Unit, Mast Light, Escalator, Passenger Lift, Ges Passenger Boarding স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন

কক্সবাজার বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প:

- রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৯০০০ ফুট হতে ১০৭০০ ফুটে সম্প্রসারণের জন্য "কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ" প্রকল্পের কাজ চলমান আছে ;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এ বিমানবন্দরের রানওয়েতে পূর্ণলোডে সুপরিসর বিমান চলাচল করা সম্ভব হবে। যার কারণে এই বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ট্যুরিষ্ট মুভমেন্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্যটন খাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে ;
- প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রগর্ভে ৪৩.০০ হেক্টর ভূমি Reclamation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিও ব্যাগ দ্বারা বাঁধ নির্মাণ কাজ, স্যান্ড কম্পাকশন পাইলিং এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট কাজ, রক্ষাপ্রদ বাঁধ নির্মাণে ১.৭০ লক্ষ সিসি ব্লকের মধ্যে ১.৬০ লক্ষ সিসি ব্লক ফেব্রিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। রক্ষাপ্রদ বাঁধ নির্মাণের জন্য সাইটে পৌছানো ২.৭৫ লক্ষ টন বোল্ডারের ৮৫.০০% স্থাপন এবং সমুদ্রগর্ভে ২২০০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রিসিশন এপ্রোচ লাইট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৬ টি ফাউন্ডেশন/পিয়ারে ১৬০ টি পাইলের মধ্যে ২১ টি ফাউন্ডেশন/পিয়ারের ১২৮ টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে ; এবং
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৭৭% ।

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৫৪০৫২.০১ (পাঁচশত চল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ এক হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে ;
- ইতোমধ্যে ৯ম লেয়ারের অর্থাৎ চূড়ান্ত পেভমেন্ট লেয়ারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ;
- রানওয়ে শোল্ডার (CTBC) এর ২ (দুই) টি লেয়ারের কাজই শেষ হয়েছে ;
- এজিএল ক্যাটাগরী-২ এর জন্য HDPE পাইপ স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ;
- সাইড স্ট্রিপ ও ড্রেনেজ কাজ চলমান রয়েছে ;
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৭৭% ; এবং
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এ বিমানবন্দরের রানওয়ে পূর্ণলোডে বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইট উড্ডয়ন-অবতরণের জন্য উপযোগী হবে।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওভারলেকরণের মূল কাজ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প:

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে চলাচলরত সকল প্যাসেঞ্জারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় ;
- প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ০৫ টি পেট্রোল কার ও ০৪ টি একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম (ফ্ল্যাপ ব্যারিয়ার হিউম্যান) বর্তমানে অপারেশনে আছে ; এবং
- প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদসহ সংশোধিত টিএপিপি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন এক্সসেসরিজসহ ৪৯৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাবল লেয়িংসহ উক্ত ক্যামেরাসমূহ সংস্থাপন কাজ চলছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন কাজ

যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী-এর রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প:

- প্রকল্প ব্যয় ৫৬৬৭৬.০৯ লক্ষ টাকা।
- উল্লিখিত বিমানবন্দর তিনটি'র বিদম্যান রানওয়েতে নিরাপদে উড়োজাহাজের উড্ডয়ন অবতরণ সুবিধা উন্নীতকরণের নিমিত্ত এর শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।
- বিমানবন্দর তিনটি'র বিদম্যান রানওয়ের পিসিএন (Pavement Classification Number) ১৭ হতে ৫০ এ উন্নীত হবে।
- বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাব সিসিজিপি-তে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সিএনএস-এটিএম সিস্টেম আধুনিকায়ন:

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নের আওতায় ৭৩০১৩.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটি বিগত ১৩-০৪-২০২১ তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- বিগত ২১-১০-২০২১ তারিখে এককভিত্তিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Thales Technology, France এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ATMCCT (Air Traffic Management Control Tower) অংশের 3rd ফ্লোরের কাস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাডার এন্টেনা স্থাপনের লক্ষ্যে স্টিল টাওয়ার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাডার বিল্ডিং এর সিভিল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩১.৫৭%।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিতব্য এটিসি সেন্টার এবং কন্ট্রোল টাওয়ার এর কনসেপচুয়াল ডিজাইন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন এটিসি সেন্টার এবং কন্ট্রোল টাওয়ার এর বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা প্রকল্প:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ড্রইং ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- পরামর্শকের সাথে চুক্তি সম্পাদন শেষ হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত ০৮-০৬-২০২৩ তারিখ হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ):

- কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ড্রইং ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে আর্থিক মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৪০৫১৫.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে করা হয়েছে।
- রানওয়ের সাইড স্ট্রীপ গ্রেডিং ও ড্রেইনেজ সিস্টেম এর কাজ করা হয়েছে।
- CAAT-II মানের এজিএল সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়েছে।
- ০৪ অক্টোবর ২০২০ হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু হয়েছে।
- ফলশ্রুতিতে, এ বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্তমানে পূর্ণলোডে বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইট উড্ডয়ন-অবতরণের জন্য উপযোগী হয়েছে।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিতব্য টার্মিনাল ও কন্ট্রোল টাওয়ার এর কনসেপচুয়াল ডিজাইন

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ের চূড়ান্ত সারফেস

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এ্যাপ্রোন নির্মাণ প্রকল্প:

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের সাপোর্টিং ওয়ার্ক হিসেবে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৪২৪৫২.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০টি হ্যাঙ্গার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ০৯টি হ্যাঙ্গার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অপারেশনাল কাজ শুরু করেছে।
- ৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ফ্লাইং ক্লাব বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
- নতুন এপ্রোন নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে হশাআবিতে বিমানের রুটিন সার্ভিসিং ও ছোটখাটো মেরামত সুবিধা, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বিমানের পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি এবং বৈরী আবহাওয়ায় পার্কিং বিমানের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত হ্যাঙ্গার বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত ৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ফ্লাইং ক্লাব বিল্ডিং

১৩) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

মশক নিধনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আবাসিক এলাকায় বেবিচক কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদি:

- বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশার প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ এবং নিবিড়ভাবে নিয়মিত তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিয়মিত রিমোট বে ক্যানেল, বোর্ডিং ব্রীজের নীচে, ক্যারোজাল এলাকা, ভিভিআইপি কমপ্লেক্স, টাওয়ার বিল্ডিং এবং এয়ার সাইডের পরিচ্ছন্নতার কাজ কর্তৃপক্ষের জনবল দ্বারা নিয়মিত পালা ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।
- আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সারা বছরব্যাপি এয়ার সাইডের ঘাস, গাছ, ঝোপ-ঝাড়, পুকুর, বিভিন্ন ক্যানেল, নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে।
- এয়ার সাইডের অন্যান্য জায়গার ঘাস, ঝোপ ঝাড় ও ক্যানেল ইতোমধ্যে পরিস্কার করা হয়েছে।
- হুইল ব্যারো মেশিন, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দিয়ে লার্ভিসাইড স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ভ্যাইক্যাল মাউন্টেন ফগার মেশিন, ফগার মেশিন , হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ইউএলভি মেশিন, এক্সপেল স্প্রে, ইলেকট্রিক ট্রেপার মেশিন, ইলেকট্রিক ব্যাট, ধুপ ধোঁয়া ব্যবহার করে ইনসেক্টিসাইড স্প্রে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে প্রফেসর ড. কবিরুল বাশার এপ্রোন এলাকার জলাশয় ও ল্যান্ড সাইড এলাকার মশার উৎপত্তির স্থল সমূহ পর্যবেক্ষণে বের হন। কিন্তু এদিন কোন মশার লার্ভার উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি) বিগত ০৩ জুন ২০২৩ তারিখ হতে ০৮ জুন ২০২৩ তারিখ এবং বিমানবন্দর ও আশেপাশের এলাকায় মশার উৎপত্তি স্থল ও লার্ভার উপস্থিতির জরিপ কাজ সম্পন্ন করে।
- এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত মশক নিয়ন্ত্রণ/নিধন কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত কমিটির সভায় গত ০৩/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জরিপের ফলাফল ড. কবিরুল বাশার কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল মোতাবেক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকার অভ্যন্তরে মশার লার্ভার সামান্যতম উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।
- আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সারা বছরব্যাপি বেবিচক এর আবাসিক এলাকা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে।
- বেবিচক এর আবাসিক এলাকায় মশা নিধনে নিয়মিত ফগিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মশক নিধন কার্যক্রমের রুটিন কাজের অংশ হিসেবে হশাআবি-এ ফগিং করা হচ্ছে

মশক নিধন কার্যক্রমের রুটিন কাজের অংশ হিসেবে হশাআবি-এ লার্ভিসাইট স্প্রে করা হচ্ছে

ফ্লাইট সেইফটি অ্যান্ড রেগুলেশন্স এবং এভিয়েশন সিকিউরিটি সংক্রান্ত সাফল্য:

ক্রমিক নং	কাজের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছর (সংখ্যা)
০১.	নতুন বিমান রেজিস্ট্রেশন	০৬
০২.	এয়ারওয়ার্দি সার্টিফিকেট নবায়ন	৭৬
০৩.	বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ বিমানের কারিগরী কার্যাবলী প্রত্যয়ন/নবায়নের অনুমোদন দান	০৫
০৪.	বিমানের বৈদেশিক গমন পথের স্থানসমূহ পরিদর্শন	৩৫
০৫.	এয়ারক্র্যাফট মেইনটেন্যান্স সিডিউল অনুমোদন দান	০১
০৬.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পাইলট লাইসেন্স প্রদান	১৩৬
০৭.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পাইলট লাইসেন্স প্রদানের জন্য কারিগরি পরীক্ষা গ্রহণ	২৮৭৩
০৮.	পাইলট লাইসেন্স-এর কারিগরি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৩৩৬
০৯.	বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন	০২
১০.	বিমান সংস্থা হতে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট-এর নিষ্পত্তি করণ	২৭
১১.	এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শন (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স বাবদ)	১৯০
১২.	এভিয়েশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অডিট ও লাইসেন্স নবায়ন	১৫
১৩.	বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	২৫
১৪.	এভিয়েশন সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	১৩০৬
১৫.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রকৌশলী কারিগরি পরীক্ষা গ্রহণ	০৩

১৪) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা: বেবিচকের আওতায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়তিব্য প্রকল্প/কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন ও কানেকটিং করিডোর নির্মাণ:

- টার্মিনাল সুবিধা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ১টি বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন, কানেক্টিং করিডোর ও ডিপার্চার লাউঞ্জ নির্মানের জন্য ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বোর্ডিং ব্রীজ শিপমেন্ট এর জন্য এলসি খোলা হয়ছে। আগামী জুন ২০২৪ নাগাদ এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্প:

- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ, ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, মংলা সমুদ্র বন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মংলা ইপিজেড ও মংলা ইকোনোমিক জোন ইত্যাদির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রণীত লিংক কম্পোনেন্ট প্রকল্পের অধীনে বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর মূল প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনাল এর অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স কাজ:

- পিপিপি এর আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মানাধীন ৩য় টার্মিনাল এর অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স করার জন্য সরকার কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃতব্য ট্রানজেকশন এডভাইজার কর্তৃক বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্ট প্রস্তুত শেষে প্রাইভেট পার্টনার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক/রিজিওনাল বিমানবন্দরে উন্নয়নের নিমিত্ত রি-লোকেশনসহ ভূমি অধিগ্রণ প্রকল্প:

- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন, অটোমেশনসহ কার্গো ভবন, এপ্রোণ, টেক্সিওয়ে এবং কন্ট্রোল টাওয়ারসহ অপারেশনাল ভবন ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৮৫১.৭০৯ (কম/বেশি) একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।

রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরের নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ

- ক্রম বর্ধমান যাত্রী চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে রাজশাহী বিভাগের সংগে দেশের অপরাপর জেলাসমূহের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাহ মখদুম বিমানবন্দরে একটি নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হবে।

রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরে বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- এ বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বুয়েট-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে বুয়েট কর্তৃক খসড়া মাস্টার প্ল্যান দাখিল করা হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে হেলিপোর্ট নির্মাণ:

- হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে আকাশপথে রাজধানী শহর ঢাকার সাথে সারা দেশের যোগযোগ স্থাপন করে যাত্রী সেবা তথা জরুরী সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প:

- বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণের মাধ্যমে নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরন নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় এ বিমানবন্দরে প্রয়োজনীয় ত্রাণবাহী উড়োজাহাজ নিরাপদে উড্ডয়ন-অবতরণ করতে পারবে।
- প্রকল্পের আওতায় বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ কাজ করার পরিকল্পনা রযেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে বেবিচকের কর্ম-পরিকল্পনা ২০৩০ পর্যন্ত: টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেবিচক কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্যারালাল ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ।
- কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রান্তিক ভবন, কার্গো ভিলেজ, এপ্রোন এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
- চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভবন সম্প্রসারণ।
- চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রান্তিক ভবন সম্প্রসারণ ও বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক/রিজিওনাল বিমানবন্দরে উন্নয়ন।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১। ভূমিকা :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩ এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যটন সংস্থা 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সর্বদাই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২। দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

- ✓ অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টি;
- ✓ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- ✓ দেশে ও বিদেশে পর্যটন এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক সকল কার্য সম্পাদন;
- ✓ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ✓ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
- ✓ পর্যটন বা এর সহায়ক কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশের সাথে পর্যটন চুক্তি সম্পাদন;
- ✓ পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা এবং প্রচার প্রচারণা পরিচালনা;
- ✓ পর্যটকদের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার স্কিইং সুবিধা ও পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র অধিগ্রহণ, প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান এবং পরিচালনা;
- ✓ ট্রাভেল এজেন্সি গঠন এবং দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানি, এয়ারলাইন, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা।

৩। সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এ নির্বাহী প্রধান হিসেবে একজন চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছেন। যিনি করপোরেশনের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে করপোরেশনে একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সম্প্রতি 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন-২০২২' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে বাপক-এর জন্য ১১ (এগার) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। পরিচালনা পর্ষদ-এর প্রেসিডেন্ট হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন:

ক) চেয়ারম্যান, বাপক, খ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), ঘ) আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), ঙ) জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), চ) পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাপকের দুইজন পরিচালক, জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত দু'জন বেসরকারি প্রতিনিধি।

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা :

ক) জনবল :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮ + ৪৩১) = ৬৫৯ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে ৩২টি পদ এবং ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ২৩টি পদসহ ৫৫টি পদ সৃজন করায় মোট পদ সংখ্যা ৭১৪। একইসাথে উক্ত পদ হতে গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ০৫টি পদ বিলুপ্তির আদেশ জারি করা হয়, ফলে মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৭১৪ - ৫) = ৭০৯টি।

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত প্রধান কার্যালয়	এনাম কমিটি অনুমোদিত বাণিজ্যিক ইউনিট	সরকার অনুমোদিত (জিও দ্বারা সৃষ্ট) প্রধান কার্যালয়	মোট	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
১.	কর্মকর্তা	৭১	৭৮	৪৫	১৯৪	১৭৬	১৮
২.	কর্মচারি	১৫২	৩৫৩	১০	৫১৫	১৮৭	৩২৮
	সর্বমোট	**২২৩**	**৪৩১**	**৫৫**	**৭০৯**	**৩৬৩**	**৩৪৬**

বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এ বিভিন্ন পদে ৩৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারি

- মোট কর্মরত জনবল: কর্মকর্তা ১৭৬ জন + কর্মচারি ১৮৭ জন = ৩৬৩ জন
- কার্যসহকারি হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৬৫৬ জন

নিয়োগ:

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭ (সতের) জন হিসাব রক্ষক, ০৪ (চার) জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ০২ (দুই) জন সহকারী প্রকৌশলী ও ০৪ (চার) জন উপসহকারী প্রকৌশলীসহ মোট= ২৭ (সাতাশ) জন জনবল সংস্থায় নিয়োগ প্রদান করা হয়।

খ) প্রশিক্ষণ :

পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের ধারাবাহিকতায় সংস্থার পরিকল্পনা শাখার তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক, দাপ্তরিক, বাণিজ্যক, প্রযুক্তিগত ও প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাপক ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন এবং সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ইউনিটসমূহ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ এতে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট বা NHTTI প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে আসছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউজ, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

NHTTI হতে নিম্নবর্ণিত কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছে:

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১০ মাস
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রি	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেটর	১৮ সপ্তাহ
১২	ফুড হাইজিন এন্ড সেনিটেশন	২০ ঘন্টা
১৩	নন-এ্যালকোহলিক এ্যান্ড বেভারেজ	২০ ঘন্টা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন গুলো নিম্নরূপঃ

১. এনসিসি স্বল্পমেয়াদী ৬টি বিষয়ে ও ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল সেফ, প্রফেশনাল বেকিং ৯৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

২. এনএইচটিটিআই-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের হার শতকরা ৯৫ ভাগ যা সংস্থার অধীনস্থ এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন।

৩. ফুড হাইজিন এন্ড সেনিটেশন, নন-এ্যালকোহলিক বেভারেজ ও ওয়েল ফ্রি কোর্সে মোট প্রায় ১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

৪. এছাড়া কাস্টমাইজড কোর্সের আওতায় এনএইচটিটিআই-এর ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, ফুড প্রোডাকশন, হাউজকিপিং, ট্যুর গাইড এন্ড ট্রাভেল এজেন্সী অপারেশন্স বিষয়ে রাজউক, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, বিজিবি, নভোএয়ার, বেল্লা ভিসতা, শেখ হাসিনা ট্রেনিং একাডেমি, হোম ইকোনমিক্স কলেজে কোর্স করানো হয়েছে।

৫. সিলেট, মংলা, নেত্রকোনা রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদে মোট ১৩৪ জন স্পেশাল কোর্স অন সার্ভিস ও প্রোডাকশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৬. পুলিশ একাডেমী, সারদায় ১৪ জন স্পেশাল কোর্স অন সার্ভিস ও প্রোডাকশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ পুলিম হেড কোয়ার্টার এ ৯ জন স্পেশাল কোর্স অন সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮. কুয়াকাটা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর-বাপক স্পেশাল কোর্স অন সার্ভিস বিষয়ে ১৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করা হয় ।

১০. 'রাঁধুনী প্রতিযোগিতা'২০২৩ এ "ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন" এর প্রশিক্ষণার্থীর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন।

১১. বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় "বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি প্রোডাকশন" থেকে প্রথম স্থান অর্জন।

১২. বনানীতে আয়োজিত "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" শীর্ষক ফুড ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ।

১৩. ভারতে অনুষ্ঠিত Young Chef Olympiad - এ অংশগ্রহণ করে "স্পিড অ্যাওয়ার্ড ফর মেন্টর ও "বেস্ট নাইফ স্কিল " অ্যাওয়ার্ড অর্জন।

এনএইচটিটিআই এর বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

লক্ষ টাকায়

অর্থ বৎসর	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট আয়	মোট ব্যয়	অপারেটিং লাভ	অবচয়	সর্বমোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা
২০২২-২৩		৫৬৩.৪৬	৩৫০.০৯	২১৩.৩৭	৩.৯৭	৩৫৪.০৬	২০৯.৪

এনএইচটিটিআই এর বিগত ১ (এক) অর্থ বৎসরের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণী

কোর্স	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন (১৮ সপ্তাহ)	৩০৩
ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস (১৮ সপ্তাহ)	৯৬
বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি প্রোডাকশন (১৮ সপ্তাহ)	১৩৬
ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটারিয়্যাল অপেরাশন্স (১৮ সপ্তাহ)	৫৯
হাইজকিপিং এ্যান্ড লন্ড্রি অপারেশন্স (১৮ সপ্তাহ)	২৬
ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেশন্স (১৮ সপ্তাহ)	৬৭
ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট (২বছর)	৭০
ডিপ্লোমা ইন কালিনারি আর্টস এন্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট (১ বছর)	৮০
ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১ বছর)	৮
প্রফেশনাল শেফ কোর্স (১ বছর)	৮২
প্রফেশনাল বেকিং কোর্স (১০ মাস)	২১
মোট	৯৪৮

ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার।

ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৫। বাজেট :

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	ছয় মাসের প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২০২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ব্যয় ২০২০-২০২১
ক	ক. রাজস্ব/বিক্রয়					
১	প্রধান কার্যালয়	১,১২৬.২৮	১,৩৬০.৭৫	৭২৭.২৬	৯৩২.৮৮	৬৯০.০৬
২	ইউনিট	১৩,৬৩১.১০	১২,২৭৭.৮০	৪,৪৭০.৮১	১২,১০৮.২৪	৬,৮৩৬.৬৫
	মোট রাজস্ব	১৪,৭৫৭.৩৮	১৩,৬৩৮.৫৫	৫,১৯৮.০৭	১৩,০৪১.১২	৭,৫২৬.৭১
খ	ব্যয়/খরচ					
১	প্রধান কার্যালয়	৩,৬১৮.১০	৩,৫৪৯.৪২	১১১২.৩১	৩৩৫১.৩৫	১৭৭৩.১১
২	ইউনিট	১০,৮১৫.৯৭	১০,০৪২.৮৩	৩৮৬২.৪১	১০০৯৮.২২	৬২৭৮.৯৮
	মোট খরচ	১৪,৪৩৪.০৭	১৩,৫৯২.২৫	৪,৯৭৪.৭২	১৩,৪৪৯.৫৭	৮,০৫২.০৯
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	৩২৩.৩১	৪৬.৩১	২২৩.৩৫	-৪০৮.৪৫	-৫২৫.৩৮
	উন্নয়ন বাজেট:					
১	এডিপি/ সরকার অনুদান	১২,০০০.০০	৪,৬৭৫.০০	৭৫৮.৩১	১০,০০০.০০	১৯১৯.৭৪
২	নিজস্ব অর্থায়ন	৮৫৮.৯০	৮৫৮.৯০	১০৬.২৪	৭২৬.০০	৮৬৫.৩৬
	মোট উন্নয়ন বাজেট	**১২,৮৫৮.৯০**	**৫,৫৩৩.৯০**	**৮৬৪.৫৫**	**১০,৭২৬.০০**	**২,৭৮৫.১০**

	মোট বাজেট	২৭,২৯২.৯৭	১৯,১২৬.১৫	৫,৮৩৯.২৭	২৪,১৭৫.৫৭	১০,৮৩৭.১৯
১	রাজস্ব বাজেট	১৪,৪৩৪.০৭	১৩,৫৯২.২৫	৪,৯৭৪.৭২	১৩,৪৪৯.৫৭	৮,০৫২.০৯
২	উন্নয়ন বাজেট	**১২,৮৫৮.৯০**	**৫,৫৩৩.৯০**	**৮৬৪.৫৫**	**১০,৭২৬.০০**	**২,৭৮৫.১০**
	মোট বাজেট	২৭,২৯২.৯৭	১৯,১২৬.১৫	৫,৮৩৯.২৭	২৪,১৭৫.৫৭	১০,৮৩৭.১৯

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) :

সরকারি কর্মকান্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ'র প্রবর্তন করা হয়। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার এ পদ্ধতিটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ প্রায় ২৬,০০০ অফিস এপিএ বাস্তবায়ন করছে। এপিএ'তে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের আলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, এপিএ'তে সুশাসন সংশ্লিষ্ট পাঁচটি কর্মপরিকল্পনা, যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৬-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (এনআইএস) :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। সে মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশিকা অনুসরণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাপক-এর 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো' প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা'র কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন :

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন সংহতকরণে জনপ্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে সেবা সহজিকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ/বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-

এর নির্দেশিকা অনুসরণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাপক-এর জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান মহোদয়-কে শুভেচ্ছা পুরস্কার হিসেব ক্রেস্ট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন :

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens Charter) হল নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, এটি সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনার ছক প্রণয়ন করা হয় এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (GRS) :

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে আগত অতিথিদের অভিযোগ/অনুযোগ/পরামর্শ/মন্তব্য এবং জনসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিশ্রুতি সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতা থেকে অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ে সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে সেবাবক্স স্থাপনসহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য বাপক হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকারের হার ১০০%। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (RTI) :

সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার নিমিত্ত এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৫৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। ৫৬টি আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত তথ্যের হার ১০০%। প্রণয়নকৃত ছক অনুযায়ী তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১২। সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন :

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ সংস্থা কর্তৃক ৩১৫.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৯ টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৯.৩৩ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ২০.৯৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন হার ৭১.৫৪%। গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, শেরপুর, নাটোর, নেত্রকোণা, রংপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও গাজীপুর জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন/উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, বান্দরবান, জামালপুর, শেরপুর, কুমিল্লা, রংপুর, গোপালগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর ও শরিয়তপুরেও পর্যটন সুবিধাদি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ:

- নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জের আদর্শ নগরে জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়েছে।
- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সেপ্টেম্বর ২০২০- জুন ২০২৩ মেয়াদে ২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২৩ মেয়াদে ৫৩৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরণের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাপক-এর বিদ্যমান ১০টি হোটেল-মোটেলের সংস্কার, ৮টি গাড়ী সংগ্রহ, কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় চেঞ্জিং ক্লোসেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার জোড়কানন দিঘি, নাটোরের রাণী ভবানী, শেরপুরের গজনী ও নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাদা মাটি পাহাড় এলাকায় পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি সম্বলিত সেবাকেন্দ্র নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া পর্যটন বর্ষ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরে 'সালনা পর্যটন রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট' নির্মাণ, সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে নদী কেন্দ্রিক 'যমুনা পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, সোনারগাঁও এর বারদীতে প্রয়াত জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়িতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

- জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩ মেয়াদে 'পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাটে হযরত খান জাহান আলী (রাঃ) মাজার সংলগ্ন গেটে ৩০টি আবাসিক কক্ষ, ০২টি ডরমেটরি কক্ষ, ৫০ আসনের রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ, বারবিকিউ ও ড্রিংকস কর্ণার ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত ৬ তলা বিশিষ্ট পর্যটন হোটেল ও ইয়ুথ ইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত চট্টগ্রামস্থ পারকীতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০১-০৭-২০১৭ তারিখ অনুমোদনের পর হতে জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৪ মেয়াদে ৭১২৫.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪টি কটেজ,

১০০ আসনের রেস্তোরাঁ, ৩০০ আসনের কনভেনশন হল, ১টি বার, ২টি পিকনিক শেড, ১টি সার্ভিস ব্লক, চেঞ্জিং ক্লোসেট, চিলড্রেন্স এ্যামিউজমেন্ট, কার পার্কিং ও বাগান সম্বলিত পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ কাজ চলমান আছে ।

- মার্চ ২০১৮-জুন ২০২৩ মেয়াদে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুমদ্বীপে ৪৯৬১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে। উল্লেখযোগ্য হিসেবে হাতিয়ায় কটেজ, রেস্তোরাঁ, শিশুপার্ক ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ এবং নিঝুমদ্বীপে কটেজ, রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেডসহ পর্যটন সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩ মেয়াদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় শেখ হাসিনা সেতু সংলগ্ন এলাকায় ৪৬৩৮.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আবাসিক ভবন, ১টি রেস্তোরাঁ, পিকনিক শেড, আমবাগান, এ্যামিউজমেন্ট সুবিধা সম্বলিত পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে পঞ্চগড়ে ৩৯৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আবাসিক সুবিধা, রেস্তোরাঁ, সুইমিংপুলসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- জুলাই-২০১৮-জুন ২০২৩ মেয়াদে দূর্গাসাগরে ১৬১৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক তলা বিশিষ্ট আবাসিক সুবিধা, রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ, ঘাটলা, ওয়াকওয়ে, সীমানা প্রাচীর, ডক হাউস ও পিকনিক শেডসহ বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টির প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- 'দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২৩ মেয়াদে ২৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৬টি ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহের বিষয়টি চলমান রয়েছে।

১৩. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) পদ্মা সেতু প্যাকেজ ট্যুর (পর্যটন, উন্নয়ন ও জনগন)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০২২ তারিখে স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের অব্যবহিত পর ১২ জুলাই ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-পর্যটন, উন্নয়ন ও জনগন এর মধ্যে সংযোগ সাধন-এই দর্শনকে সামনে রেখে পদ্মা সেতুতে ৫০% মূল্যহ্রাসে মাত্র ৯৯৯/- অর্ধদিবসের একটি প্যাকেজ ট্যুর ঘোষণা করে। বিষয়টি সংস্থার ফেজবুক পেজে দেয়ার কিছুদিনের মধ্যে ট্যুরটি গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ২২ জুলাই ২০২৩ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, ও এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব র. আ. ম. উবায়দুল মুক্তাদির, এমপি, এবং এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এর উপস্থিতিতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে ট্যুরটি উদ্বোধন করা হয়। প্রথম দিন প্রায় ৬০ জন পর্যটক এতে অংশ নেয় এবং বহুসংখ্যক টিভি চ্যানেল ট্যুরটি লাইভ কাভার করে। এরপর হতে পদ্মা সেতু দেখার জন্য মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং বাপক প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন উক্ত ট্যুরটি পরিচালনা করে। পদ্মাসেতু ট্যুরটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর ইতিহাসে সফলতম ট্যুর। এখন টিভি প্রচারিত এই ট্যুরের একট খবরের ভিডিও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর ফেজবুক পেজে পোস্ট করা হয়। খবরটি দেখেছেন ৮ লক্ষের অধিক মানুষ। পদ্মা সেতু ট্যুরটি সফল হবার সঙ্গেসঙ্গে বাপক সেতুর সঙ্গে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিসৌধকে যুক্ত করে একটি ট্যুর পরিচালনা শুরু করে। এটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

২২ জুলাই ২০২৩ তারিখে পদ্মা সেতু ট্যুর উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

পদ্মা সেতু ট্যুরের জন্য নির্ধারিত ট্যুরিস্ট কোস্টার

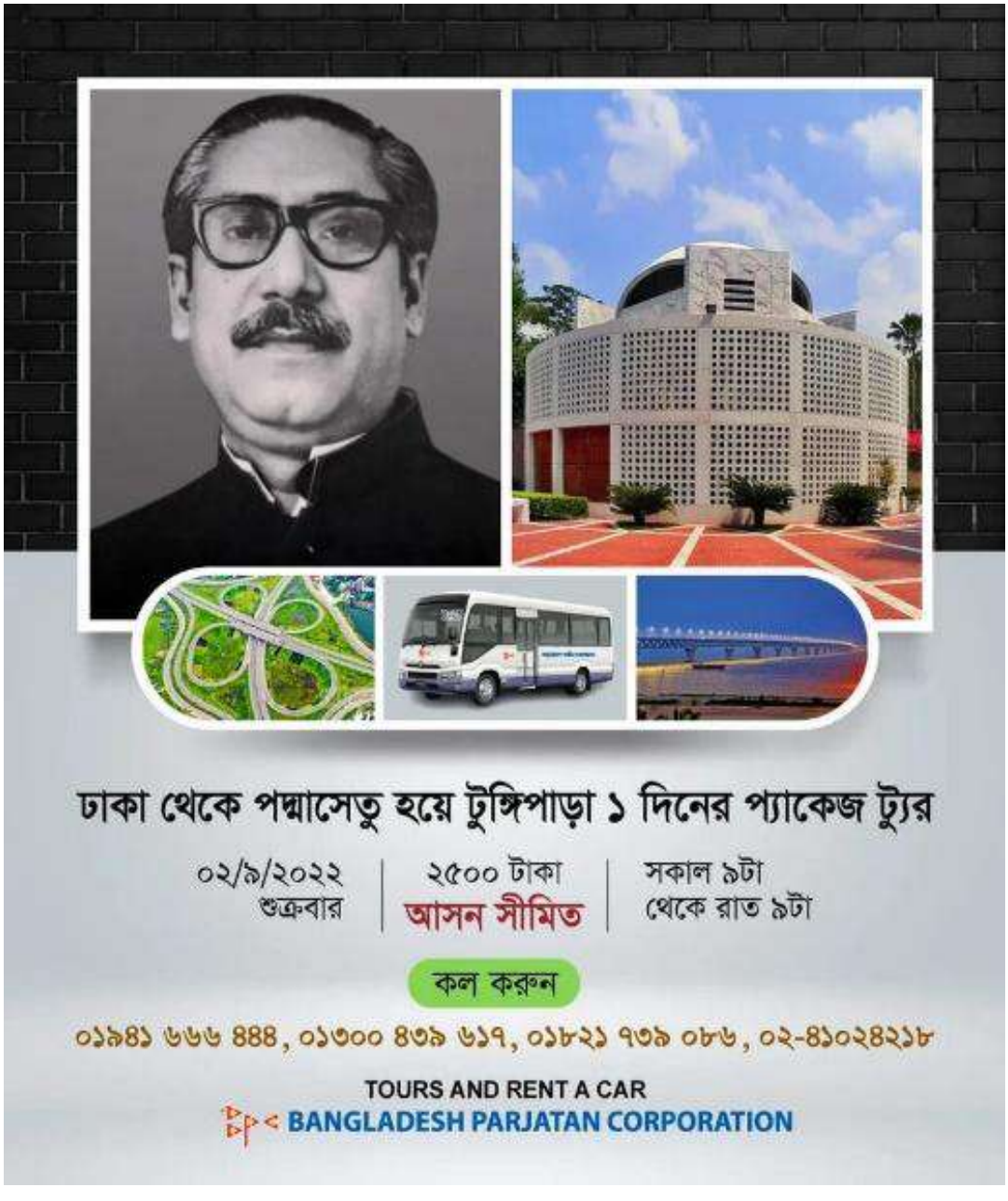
ঢাকা থেকে পদ্মাসেতু হয়ে টুঙ্গিপাড়া ১ দিনের প্যাকেজ ট্যুর
০২/৯/২০২২
শুক্রবার
২৫০০ টাকা
আসন সীমিত
সকাল ৯টা
থেকে রাত ৯টা
কল করুন
০১৯৪১ ৬৬৬ ৪৪৪, ০১৩০০ ৪৩৯ ৬১৭, ০১৮২১ ৭৩৯ ০৮৬, ০২-৪১০২৪২১৮
TOURS AND RENT A CAR
BANGLADESH PARJATAN CORPORATION

(খ) বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সভাকক্ষ ঐকতানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাপক এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

(গ) বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী পালন

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সকাল ৮:০০ টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও বাদ যোহর দোয়া মাহফিল এবং বেলা ২:৩০টায় 'বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন এবং বাঙালি জাতির মুক্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়।

(ঘ) সালনা পর্যটন রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট উদ্বোধন ঃ

৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, গাজিপুরের সালনায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নতুন রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট উদ্বোধন করেন। বন বিভাগের ৩ একরের অধিক জায়গায় কনফারেন্স ভবন, পিকনিক শেড, রেস্তোরাঁ ও ৬ টি ফ্যামিলি কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আলী কদর, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। শীর্ষস্থানীয় ২০ টি টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সালনা পর্যটন রিসোর্ট উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

সালনা পর্যটন রিসোর্ট ও পিকনিক স্পট এর প্রধান ফটক

(ঙ) ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) ঘোষিত বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য Rethinking Tourism (পর্যটনে নতুন ভাবনা) শিরোনামে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দিবসটি উদযাপন করে। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা কমে আসায় জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসার প্রেক্ষিতে এটি ছিল প্রথম পর্যটন দিবস। সেজন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দিবসটি উদযাপনে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। যাতে অন্তর্ভূক্ত ছিল উদ্বোধনী দিনে মোটর বাইক শোভাযাত্রাসহ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ র‍্যালী, লাইভ কুকিং, শিক্ষার্থীদের জন্য সিটি প্যাকেজ ট্যুর ও সংস্থার বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের অংশগ্রহণে ২ দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য ফুড ফেস্টিভ্যাল। উদ্বোধনী দিনের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর লাইভ কুকিং উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ এ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোষাকের প্রদর্শন

বিশ্ব পর্যটন দিবসে ঘোড়ার গাড়ির প্রদর্শনী ও র‍্যালী

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত/প্রদর্শিত ফুড স্টলসমূহ

(চ) শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল যাঁকে শিশু হওয়া সত্ত্বেও '৭৫ এর ১৫ আগস্টে নির্মমভাবে ঘাতকরা হত্যা করে। ১৮ অক্টোবর, তাঁর জন্মবার্ষিকী দিনটি শেখ রাসেল দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়। সকাল ৯:০০ টায় 'শেখ রাসেল' এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে দিবসটি উদযাপন শুরু হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর । এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম তারেক (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং জনাব জামিল আহমেদ (যুগ্মসচিব) ও পরিচালক (বাণিজ্যিক)। এছাড়াও মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপকসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপরোল্লিখিত কর্মকর্তাগণ ও সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের উপস্থিতিতে সকাল ৯:১৫ টায় জন্মদিনের কেক কাটা এবং ৯:৩০ টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার চেযারম্যান এতে সভাপতিত্ব করেন।

শেখ রাসেল এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

(ছ) Bangladesh Travel & Tourism Expo-22ঃ

১-৩ ডিসেম্বর ২০২২ ব্যাপী Association of Travel Agents of Bangladesh (ATAB) আয়োজিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পর্যটন মেলা Bangladesh Travel & Tourism Expo-22 এ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অত্যন্ত সফলভাবে অংশগ্রহণ করে। মেলায় বাপক এর স্টলে মানুষের ভীড় ছিল উল্লেখযোগ্য। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলী কদর-সহ বাপকের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ স্টলটি পরিদর্শন করেন।

বাপকের স্টল পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

(জ) মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনঃ

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সকালে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন শুরু হয়। এরপর বিকালে পর্যটন ভবনে বিজয় দিবসের বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

(ঝ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যটন বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনঃ

মুজিব'স বাংলাদেশ ও বাপক সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত পর্যটন বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ীদের হাতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাপক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), জনাব মোঃ আলি কদর পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাপক এর পরিচালক (বাণিজ্যিক), পরিচালক (প্রশাসন) এবং মহাব্যবস্থাপকগণ। এ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান লাভ করেছেন-জনাব শাকিল আহমেদ, শিক্ষার্থী, ফরেষ্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; ২য় হয়েছেন-জনাব শাহরিয়ার নাজিম নিলয়, শিক্ষাথী, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মোঃ মারুফ বিন মাইনুল, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১ম পুরস্কার নগদ ৫,০০০/- টাকা, ২য় পুরস্কার নগদ ৪,০০০/- টাকা এবং ৩য় পুরস্কার নগদ ৩,০০০/- টাকা এবং তাদের প্রত্যেক পরিবারের ১জন সদস্যের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের যে কোন হোটেল-মোটেলে ২ রাত ফ্রি আবাসন।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মকর্তাদের ফটোসেশন ও তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

(ঞ) জ্যোতিবসুর পৈতৃক বাড়িতে বারদী পর্যটন কেন্দ্রঃ

২০১০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জে ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মূখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতিবসুর পৈতৃক বাড়িকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষনা দেন। সে লক্ষ্যে নারায়গঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামে অবস্থিত পুরনো বাড়িটিতে ২০২০ সালে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে শীতাপত নিয়ন্ত্রিত শয়নকক্ষ, টয়লেট, পিকনিক শেড, কার পাকিং শেড ইত্যাদি নির্মাণ কাজ শেষে ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর, মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বারদী পর্যটন কেন্দ্র উদ্বোধন করেনবেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বারদী পর্যটন কেন্দ্রের মূল ভবন

জ্যোতি বসুর আদি পৈতৃক বাড়ি

(ট) ভারতের YCO তে বাংলাদেশের ২টি পুরস্কার জয়ঃ

গত ২৮ জানুয়ারি হতে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ব্যাপী ভারতে অনুষ্ঠিত ৫৩ টি দেশের অংশগ্রহণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কালিনারি প্রতিযোগিতা Young Chef Olympiad (YCO 2023) এ বাংলাদেশ দুটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে।

১. YCO Spirit Award ২. Knife Skill Award

YCO তে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান National Hotel & Tourism Training Institute (NHTTI) এর টিম। টিমের মেন্টর হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর উপব্যবস্থাপক ও NHTTI এর রন্ধন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান জাহিদা বেগম ও প্রতিযোগি হিসেবে ছিলেন উক্ত ইন্সটিটিউট এর প্রশিক্ষণার্থী শরীফুল ইসলাম। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দেশের পক্ষে একজন মেন্টর ও একজন প্রশিক্ষণার্থী শেফ (অনুর্ধ ২১) মিলে একটি টিম গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। কোচ বা মেন্টর এর নির্দেশনায় প্রতিযোগি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

Young Chef Olympiad (YCO 2023) এ বাংলাদেশের পক্ষ্যে দুটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বাপকের এর প্রশিক্ষক

(ঠ) BTTF পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণঃ

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২-৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Tour Operator's Association of Bangladesh (TOAB) আয়োজিত Bangladesh Travel & Tourism Fair এ অংশগ্রহণ করে বাপক। মেলাটি উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী,এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারগণ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং ফ্রান্সের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মেলায় বাপক এর স্টল পরিদর্শন করেন।

বিটিটিএফ মেলায় বাপকের স্টল পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

(ড) ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদযাপনঃ

জাতীয়ভাবে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর এই দিন সকালে পর্যটন ভবনের মুজিব কর্ণারে রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বাপক এর সভাকক্ষ ঐকতানে ৭ মার্চের ভাষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব এ কে এম তারেক, পরিচালক (প্রশাসন) ও জনাব মো: মাহমুদ কবীর, পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব জামিল আহমেদ, পরিচালক (বাণিজ্যিক)।

বঙ্গবন্ধু কর্নারে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

(ঢ) পর্যটন করপোরেশন এর সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণিকা অনলাইনে প্রকাশ

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ ২০২৩ এ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত স্মরণিকা '৫০ পেরিয়ে পর্যটন' অনলাইনে ডিজিটাল সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়। স্মরণিকাটি উন্মুক্ত করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলি কদর (গ্রেড-১)। পর্যটন করপোরেশন এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদ সংস্থার পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এ কে এম তারেক এর নেতৃত্বে স্মরণিকাটির সামগ্রিক সম্পাদনা করেন। এতে বাপক ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যটন ও ভ্রমণ লেখকগণের লেখা স্থান পেয়েছে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই স্মরণিকাটি যাতে বাংলাদেশের সকল নাগরিকগণ সংগ্রহ ও পাঠ করতে পারেন সেজন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সুলভ ডিজিটাল সংস্করণ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর স্মরণিকাটি পূণ:সম্পাদনা ও পরিমার্জন করে এপ্রিল ২০২৩ এ মুদ্রণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে স্মরণিকাটি পর্যটন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, লেখক, গবেষকদের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করবে। QR Code এর মাধ্যমে স্মরণিকার ডিজিটাল কপি ডাউনলোডের লিংকটি পাওয়া যাবে।

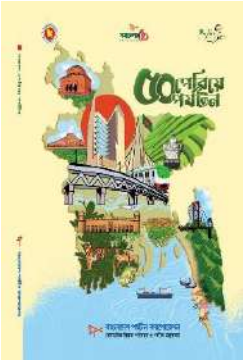

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সুবর্ণজয়ন্ত্রীর স্মরণিকার প্রচ্ছদ,
স্মরণিকা অনলাইনে প্রকাশ অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা ডাউনলোডের কিউআর কোড

(ণ) ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনঃ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশুদিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রথমেই ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পর্যটন ভবনসহ বাপক এর সকল ইউনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৯ টায় পর্যটন ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তারপর সকাল ৯:৩০ টায় পর্যটন ভবনের ঐকতান সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল- 'বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন এবং সোনার বাংলা গড়তে ভবিষ্যত প্রজন্মের করণীয়'। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব জামিল আহমেদ, পরিচালক (বাণিজ্যিক) এবং চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্বে), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। এ দিবসের কর্মসূচির মধ্যে আরও ছিল বাপক পরিচালিত হোটেল অবকাশ হতে ৫০ জন এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ এবং বাপক এর সকল হোটেল-মোটেলে অতিথিদের জন্য আবাসনের উপর ২০% ডিসকাউন্ট; এবং বাপক এর মালিকানাধীন সিলেট শিশুপার্কে অনুর্ধ ১২ বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে প্রবেশ। কর্মসূচির মধ্যে আরও ছিল পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ এবং টুংগীপাড়ায় জেলা প্রশাসনের উদোগে আয়োজিত ৩ (তিন) দিন ব্যাপী বই মেলায় অংশগ্রহণ।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
পর্যটন ভবনের আলোকসজ্জা

(ত) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন :

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরশনের উদ্যোগে পালিত হয়েছে নানা কর্মসূচি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাপক কর্তৃক প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। বেলা ১১ টায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাপক এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অতঃপর দুপুর ১:৩০ টায় প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ ঐকতানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন'। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আলি কদর, চেয়ারম্যান, বাপক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব জামিল আহমেদ, পরিচালক (বাণিজ্যিক)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব একেএম তারেক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং জনাব মোঃ মাহমুদ কবীর, পরিচালক (পরিকল্পনা)। আলোচনা সভায় মহাব্যবস্থাপকগণ সহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারির প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাপক এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

(থ) ২০২২ সালে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা :

৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পর্যটন ভবনের ঐকতান সভাকক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের এসএসসি ও এইচএসসি ২০২২ এ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত সন্তানদের সংবর্ধনা এবং সম্মাননাস্বরূপ ক্রেস্ট ও ৩০০০/- মূল্যমানের প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর। পরিচালক মহোদয়গণ বিশেষ অতিথি ছিলেন। এছাড়া মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও উপব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং কৃতি সন্তানদের অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃতি সন্তানগণ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে পর্যটন করপোরেশন কে ধন্যবাদ দিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন পর্যটন করপোরেশন তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা, মূল্যবোধ তৈরির প্রেরণা সৃষ্টি ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সার্বিক ভূমিকা পালন করবে।

জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলি কদর

(দ) Taste of Bangladesh food festival :

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৈচিত্র্যময় খাবার নিয়ে ৪-৬ মে ২০২৩ তারিখ ব্যাপী ঢাকার বনানী পূজা মাঠে আয়োজিত Mujib's Bangladesh Food Festival "Taste of Bangladesh" উৎসবে পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর স্টলে সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান National Hotel & Tourism Training Institute এর রন্ধন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরি করা দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। এছাড়াও Live Cooking আগত দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই উৎসবের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মো: রাহাত আনোয়ার, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এ কে এম তারেকসহ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয় ও বাপকের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক (প্রশাসন) মেলায় বাপক এর স্টল পরিদর্শন করে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান ও আগত দর্শনার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মেলার শেষ দিন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর মেয়র জনাব আতিকুল ইসলাম বাপক এর স্টল পরিদর্শনে এসে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আগত অতিথিবৃন্দ ও দর্শনার্থী সকলেই পর্যটন করপোরেশন এর স্টল, খাবার, পরিবেশন ও স্টল ব্র্যান্ডিং এর ব্যাপক প্রশংসা করেন।

টেস্ট অব বাংলাদেশ মুজিব'স ফুড ফেস্টিভ্যালে বাপক এর স্টলের প্রধান ব্যাকড্রপ

টেস্ট অব বাংলাদেশ মুজিব'স ফুড ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেলন হোসন।

টেস্ট অব বাংলাদেশ মুজিব'স ফুড ফেস্টিভ্যালে বাপক এর স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর মাননীয় মেয়র জনাব আতিকুল ইসলাম

(a) Dhaka Travel Mart :

১৮ মে ২০২৩ তারিখে সোনারগাঁও হোটেলে The Bangladesh Monitor আয়োজিত Dhaka Travel Mart অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অন্যতম ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক এই মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। তিনি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর স্টল পরিদর্শন করেন।

মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসন

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- টুঙ্গিপাড়ায় প্রাকৃতিক গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে পর্যটন উন্নয়ন;
- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ ট্যুরিস্ট জোন স্থাপন;
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জে ড. ওয়াজেদ মিয়ার বাড়ীতে একটি লাইব্রেরি ও স্মৃতি কেন্দ্র নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুরে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- জামালপুরস্থ মেলান্দহে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- সুনামগঞ্জ জেলার বারেকের টিলায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- বাপক এর মহাখালীস্থ ভবনের স্থলে বহুতল বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এবং মোটেল উপল এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- কক্সবাজারস্থ বাপক মোটেল লাবণীর স্থলে প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ আধুনিক মানসম্পন্ন হোটেল নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ ঝিনুক মার্কেট কম্পাউন্ডে হোটেল লাবণ্য নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ বাপক মোটেল প্রবালের জায়গায় পাঁচ তারকামানের হোটেল নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ বরিশালে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- চাঁদপুরের ষাটনলে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন উন্নয়ন;
- কক্সবাজারে সংস্থার নিজস্ব জমিতে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- নাটোরের গণভবনে পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- বান্দরবানের ডিমপাহাড় এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- পায়রাবন্দর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়ন;
- পদ্মা সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- রাঙ্গামাটিস্থ ঝুলন্ত ব্রীজ পুন:নির্মাণ; এবং
- এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

১। ভূমিকা :

জাতীয় পতাকাবাহী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে আকাশ পথে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ০৪ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-০২/১৯৭২ এর পরিপ্রেক্ষিতে "এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল" নামে বিমান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তদানীন্তন পিআইএ প্রায় ২৫০০ জন দক্ষ/আধা-দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং পিআইএ-এর প্রাপ্ত সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে বিমান গঠিত হয়। এরপর ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ নং XIX (The Bangladesh Biman Corporation Ordinance, 1977) এর মাধ্যমে বিমানকে 'বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন' হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়।

বিমানকে পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে সরকার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করে:

(ক) ৩০ জুন ২০০৭ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানের জনবল ৬,৮৮৩ হতে ৩,৪০০ এ নামিয়ে আনতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ বিমানের বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অনৈতিক কর্মকান্ড-নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিমানের জেট-১ ফুয়েলের মূল্য নির্ধারণ, আমদানি ও সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়টি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(ঘ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ এর ব্যবহার্য Routes, Traffic Rights, Handlings Rights -সহ Intangible সম্পদসমূহ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (পিএলসি)-তে রূপান্তরিত করার ঘোষনা দেয় এবং ২৩ জুলাই ২০০৭ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড' পিএলসি হিসেবে নিবন্ধনভুক্ত হয়। ৩১ জুলাই ২০০৭ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (সরকারের পক্ষে) এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের মধ্যে Transfer of Undertaking সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনের যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দেনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

২। দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত:

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সাবেক সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	পরিচালক
মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পরিচালক
রিয়ার এ্যাডমিরাল মো: খুরশেদ আলম (অব:), এনডিসি, পিএসসি, সচিব (মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পরিচালক
এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিএসপি, বিইউপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ	পরিচালক
মেজর জেনারেল মোঃ জুবায়ের সালেহীন, এসইউপি, এনডিইউ, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ, বাংলাদেশ সেনা বাহিনী	পরিচালক
এয়ার ভাইস মার্শাল এ. এইচ.এম ফজলুল হক, বিবিপি, বিএসপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	পরিচালক
জনাব ফারুক হাসান, সভাপতি, বিজিএমইএ	পরিচালক
ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম, আইনজীবি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	পরিচালক
খন্দকার আতিক-ই-রব্বানী, এফসিএস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি কম্পিউটারস লিঃ	পরিচালক
জনাব শফিউল আজিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়রলাইন্স লিমিটেড	পরিচালক (পদাধিকার বলে)

বিমান পরিচালনা পর্ষদ

২। কার্যাবলি:

বিমানের মূল কাজ হলো দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে নিরাপদ, দক্ষ, পর্যাপ্ত, সুলভ ও যথা-সমন্বিত বিমান পরিবহন সেবা প্রদান ও সম্প্রসারণ করা। কোম্পানির অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(ক) উড়োজাহাজ ও অন্যান্য যানবাহন এবং এগুলোর উপকরণাদি মেরামত, ওভারহল, নির্মাণ, রিকন্ডিশনিং বা সংযোজন করা;

(খ) উড়োজাহাজ, ইঞ্জিন, এভিওনিক্স, যোগাযোগ উপকরণ এবং অন্যান্য উপকরণ ও যানবাহনের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম যন্ত্রাংশ ও উপকরণাদির সংযোজন, প্রস্তুতকরণ, রিকন্ডিশনিং, ওভারহল বা মেরামত সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন;

(গ) যে কোন এয়ারলাইন্স বা বিমান পরিবহন সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে যেকোন ধরনের গ্রাউন্ড সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা;

(ঘ) বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ক্যাটারিং সুবিধা প্রদান করা;

(ঙ) বিমান পরিবহন সেবা সংশ্লিষ্ট বা এর সহায়ক যে কোন কাজে নিয়োজিত বা নিয়োগ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) বিমানের সহায়ক যে কোন ব্যবসায় ও সেবা প্রদানে নিয়োজিত হওয়া;

(ছ) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক গন্তব্যে নিরাপদ, দক্ষ, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং সমন্বিত আকাশ পরিবহন সেবা প্রদান;

(জ) ক্রয় ও লীজ গ্রহণের মাধ্যমে উড়োজাহাজ সংগ্রহ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার;

(ঝ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোল্টি ও অন্যান্য খামার পরিচালনা;

(ঞ) আকাশ পরিবহনে আনুষঙ্গিকসেবা খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি;

(ট) বিমান সংস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩। সাংগঠনিক কাঠামো:

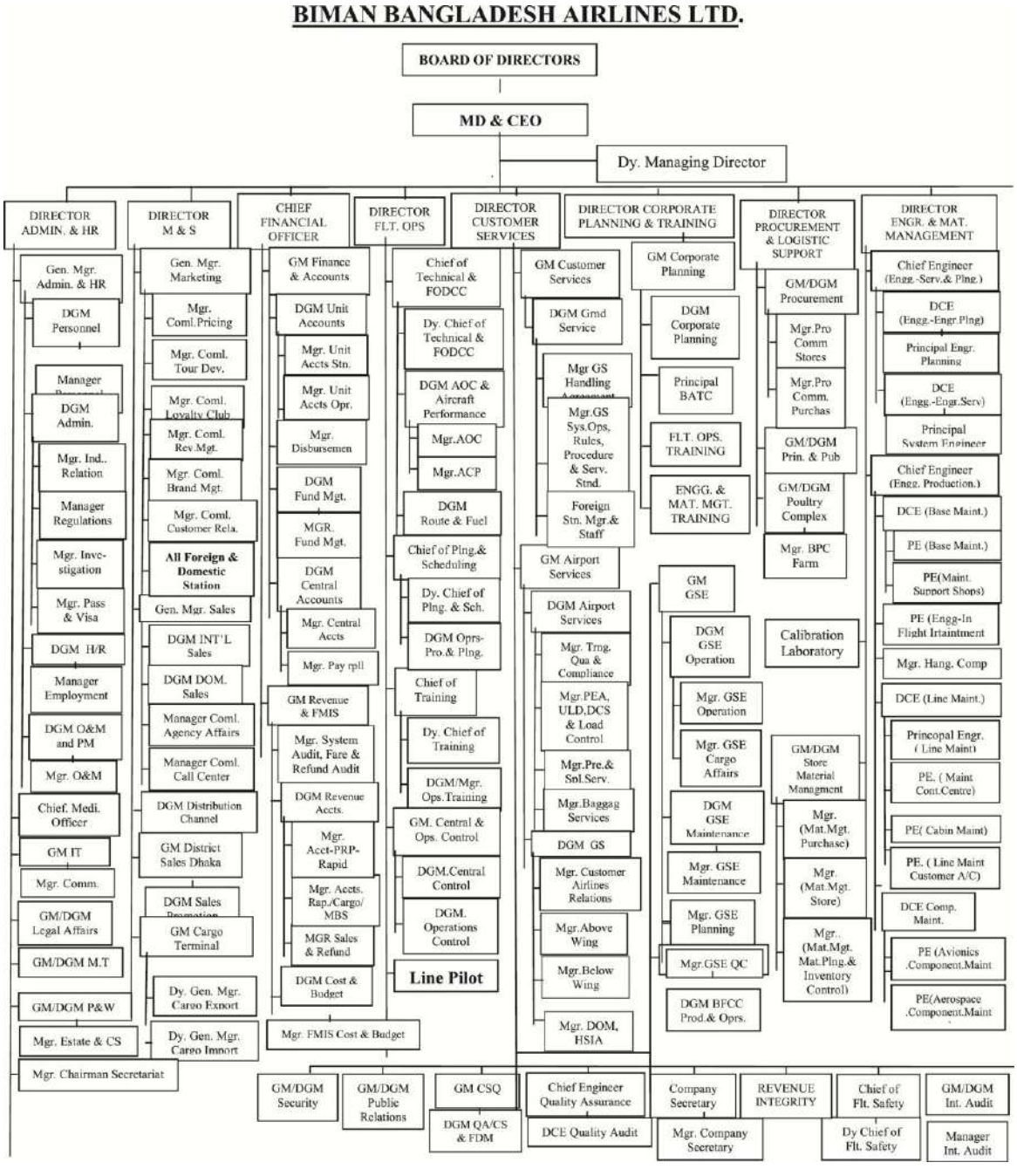
BIMAN BANGLADESH AIRLINES LTD.
BOARD OF DIRECTORS
MD & CEO
Dy. Managing Director
DIRECTOR ADMIN. & HR
Gen. Mgr. Admin. & HR
DGM Personnel
Manager
DGM Admin.
Mgr. Ind., Relation
Manager Regulations
Mgr. Inve-stigation
Mgr. Pass & Visa
DGM H/R
Manager Employment
DGM O&M and PM
Mgr. O&M
Chief. Medi. Officer
GM IT
Mgr. Comm.
GM/DGM Legal Affairs
GM/DGM M.T
GM/DGM P&W
Mgr. Estate & CS
Mgr. Chairman Secretariat
DIRECTOR M & S
Gen. Mgr. Marketing
Mgr. Coml.Pricing
Mgr. Coml. Tour Dev.
Mgr. Coml. Loyalty Club
Mgr. Coml. Rev.Mgt.
Mgr. Coml. Brand Mgt.
Mgr. Coml. Customer Rela.
All Foreign & Domestic Station
Gen. Mgr. Sales
DGM INT'L Sales
DGM DOM. Sales
Manager Coml. Agency Affairs
Manager Coml. Call Center
DGM Distribution Channel
GM District Sales Dhaka
DGM Sales
GM Cargo Terminal
Dy. Gen. Mgr. Cargo Export
Dy. Gen. Mgr. Cargo Import
CHIEF FINANCIAL OFFICER
GM Finance & Accounts
DGM Unit Accounts
Mgr. Unit Accts Stn.
Mgr. Unit Accts Opr.
Mgr. Disbursemen
DGM Fund Mgt.
MGR. Fund Mgt.
DGM Central Accounts
Mgr. Central Accts
Mgr. Pay rpll
GM Revenue & FMIS
Mgr. System Audit, Fare & Refund Audit
DGM Revenue Accts.
Mgr. Acct-PRP-Rapid
Mgr. Accts. Rap./Cargo/ MBS
MGR Sales & Refund
DGM Cost & Budget
Mgr. FMIS Cost & Budget
DIRECTOR FLT. OPS
Chief of Technical & FODCC
Dy. Chief of Technical & FODCC
DGM AOC & Aircraft Performance
Mgr.AOC
Mgr.ACP
DGM Route & Fuel
Chief of Plng.& Scheduling
Dy. Chief of Plng. & Sch.
DGM Oprs-Pro.& Plng.
Chief of Training
Dy. Chief of Training
DGM/Mgr. Ops.Training
GM. Central & Ops. Control
DGM.Central Control
DGM. Operations Control
Line Pilot
DIRECTOR CUSTOMER SERVICES
GM Customer Services
DGM Gmd Service
Mgr GS Handling
Mgr.GS Sys.Ops, Rules, Procedure & Serv. Stnd.
Foreign Stn. Mgr.& Staff
GM Airport Services
DGM Airport Services
Mgr. Trng. Qua & Compliance
Mgr.PEA, ULD,DCS & Load Control
Mgr.Pre.& Snl.Serv.
Mgr.Baggag Services
DGM GS
Mgr. Customer Airlines Relations
Mgr.Above Wing
Mgr.Below Wing
Mgr. DOM, HSIA
DIRECTOR CORPORATE PLANNING & TRAINING
GM Corporate Planning
DGM Corporate Planning
Principal BATC
FLT. OPS. TRAINING
ENGG. & MAT. MGT. TRAINING
GM GSE
DGM GSE Operation
Mgr. GSE Operation
Mgr. GSE Cargo Affairs
DGM GSE Maintenance
Mgr. GSE Maintenance
Mgr. GSE Planning
Mgr.GSE QC
DGM BFCC Prod.& Oprs.
DIRECTOR PROCUREMENT & LOGISTIC SUPPORT
GM/DGM Procurement
Mgr.Pro Comm Stores
Mgr.Pro Comm. Purchas
GM/DGM Prin. & Pub
GM/DGM Poultry Complex
Mgr. BPC Farm
Calibration Laboratory
GM/DGM Store Material Managment
Mgr. (Mat.Mgt. Purchase)
Mgr. (Mat.Mgt. Store)
Mgr.. (Mat.Mgt. Mat.Plng.& Inventory Control)
DIRECTOR ENGR. & MAT. MANAGEMENT
Chief Engineer (Engg.-Serv.& Plng.)
DCE (Engg.-Engr.Plng)
Principal Engr. Planning
DCE (Engg.-Engr.Serv)
Principal System Engineer
Chief Engineer (Engg. Production.)
DCE (Base Maint.)
PE (Base Maint.)
PE(Maint. Support Shops)
PE (Engg-In Flight Irtaintment
Mgr. Hang. Comp
DCE (Line Maint.)
Princopal Engr. (Line Maint)
PE. (Maint Cont.Centre)
PE(Cabin Maint)
PE. (Line Maint Customer A/C)
DCE Comp. Maint.
PE (Avionics .Component.Maint
PE(Aerospace .Component.Maint
GM/DGM Security
GM/DGM Public Relations
GM CSQ
DGM QA/CS & FDM
Chief Engineer Quality Assurance
DCE Quality Audit
Company Secretary
Mgr. Company Secretary
REVENUE INTEGRITY
Chief of Flt. Safety
Dy Chief of Flt. Safety
GM/DGM Int. Audit
Manager Int. Audit

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা :

ক) জনবল: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর জনবল সংকট নিরসনের নিমিত্ত বিভিন্ন পদে প্রদানকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বেতন বিভাগে ২৬৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং ৪৮১ জন ক্যাজুয়ালভিত্তিক কর্মচারিসহ সর্বমোট ৭৪৬ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ককপিট ক্রু সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ক্যাপ্টেন বি-৭৩৭, ক্যাপ্টেন ড্যাশ-৮ এবং ফার্স্ট অফিসার বি-৭৮৭ পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ৩৬ টি ক্যাটাগরিতে ৩২৮ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩০ জুন ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী

বিমান	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
	৫৫১২	৪৫১৮	৯৯৪

নতুন যোগদানকৃত কেবিন ক্রু

খ) প্রশিক্ষণ :

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালে, তেজগাঁও এর রেডবাটন হোটেলে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ফার্মগেটে বিমানের নিজস্ব জায়গায় গ্রাউন্ড ট্রেনিং সেন্টার (জি টি সি) হিসেবে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালে এটি আই.সি.এ.ও (ICAO) এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমান অবস্থানে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার নামে আত্মপ্রকাশ করে। আই.সি.এ.ও প্রজেক্টের অংশ হিসেবে এটি শুধুমাত্র বিমান প্রকৌশলী এবং কেবিন ক্রু ট্রেনিং এর জন্য তৈরি হলেও সময়ের বিবর্তনে এটি বিমানের সকল কর্মচারি/কর্মকর্তার ট্রেনিং এর অফিসিয়াল সেন্টার হিসেবে পরিণত হয়। এটি ৬টি ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে বিমানের সকল জনবলের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ফ্যাকাল্টিগুলো হলো:

ক) অপারেশন্স টেকনিক্যাল
খ) গ্রাহক সেবা-ফ্লাইট সার্ভিস ও গ্রাউন্ড সার্ভিস
গ) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন
ঘ) বিক্রয় ও বিপণন
ঙ) প্রকৌশল (এভিওনিক্স)
চ) প্রকৌশল (এরোস্পেস)

প্রশিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষ

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বিক্রয় ও বিপনন ছাড়া অন্য সবগুলো ফ্যাকাল্টি সিএএবি'র তত্ত্বাবধায়নে এবং সিএএবির অনুমোদন নিয়ে পরিচালিত হয়। প্রকৌশল (এভিওনিক্স ও এরোস্পেস) সিএএবি এ.এন. ও (এ ডাব্লিও)-১৪৭ এর ধারা অনুযায়ী অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

বিএটিসির প্রকৌশল ফ্যাকাল্টি ইউরোপিয়ান এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (EASA part-147) পার্ট-১৪৭ অনুমোদিত এই অনুমোদনের বলে বিএটিসি দীর্ঘমেয়াদী (তিন বৎসর) এয়ারক্রাফ্‌ট রক্ষণাবেক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে যা ইউরোপ এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশে স্বীকৃত।

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার (বিএটিসি)

এছাড়া বিএটিসিতে বিমানের সকল উড়োজাহাজ যথাঃ B-737, B-777, B-787, Dash8-Q400 এ সকল প্রশিক্ষণ (সিমুলেটর ছাড়া) দিয়ে থাকে । বিমানের লোকবল ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের এভিয়েশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিএটিসি প্রদান করে।

জাতিসংঘ মিশনে গমনের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, ও পুলিশের বিভিন্ন স্তরের জনবলের প্রশিক্ষণ বিএটিসিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিমান-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে (৩১ মে ২০২৩ পর্যন্ত) সর্বমোট ১,৫৫,৭০৭ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। বাজেট (অনিরীক্ষিত হিসাব):

২০২২-২৩ অর্থবছর

বিবরণ	প্রকৃত	বরাদ্দ	ব্যবধান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কোটি টাকায়

রাজস্ব আয়	৯৮৬৬.০০	৮৮৩৩.০০	১০৩৩.০০
ব্যয়	৯৫৫৮.০০	৮৩৪৫.০০	১২১৩.০০
লাভ/(ক্ষতি)	৩০৯.০০	৪৮৮.০০	-১৭৯.০০
রাজস্বের উপর লাভের হার	৩%	৬%	০

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি) কোটি টাকায়

রাজস্ব আয়	১৫৮.০০	১০৯.০০	৪৯.০০
ব্যয়	১৩৩.০০	৯১.০০	৪২.০০
লাভ/(ক্ষতি)	২৪.০০	১৮.০০	৬.০০
রাজস্বের উপর লাভের হার	১৫%	১৭%	

বিমান পোলট্রি কমপ্লেক্স (বিপিসি) কোটি টাকায়

রাজস্ব আয়	৩৭.০০	৪৪.০০	৭.০০
ব্যয়	৩৩.০০	৩৯.০০	৬.০০
লাভ/(ক্ষতি)	৪.০০	৬.০০	২.০০
রাজস্বের উপর লাভের হার	১১%	১৩%	

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

অর্থবছর: জুলাই ০১,২০২২-জুন ৩০,২০২৩

চুক্তি সম্পাদন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

সূচক: বিভিন্ন পরিদপ্তরের ৭০ নম্বরের জন্য মোট ৩০টি এবং আবশ্যিক বিষয়ের ৩০ নম্বরের জন্য ০৫টি সূচক সমন্বয়ে চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়।

অগ্রগতি: যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী APA সংশ্লিষ্ট সকল প্রমাণকসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে এপিএএমএস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের আওতায় ১৩০ জনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ১৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। NIS এর আওতায় ০৪টি ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ০১টি রংপুর বাকী ০৩টি খুলনা, কক্সবাজার এবং কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিনষ্টযোগ্য নথি অপসারণ করা হয়েছে। নৈতিকতা বিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাত্রী সেবার মানোন্নয়নে মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। যাত্রী সেবার অধিকতর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অন-লাইন চেকিং সেবা চালু করা হয়েছে। যানবাহন শাখাকে স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়াও ৫৫ মিনিটের মধ্যে ব্যাগেজ ডেলিভারি কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮। ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিগত অর্থবছরগুলোতে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক উদ্ভাবনী ধারণা গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এ উল্লিখিত কর্মসম্পাদন সূচক ১.২.১ এর কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা ও সহজিকৃত ডিজিটালাইজডকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছেঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩টি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে-
(১) মিটিং রুম ম্যানেজমেন্ট
(২) অনলাইন চেকিং সিস্টেম
(৩) ই-ফোনবুক

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা ব্যবস্থাপনার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয়-কে ক্রেস্ট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক
১.১	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ কমিটির পূণর্গঠন	বাস্তবায়িত ২১ আগস্ট ২০২২	বাস্তবায়িত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ১৫ জানুয়ারি ২০২৩	বাস্তবায়িত ১২ এপ্রিল ২০২৩
১.২	পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত (সেবা বিষয়ে) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ৩০ মার্চ ২০২৩	বাস্তবায়নের অপেক্ষায়
১.৩	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সভা	বাস্তবায়িত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ১৬ মার্চ ২০২৩	বাস্তবায়িত ১৮ জুন ২০২৩
১.৪	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ	বাস্তবায়িত ২৫ আগস্ট ২০২২	বাস্তবায়িত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ০১ মার্চ ২০২৩	বাস্তবায়িত ১১ এপ্রিল ২০২৩

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনসমূহ

		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক
২.১	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাস্তবায়িত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ২৯ মে ২০২৩
২.২	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ সভা	বাস্তবায়িত ২১ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ২৭ এপ্রিল ২০২৩

১০। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

সর্বসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত বিমানের www.biman.gov.bd/www.biman-airlines.com ওয়েবসাইটে বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিমানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলে সেবামূলক বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী, সর্বসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিমানের জনসংযোগ বিভাগের নিকট তথ্য চেয়ে মোট ১২টি আবেদন এসেছে যার প্রত্যেকটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিমানকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৫০ এর অধিক কর্মকর্ত/কর্মচারি অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। বিমানের সরকারি ওয়েবসাইটে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার নাম, পরিচয় ও যোগাযোগের তথ্য নির্দিষ্ট করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপিল ও অভিযোগ ফর্ম আপলোড করা আছে। www.biman-airlines.com ওয়েবসাইট থেকে বিমানের ফ্লাইটসমূহ, গন্তব্য ও টিকেটিং সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারা যায়। গণমাধ্যমকর্মীদের বিমান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেশ কয়েকটি প্রেস কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ৪টি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ অর্থবছর শেষে সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা

১১। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নঃ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনসমূহ

		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক
১.৩.১	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ	বাস্তবায়িত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ১৫ জানুয়ারি ২০২৩	বাস্তবায়িত ১১ এপ্রিল ২০২৩
১.৩.২	মাসিক ভিত্তিতে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	ইহা চলমান প্রক্রিয়া। প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।			
১.৩.৩	অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয় বরাবর প্রেরণ	প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।			
		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক		
২.১	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে GRS Software প্রশিক্ষণ	বাস্তবায়িত ২২ আগস্ট ২০২২	বাস্তবায়িত ২৯ মে ২০২৩		
		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক
২.২	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে GRS পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয় বরাবর প্রেরণ	বাস্তবায়িত ০২ অক্টোবর ২০২২	বাস্তবায়িত ০২ জানুয়ারি ২০২৩	বাস্তবায়িত ২২ মার্চ ২০২৩	বাস্তবায়িত ০২ জুলাই ২০২৩

		১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক
২.৩	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের অবহিতকরণ সভা	বাস্তবায়িত ২১ ডিসেম্বর ২০২২	বাস্তবায়িত ২৭ এপ্রিল ২০২৩

১২। সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন:

নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ দ্বারা বিমানবহর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বোয়িং কোম্পানির সাথে ১০ (দশ) টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য চুক্তি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১৪ সালে ০৪ (চার) টি ৭৭৭-৩০০ ইআর উড়োজাহাজ, ২০১৫ সালে ০২ (দুই)টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ০৪ (চার) টি ৭৮৭-৮ (ড্রিমলাইনার) উড়োজাহাজ বিমানবহরে যুক্ত হয়েছে। বোয়িং কোম্পানির সাথে সম্পূরক চুক্তির আওতায় ডিসেম্বর ২০১৯-এ আরো ০২(দুই)টি ৭৮৭-৯ (ড্রিমলাইনার) উড়োজাহাজ বিমানবহরে যুক্ত হয়েছে।

G to G -এর ভিত্তিতে ০৩(তিন)টি ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বিমান ও The Canadian Commercial Corporation (CCC) -এর মধ্যে ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত প্রথম উড়োজাহাজ ২০ নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় উড়োজাহাজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং তৃতীয় উড়োজাহাজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বিমান বহরে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া লীজকৃত ৩টি উড়োজাহাজসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স মোট ২১টি উড়োজাহাজ পরিচালনা করছে।

বিমান বহরে যুক্ত নতুন ড্যাশ ৮-৪০০

১৩। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বিমান প্রকৌশল বিভাগ ২০১৭ সালে CAAB-145 সনদ অর্জন করে যা EASA (European Union Aviation Safety Agency) সনদের সমতুল্য। বিমানবহরে বর্তমানে Dash-8 Q400, B737-800, B787-8/9 Ges B777-300 ER এই চার মডেলের সর্বমোট ২১ টি উড়োজাহাজ রয়েছে। বিমান প্রকৌশল বিভাগ সব মডেলের উড়োজাহাজের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ (Line Maintenance Ges Base Maintenance) এর শতভাগ কাজ নিজস্ব স্থাপনায়, নিজস্ব লোকবল দ্বারা সম্পন্ন করে থাকে। বিমান প্রকৌশল বিভাগ Dash-8 উড়োজাহাজের "A" চেক এবং অন্যান্য সকল মডেলের উড়োজাহাজের "A" এবং "C" চেক পর্যন্ত সকল চেক নিজস্ব স্থাপনায় নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পন্ন করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি ইঞ্জিন এবং ল্যান্ডিং গিয়ার রিমোভাল/ইনস্টলেশন করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

বিমান প্রকৌশল বিভাগের সক্ষমতা:

বিমান প্রকৌশল বিভাগ বর্তমানে নিম্নোক্ত সার্ভিসগুলো দেবার সক্ষমতা অর্জন করেছে:

উড়োজাহাজের মডেল	লাইন মেইনটেন্যান্স	বেইস মেইনটেন্যান্স
Boeing 787-8 & Boeing 787-9	Pre-flight inspection (PFI), After Landing Check (ALC), 60 Hours check	"A" চেক "C" চেক
Boeing 777-900ER	Pre-flight inspection (PFI), After Landing Check (ALC), 60 Hours check	"A" চেক "C" চেক (HMV ব্যতিত)
Boeing 737-800	Pre-flight inspection (PFI), Daily Inspection (DI), Bi-weekly Inspection	"A" চেক "C" চেক (HMV ব্যতিত)
Dash-8 Q400	Pre-flight Inspection (PFI), After Landing Check (ALC), Weekly Inspection	"A" চেক

বিমানের ওভারহল শপগুলো বহরের সব ধরনের উড়োজাহাজের অসংখ্য কম্পোনেন্ট, পার্টস মেরামত, ওভারহল, টেস্ট, রিসার্টিফিকেশন ইত্যাদি কার্যাবলি করতে সক্ষম।

বিমানের NDT (Non-Destructive Test) শপটি একটি Level-3 মানের উন্নত শপ এবং বহরের সব মডেলের উড়োজাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের NDT করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ এক্রেডিশন বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত বিমানের একটি Calibration Lab রয়েছে, যেখান থেকে বিভিন্ন টুলস্ Calibration করা হয়।

বিমান প্রকৌশল বিভাগ CAAB হতে B-787 উড়োজাহাজের "C" চেক করার সনদ অর্জন করেছে এবং প্রথমবারের মতো নিজস্ব স্থাপনায় নিজস্ব জনবল দ্বারা ১৭ আগষ্ট থেকে ২৮ আগষ্ট ২০২১ এবং ২৮ নভেম্বর থেকে ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে B-787 উড়োজাহাজ S2-AJS এবং S2-AJT এর "C" চেক সম্পন্ন করেছে ।

বিমান প্রকৌশল বিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

* সর্বমোট, ৭৫টি 'A' চেক, ১০টি "C" চেক, ০১টি ইঞ্জিন পরিবর্তন, ০১টি ল্যান্ডিং গিয়ার পরিবর্তন এবং ১৭টি স্পেশাল (ভিআইপি) ইন্সপেকশন করেছে ।

* বিভিন্ন শপের মাধ্যমে সর্বমোট-৬,০৮৭টি পার্টস/কম্পোনেন্ট/আইটেম মেরামত/ওভারহল/টেস্ট ইত্যাদি কার্যাবলি সুসম্পন্ন করেছে ।

* ১১৯টি বিভিন্ন ধরনের মোডিফিকেশন সম্পন্ন করেছে ।

Maintenance Support to Customer Aircraft:

বিমান প্রকৌশল বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট স্টেশনে গমনাগমণকারী দেশীয় এবং বিদেশি এয়ারলাইন্সকে বিভিন্ন চুক্তির আওতায় বহুবিধ সেবা দিয়ে থাকে।

Technical Assistance Agreement (TAA) চুক্তির অধীনে বিমান টুলস ক্যালিব্রেশন, NDT Service, Wheel Build-up, Oxygen Charging, Nitrogen Charging, HST Test ইত্যাদি সার্ভিস প্রদান করে। বর্তমানে ০৯টি স্থানীয় এয়ারলাইন্সের সাথে বিমানের TAA রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী

কে NDT সার্ভিস, Tools calibration, কম্পোনেন্ট মেরামত/ওভারহল, হ্যাংগার স্পেস, জব সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে বিমান উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে।

THA চুক্তির অধীনে বিমান বিভিন্ন বিদেশী এয়ারলাইন্সকে ঢাকা-চট্টগ্রাম স্টেশনে লাইন মেইন্টেনেন্স ও Transit Certification প্রদান করে থাকে। THA চুক্তির আওতায় বিমান ২০১৫ সাল থেকে ঢাকা স্টেশনে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স এর B737-800 উড়োজাহাজের Transit Certification প্রদান করে আসছে। চুক্তিটি ২০১৮ সালে আবারও নবায়ন করা হয়। এছাড়া বিমান Qatar Civil Aviation Authority থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং ১৯ জুলাই ২০২১ সাল থেকে THA চুক্তির আওতায় কাতার এয়ারওয়েজের B-777 এবং B-787 উড়োজাহাজের Transit Certification প্রদান শুরু করেছে। অধিকন্তু কাতার এয়ারওয়েজের A350 উড়োজাহাজের Transit Certification প্রদান করার লক্ষে চুক্তি এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা চলমান আছে যা অতি সত্তর সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। Ground Handling Agreement (GHA): GHA চুক্তির অধীনে বিমান প্রকৌশল বিভাগ উড়োজাহাজের কেবিন (ইনটেরিয়র) ক্লিনিং, ভূমি থেকে ককপিটে যোগাযোগ, অগ্নি নির্বাপন, পানি সরবরাহ, টয়লেট সার্ভিসিং, টো-বার, হুইল-চক সংযোজন ইত্যাদি বহুবিধ সেবা প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উড়োজাহাজের 'সি-চেক' করে বিমানের ২০ কোটি টাকা সাশ্রয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট পরিদপ্তর নিজস্ব জনবল দ্বারা ঢাকায় বিমান হ্যাংগারে গত এক বছরে চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজের সি-চেক সফলভাবে সম্পন্ন করার পর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি আরও একটি বোয়িং ৭৮৭-৯ উড়োজাহাজের (সোনারতরী) সি-চেক মাত্র ১০ দিনে (০৪-১২-২০২২ হতে ১৩-১২-২০২২ খ্রি.) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর ফলে উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ বিমানের প্রায় দুই মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২০ কোটি টাকা। বিমান প্রকৌশল পরিদপ্তর বিমান বহরের সকল উড়োজাহাজের চেক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব জনবল দ্বারা বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাংগারে সম্পন্ন করে থাকে।

২০২৩ সালে সুষ্ঠুভাবে হজ ফ্লাইট পরিচালনা এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম থেকে হজ ফ্লাইটের শুভ উদ্বোধন-

২০২৩ সালে ১,২২,২২১ জন বাংলাদেশি হজব্রত পালনের নিমিত্ত পবিত্র ভূমি সৌদি আরব গিয়েছেন। এর মধ্যে বিমান ৬১,১৫১ জন হজযাত্রী পরিবহন করেছে। প্রি-হজে মোট ১৬০টি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করেছে বিমান। এবছর হজযাত্রী পরিবহনে বিমানের নিজস্ব বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর এর পাশাপাশি বোয়িং ৭৮৭-৯ (ড্রিমলাইনার) ব্যবহৃত হয়েছে।

বিমান ২০১৮ সালে ৬২,৭৯৬ জন, ২০১৯ সালে ৬৬,২৮৬ জন ও ২০২২ সালে ৩০,৩৬১ জন হজযাত্রী পরিবহন করেছিল। ২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রা বন্ধ ছিল।

চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের সম্মানিত হজযাত্রীদের সুবিধার্থে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে সরাসরি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করেছে।

২১-০৫-২০২৩ তারিখে ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা রুটে বিমানের প্রথম হজ্জ ফ্লাইট উদ্বোধন

২৩-০৫-২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম হতে বিমানের সরাসরি প্রথম হজ্জ ফ্লাইট উদ্বোধন

০৩-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট হতে সরাসরি বিমানের প্রথম হজ্জ ফ্লাইট উদ্বোধন

লেবাননে রান্না প্রতিযোগিতায় ৪০ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বিমানের শেফ রড্রিকঃ

লেবাননের বৈরুতে অনুষ্ঠিত "Phonecians Festival for Tourism and Hospitality" অনুষ্ঠানে খাবার তৈরির প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের (বিএফসিসি) সো শেফ জনাব লিবিন শিশির রড্রিক। পুরস্কার হিসেবে তিনি লেবানন থেকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও ম্যাডেল লাভ করেন।

গত ১০-১৫ মে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৪০ টি দেশের ১৬০ জন প্রসিদ্ধ শেফ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে ৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। বিএফসিসি'র সো শেফ জনাব লিবিন শিশির রড্রিক সি ফুড ও চিকেন আইটেম তৈরি করে এ পুরস্কার লাভ করেন। প্রতিযোগিতাটি স্পন্সর করেন লেবাননের পর্যটন মন্ত্রী জনাব ওয়ালিদ নাসের। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রতিযোগি। জনাব রড্রিক শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

লেবাননে রান্না প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বিমানের শেফ রড্রিক

দক্ষিণ এশিয়ার এভিয়েশন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিদেশি পাইলটদের ড্রিমলাইনারে লাইন ট্রেনিং দিচ্ছে বিমান:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিদেশি পাইলটদের অত্যাধুনিক ড্রিমলাইনার ৭৮৭ এ লাইন ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার এভিয়েশন ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। ঢাকা-সিলেট-লন্ডন রুটের ফ্লাইটে মঙ্গোলিয়ান এয়ারলাইন্স এর ১জন পাইলটকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রোগ্রামটির শুভ সূচনা হয়েছে। মঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন্স এর ১২ জন পাইলট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। প্রথম ব্যাচে ৩ জন বর্ণিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। আর এ জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বিমানই প্রথম বিদেশি পাইলটগণকে অত্যাধুনিক ড্রিমলাইনারে প্রশিক্ষণ প্রদানের গৌরব অর্জন করেছে।

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৩ শুক্রবার সকালে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শুভ উদ্বোধন করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও অতিরিক্ত সচিব জনাব শফিউল আজিম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিমানের পরিচালক প্রশাসন ও মানবসম্পদ যুগ্মসচিব জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, পরিচালক ফ্লাইট অপারেশন্স ক্যাপ্টেন মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, বিমানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রশিক্ষক ও পাইলটবৃন্দ।

বিমানের ট্রেইনার পাইলটগন

বিমানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ক্রিকেট অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান:

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ক্রিকেটের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার জনাব সাকিব আল হাসান। গত ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকালে বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকায় ব্র্যান্ডিং ইস্যুতে সাকিবের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম,ক্রিকেট অলরাউন্ডার জনাব সাকিব আল হাসান, বিমানের পরিচালকবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণসহ গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ক্রিকেট অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বিমান নিয়ে শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বলেন, শৈশবে খেলার মাঠে মাথার উপর দিয়ে বিমান উড়ে গেলে এক ধরনের ভালো লাগা কাজ করতো। সাকিব বলেন, বিমান বর্তমানে লাভজনক অবস্থানে রয়েছে। সামনের দিনগুলোতে আরো এগিয়ে যাবে। বিমানের অসংখ্য ভালো দিক রয়েছে যে গুলো সকলের

সামনে তুলে ধরতে পারলে বিশ্বের অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সাথে প্রতিযোগিতায় বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে সেফটি ইস্যুতে বিমান কখনো আপোষ করে না। এ ধরনের ইতিবাচক বিষয়গুলো প্রচার হওয়া দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বিমানের প্রতি সহানুভূতিশীল।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্পোর্টসকে এগিয়ে নিতে বিমানের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীন বাংলাদেশে খেলাধুলা খাতে প্রথম স্পন্সর প্রদানকারীর তালিকায় বিমান অগ্রগণ্য। ক্রিকেট, দাবা, টেবিল টেনিসসহ অসংখ্য খেলায় বিমান স্পন্সরশীপ প্রদানের মাধ্যমে পাশে থেকেছে। সাকিব আল হাসান একসময় বিমান ক্রিকেট টিমের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট টিমের সাবেক ৪ (চার) জন সদস্য বর্তমানে বিমানে বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। বিশ্ববিখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টার জনাব নিয়াজ মোর্শেদ, ১৬ বার জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিনেস বুকে নাম লেখানো জনাব জোবেরা রহমান লিনু একসময় বিমানের হয়ে খেলতেন। আইসিসি ট্রফি জয়ের সময়ও বিমান স্পন্সর করেছিল। আবারও দেশের খেলাধুলার অগ্রযাত্রায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

বিমানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ক্রিকেট অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান

বিমান কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহিদ দিবস পালন:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহিদ দিবস পালিত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভাষা শহিদদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে শাহাদতবরণকারী বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিমানের পরিচালক প্রশাসন ও মানবসম্পদ জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, পরিচালক ফ্লাইট অপারেশন্স ক্যাপ্টেন মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, বিমানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ বিমান কেন্দ্রিক বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিমানের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য শাখা কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহিদ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

'মুজিবের বাংলাদেশ- বিমান হাফ ম্যারাথন ২০২৩':

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কর্তৃক ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হাতিরঝিল এলাকায় জাকজমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হয়েছে 'মুজিবের বাংলাদেশ-বিমান হাফ ম্যারাথন ২০২৩' (Mujib's Bangladesh Biman Half Marathon 2023).

প্রতিযোগিতায় ২১.১ কিলোমিটার ও ৭.৫ কিলোমিটারের দুইটি ইভেন্টে দেশি-বিদেশি প্রায় ২০০০ প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন। হাতিরঝিল পুলিশ প্লাজা থেকে ভোর ০৬:০০ টায় দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ম্যারাথন শেষে সকাল ০৭:৩০টায় হাতিরঝিল অ্যাফিথিয়েটারে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম।

বিমান হাফ ম্যারাথন ২০২৩

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক নানা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো 'মহান বিজয় দিবস-২০২২'। ১৬ই ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবন, মতিঝিল জেলা বিক্রয় অফিস ও বিমানের সকল অভ্যন্তরীণ স্টেশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বলাকা ভবন চত্বরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, বীর শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় ও দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং বিমানের উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বীর শহিদদের স্মরণে বলাকা ভবন চত্বরে স্থাপিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম, বিমানের পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গসহ বিমানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিমানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারি বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বিমানের সকল বহির্গামী ফ্লাইটে মহান বিজয় দিবসের ঘোষণা প্রচার করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবন, মতিঝিল জেলা বিক্রয় অফিসসহ বিমানের অভ্যন্তরীণ স্টেশসসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। গত ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর প্রধান কার্যালয় বলাকায় সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এই বিশেষ দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা প্রদান, বিমান-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয় কর্তৃক সম্মানিত যাত্রীদের মোবাইলে ভয়েস মেইলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান, যাত্রীদের উপহার প্রদান, বিমানের সকল স্টেশনে দোয়া মাহফিল ও মিষ্টি বিতরণ, অন্যান্য এয়ারলাইন্স ও বিভিন্ন এজেন্টদের শুভেচ্ছা স্বরুপ কেক প্রদান করা হয়।

৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্মানিত যাত্রীদের সুবিধার্থে নতুন আঙ্গিকে মোবাইল অ্যাপস ও লয়্যালটি ক্লাব চালু করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় বলাকার কনফারেন্স কক্ষে কেক কেটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ৫১তম জন্মবার্ষিকীর শুভ সূচনা করা হয়। বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম বিমানের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বক্তব্যে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন এবং সেবাধর্মী আচরণ নিয়ে জাতীয় এয়ারলাইন্সকে এশিয়ার ১০টি এয়ারলাইন্স-এর মধ্যে অন্যতম এয়ারলাইন্সে উন্নীত করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, দূর্নীতি ও অন্যায়-কে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবে না এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিমান-কে স্মার্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মোবাইল অ্যাপস ও লয়্যালটি ক্লাব চালু করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিমানের পরিচালকবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ৫১তম প্রতিষ্ঠাবাষির্কী উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করলেন বিমানের চেয়ারম্যান এবং এমডি ও সিইও:

টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করেছেন বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সাজ্জাদুল হাসান এবং বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম। ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার বিমানের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কবর জিয়ারত ও মোনাজাত শেষে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারতে বিমানের চেয়ারম্যান এবং এমডি ও সিইও

বিমানের ড্রিমলাইনারে বসে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা উপভোগ করার ব্যবস্থা:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অত্যাধুনিক ৭৮৭ ড্রিমলাইনারের সম্মানিত যাত্রীগণ ভূমি থেকে প্রায় ৪০,০০০ফুট উচ্চতায় বসে ইনফ্লাইট ইন্টারটেইনমেন্ট (আইএফই) এর মাধ্যমে মনিটরে লাইভ টেলিভিশনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচসমূহ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। লন্ডন-সিলেট রুটের ফ্লাইট বিজি-২০২ এর অভ্যন্তরে ধারণকৃত আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো ম্যাচের স্থিরচিত্র নিম্ন প্রদত্ত হলো:

বিমানে বসে বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ উন্মাদনা উপভোগ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদযাপন:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক নানা কর্মসূচি পালনের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হলো 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২'। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকায় শিশুদেরকে নিয়ে বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ যাহিদ হোসেন এবং বিমানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শেখ রাসেল-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর অতিথিবৃন্দ ও শিশুদের অংশগ্রহণে বলাকার লবিতে কেক কাটা হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একঘন্টাব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর বলাকা কনফারেন্স রুমে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় শেখ রাসেল দিবসের থিম সং 'রাসেল বেঁচে আছে অনন্ত অক্ষয়ে' ও বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র 'শেখ রাসেল, এক অনন্ত বেদনার কাব্য' প্রদর্শিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিমানের মসজিদ সমূহে বাদ জোহর দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসে ঢাকা থেকে বিমানের বহির্গামী সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের শিশু যাত্রীদের মাঝে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

এশিয়ান পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ:

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী নবম এশিয়ান পর্যটন মেলায় ১১টি আন্তর্জাতিক রুটে টিকেটের মূল্যের উপর ১৫% বিশেষ ছাড় প্রদান করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এছাড়াও র‍্যাফেল ড্র-তে ফ্রি টিকেট জেতার সুযোগ ছিল।

নবম এশিয়ান পর্যটন মেলা

বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স পরিদর্শন: বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি) ৩০শে অক্টোবর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর হ্যাঙ্গার ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট পরিদর্শন করেন। এসময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোঃ যাহিদ হোসেন তাঁকে স্বাগত জানান।

বিমান বাহিনীর প্রধান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

কাতারে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় দুইটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যাডমিন্টন দল:

কাতারে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় দুইটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যাডমিন্টন দল। গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কাতারের আল-মামুরায় অবস্থিত ক্যামব্রিজ বয়েজ স্কুলের ইনডোরে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও কাতারের জাতীয় ক্রীড়া দিবস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০২৩। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন সোসাইটি, কাতার উক্ত প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে। ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষ দ্বৈত 'এ ক্যাটাগরিতে' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর জুটি শামিম ও কৌশিক এবং '৪০-উর্ধ্ব ক্যাটাগরিতে' চ্যাম্পিয়ন হয় বিমানের জুটি আপন কুমার সিনহা ও রেফাজ উদ্দিন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত জনাব নজরুল ইসলাম।

কাতারের জাতীয় ক্রীড়া দিবস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ বিমানের অংশগ্রহণ

ঢাকা-গুয়াংজু-ঢাকা রুটে ফ্লাইট চালুকরণ:

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে যাত্রী এবং কার্গো পরিবহন আরো সহজতর করার লক্ষ্যে বিমানের ডানা সম্প্রসারণের নিমিত্ত গত ১৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকা-গুয়াংজু-ঢাকা রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়। উক্ত ফ্লাইট উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী,এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং বিমান পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্যা সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৮-০৮-২০২২ তারিখে ঢাকা-গুয়াংজু-ঢাকা রুটে বিমানের ফ্লাইট উদ্বোধন

ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা রুটে ফ্লাইট চালুকরণ:

গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ থেকে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডার টরেন্টোতে সরাসরি বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হয়। বর্তমানে এই রুটটি বিমানের সবচেয়ে দীর্ঘ ফ্লাইট। এই ফ্লাইট শুরুর মাধ্যমে এশিয়া (বাংলাদেশ) থেকে উত্তর আমেরিকা (কানাডা) মহাদেশে আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। এছাড়াও কানাডায় অবস্থিত বাংলাদেশী প্রবাসীদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন (সরাসরি ফ্লাইট চালুকরণ) পূরণ করার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।

২৭-০৭-২০২২ তারিখে ঢাকা-টরেন্টো-ঢাকা রুটে বিমানের সরাসরি যাত্রা শুরু

অনলাইনে ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন সেবা চালু করল বিমান: জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সম্মানিত যাত্রীবৃন্দের সুবিধার্থে এবং যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অনলাইনে ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন সেবা চালু করেছে। বিমানের যেসকল সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ অনলাইন (বিমান ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস)-এর মাধ্যমে টিকেট ক্রয় করবেন তারা অনলাইনেই ভ্রমণতারিখ পরিবর্তন করতে পারবেন। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ টিকেট ক্রয়ের সময়ে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট কার্ডটি অথবা সংশ্লিষ্ট মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বিমানের ওয়েবসাইট www.biman-airlines.com অথবা মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে তাদের ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন করতে পারবেন। বিমানের ওয়েবসাইটে বুক ফ্লাইট (Book Flight) অপশনের মধ্যে ম্যানেজ মাই ট্রিপ (Manage My Trip) অপশনে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহজেই ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন করা যাবে।

হাজিগণের মধ্যে জমজমের পবিত্র পানি বিতরণ করছে বিমান: পবিত্র হজ পালন শেষে বিমান, ফ্লাইনাস ও সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে দেশে আগত সম্মানিত সকল হাজিগণের মাঝে জমজমের পবিত্র পানি বিতরণ শুরু করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। ০২ জুলাই ২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:৫৫টায় ফ্লাইনাস-এর ফিরতি হজ ফ্লাইট এক্সওয়াই৭৩৯২ এর মাধ্যমে ঢাকায় আগত সম্মানিত হাজিদেরকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টম হল সংলগ্ন বিমানের সুসজ্জিত কাউন্টার থেকে জমজমের পানি সরবরাহ করা হয়। এসময় বিমান ও সিভিল এভিয়েশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনামূল্যে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে বিমান: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তুরস্কে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কানাডা ও বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিনামূল্যে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বিমানের ফ্লাইট বিজি-৩০৫ এর মাধ্যমে ৭৭৪০ কেজি কার্গোপণ্য বিনামূল্যে ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুলে পরিবহন করা হয়েছে। ঢাকাস্থ তুরস্কের দূতাবাস উক্ত পণ্যসমূহ প্রেরণ করেছে। কয়েকটি ফ্লাইটের মাধ্যমে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে ৩০ টন ত্রাণসামগ্রী তুরস্কে পৌঁছে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কানাডার টরেন্টো থেকে ফ্লাইট বিজি-৩০৬ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ৩০১০কেজি ত্রাণসামগ্রী ইস্তাম্বুলে পৌঁছে দিয়েছে বিমান। কানাডার টরেন্টোতে অবস্থিত তুরস্কের কনস্যুলেট থেকে উক্ত পণ্যসমূহ সরবরাহ করা হয়। টরন্টো থেকে ইস্তাম্বুলে পণ্য পরিবহনের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও জরুরি ভিত্তিতে কানাডার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে পণ্যসমূহ পরিবহন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দুর্গত মানুষের সেবায় সর্বদায় পাশে আছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনামূল্যে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিমানের চেয়ারম্যান ও এমডির শ্রদ্ধাঞ্জলি:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন এবং বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব শফিউল আজিম।

১৭ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ অপরাহ্নে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে বিমানের চেয়ারম্যান এবং এমডি ও সিইও 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' পরিদর্শন করেন। জাদুঘরের কিউরেটর জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান এবং বিমানের পরিচালক প্রশাসন ও মানবসম্পদ জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে বিমান পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) কে বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে বিমানের চেয়ারম্যান ও এমডির শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত ভর্তি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দের যাতায়াত সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা-রাজশাহী-ঢাকা রুটে ২৯, ৩০ ও ৩১শে মে ২০২৩ তারিখ তিনটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করেছে।

১৪। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

(ক) নেটওয়ার্ক ও ফ্লিট প্ল্যান ২০২৩-২০৩১ অনুমোদন এবং অর্থ সংকুলান সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত উড়োজাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে ;

(খ) নারিতা, কুনমিং ও চেন্নাই-তে ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়ে বিমান-এর প্রস্তুতি চলমান রয়েছে ;

(গ) বহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত উড়োজাহাজ সংযোজন সাপেক্ষে অদূর ভবিষ্যতে বাহরাইন, নিউইয়র্ক ও রোম-এ ফ্লাইট পুনঃপ্রবর্তন এবং নতুন গন্তব্য হিসেবে মালে, কলম্বো, এবং সিডনী-তে সার্ভিস সম্প্রারণের বিষয়ে বিমান-এর পরিকল্পনা রয়েছে ;

(ঘ) ভবিষ্যতে যাত্রী চাহিদা এবং নতুন নতুন গন্তব্য বৃদ্ধি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় উড়োজাহাজ ক্রয়/লীজভিত্তিতে সংগ্রহ করা হবে ;

(ঙ) বিমানের কার্গো ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পণ্যবাহী (ফ্রেইটার) উড়োজাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে ; এবং

(চ) বহরে বিদ্যমান উড়োজাহাজেসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকায় বিমানের দ্বিতীয় হ্যাংগার কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ছ) ট্রেনিং সেন্টার পরিধি বিস্তৃতি করে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যঃ

১। সিমুলেটর সংযোজন ;

২। হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ ; এবং

৩। সিএএবি-র টি আর টি ও (Type rated training origination) এ রূপান্তর।

চ. ইউজিসির অনুমোদন নিয়ে নিম্নলিখিত স্নাতক কার্যক্রম পরিচালনাঃ

১। বিএসসি ইন এয়ারক্রাফট মেইনট্যান্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (এরোস্পেস) ;

২। বিএসসি ইন এয়ারক্রাফট মেইনট্যান্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (এভিওনিক্স) ;

৩। বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ; এবং

৪। এমবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট।

ছ. ৩য় টার্মিনালের হ্যান্ডলিং সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত চলমান পদক্ষেপসমূহঃ

১। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান ;

২। সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে JICA-র সাথে একটি প্রকল্প এর কার্যক্রম চলমান ; এবং

৩। ৩য় টার্মিনালের উপযোগী Equipment ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান।

(জ) Procurement of Aircraft Door Trainer, Fire Trainer and Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) for Cabin Crew Training at BATC প্রচলন।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্প সেবা খাতের অন্যতম এবং একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিল্পটি তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। পৃথিবীর যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল পর্যটন আকর্ষণীয় উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক পর্যটন আইন-২০১০ এর ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) গঠন করা হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে উন্নীতকরণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ ও বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলাই জাতীয় পর্যটন সংস্থার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। নান্দনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্রময় জীবনধারা, আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রত্ন সম্পদে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন; পৃথিবীর দীর্ঘতম অখন্ড বালুকাময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার; পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও সংস্কৃতি; দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ, অসংখ্য হাওড়, বিল, নদ-নদী, সিলেট অঞ্চলের সারি সারি চা বাগান ও জলাবন এবং সর্বোপরি এদেশের মানুষের মুখের অকৃত্রিম হাসি পৃথিবীর যেকোন দেশের ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করতে সক্ষম। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের এ সমৃদ্ধ উপকরণ বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে প্রচার ও বিপণন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসাবে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশকে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ডিজিটাল পদ্ধতিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে পর্যটন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

২। দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১. পর্যটন উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা;

২. পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান;

৩. পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরি;

৪. দায়িত্বশীল পর্যটন (Responsible Tourism) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার, ব্যক্তিখাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, নারী সংগঠন ও মিডিয়ার অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;

৫. বিদেশি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের পর্যটন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান ও কাজে সমন্বয় সাধন;

৬. বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৭. পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাসমূহ সৃষ্টি এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও দেশে-বিদেশে বিপণনের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ বা দপ্তরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন;

৮. পর্যটন আকর্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটকদের স্বার্থ রক্ষায় মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. প্রতিবন্ধী পর্যটকদের অংশ গ্রহণের সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;

১০. পর্যটন শিল্পে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণ সংরক্ষণ;

১১. পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. পর্যটন সম্পৃক্ত রুগ্ন শিল্পকে সহায়তা প্রদান কল্পে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; এবং

১৩. পর্যটন সম্পর্কিত যাবতীয় মেলার আয়োজন ও প্রচার বা প্রকাশনামূলক কার্যক্রম গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান।

৩। সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং বোর্ডের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্ণিং বডি রয়েছে। গভর্ণিং বডি'র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড যথাক্রমে গভর্ণিং বডি'র চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করেন।

সাংগঠনিক কাঠামো

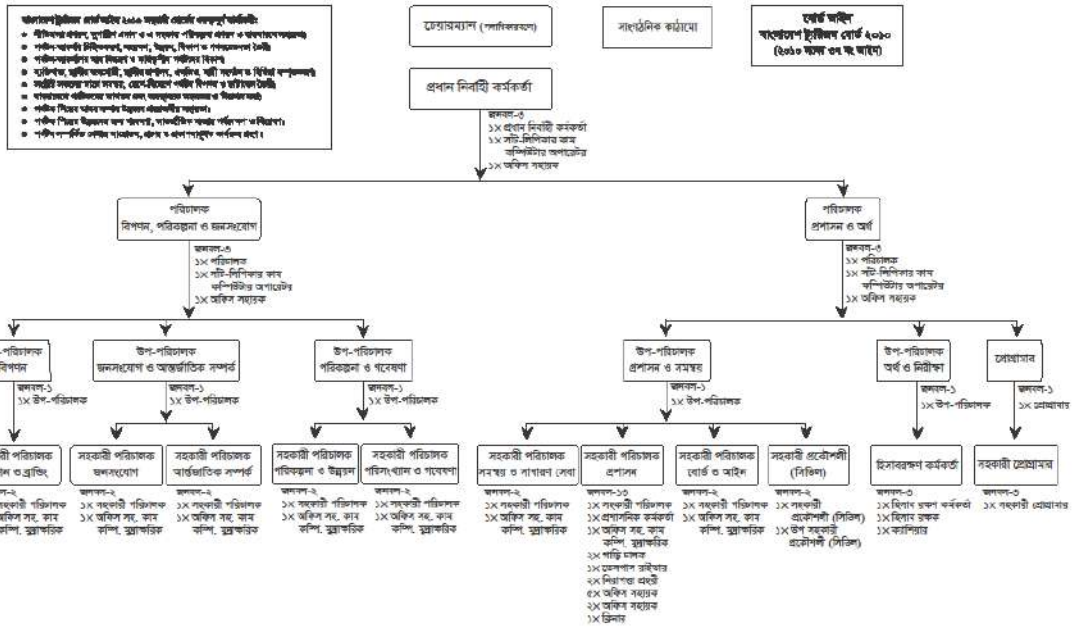

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

(ক) জনবল :

ক্রম.	পদের নাম	গ্রেড	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মোট পদের সংখ্যা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	২য়	০	১	১
২	পরিচালক	২য়	১	০	১
		৩য়	১	০	১
৩	উপপরিচালক	৫ম/ ৬ষ্ঠ	৩	২	৫
৪	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	০	১	১
৫	সহকারী পরিচালক	৯ম	৫	৩	৮
৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১	০	১
৭	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	০	১	১
৮	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৯ম	০	১	১
৯	উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০ম	০	১	১
১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	০	১
১১	হিসাবরক্ষক	১৩তম	১	০	১

ক্রম.	পদের নাম	গ্রেড	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মোট পদের সংখ্যা
১২	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	২	১	৩
১৩	ক্যাশিয়ার	১৫তম	১	০	১
১৪	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	৫	৪	৯
১৫	গাড়িচালক	১৬তম	২	০	২
১৬	ডেসপাস রাইডার	১৯তম	১	০	১
১৭	অফিস সহায়ক	২০তম	৪	৩	৭
১৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	২	০	২
১৯	ক্লিনার	২০তম	১	০	১
	মোট		৩১	১৮	৪৯

৪.ক.১ কর্মরত জনবলের তথ্য:

১) ০২ জন পরিচালক (০১ জন অতিরিক্ত সচিব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে ও ১জন যুগ্মসচিব) প্রেষণে নিয়োজিত (প্রেষণ/পদোন্নতিযোগ্য (৫০%) পদের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)।

২) ০১ জন যুগ্মসচিব, ০২ জন উপসচিব ও ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব উপপরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োজিত (সরাসরি নিয়োগযোগ্য (৫০%)/ পদোন্নতিযোগ্য (৫০%) পদের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)।

৩) ০৪ জন সহকারি পরিচালক, ০১ জন সহকারি পরিচালক (বোর্ড ও আইন), ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০১ জন ক্যাশিয়ার, ৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ মোট ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নিজস্ব জনবল হিসেবে কর্মরত আছেন।

৪) আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ২ জন ড্রাইভার, ১ জন ডেসপাস রাইডার, ৪ জন অফিস সহায়ক, ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ১ জন ক্লিনারসহ মোট ১০ জন নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে বিটিবি'র বিদ্যমান জনবলের অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন ক্লিনার আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাক্রয় করা হয়েছে।

৫) Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute of Tourism and Hospitality (BSMRIITH)' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অধিনে পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য অর্থবিভাগের সম্মতী নিয়ে ১ জন ল্যাব এটেনডেন্ট ও ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগকরত: সেবাক্রয় করা হয়েছে।

৪.ক.২ শূন্যপদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ১৯টি শূণ্যপদে নিয়োগের জন্য ০১.০৩.২০২৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়ার পর ০৫ এপ্রিল ২০২৩, ১ম শ্রেণির, ২য় শ্রেণির এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূণ্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট ০৩ (তিন)টি পৃথক 'বিভাগীয় নির্বাচন ও বাছাই কমিটি' গঠন করা হয়। এ বিষয়টি ১১ এপ্রিল ২০২৩, মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় এবং নিয়োগ কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। মন্ত্রণালয় হতে ৩০ মে ২০২৩, একজন যুগ্মসচিব ও একজন উপসচিবকে নিয়োগ কমিটিতে সদস্য হিসেবে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ২৩ মে ২০২৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২ (দুই)টি পৃথক আদেশের মাধ্যমে নিয়োগ কমিটি গঠন সংক্রান্ত ইত:পূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ ও পরিপত্র বাতিল করে নতুন আঙ্গিকে পৃথক ০৩ (তিন)টি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪.(খ) জনবলের প্রশিক্ষণ

৪.খ.১ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মোট ২২৪০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়: সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯; সরকারি-কর্মচারি-(শৃঙ্খলা-ও-আপিল)-বিধিমালা, ২০১৮; সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮; সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯; নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা; প্রবিধানমালা প্রণয়ন, পদ সৃজন, সাংগঠনিক কাঠামো ও টিওএন্ডই সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ; নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারি জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১; ডেলিগেশেন অব অথোরিটি; পিপিআর-২০০৮; সচিবালয়ের নির্দেশমালা; ছুটি বিধি; বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন; সচিবালয়ের নির্দেশমালা; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও বিধিবিধান; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার; বিটিবি'র সিটিজেন চার্টার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন; ই-নথি সফটওয়্যারের ব্যবহার; Dnothi; বিটিবি'র ডেটা আর্কাইভে সকল ডেটা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার; EFT; অডিট নিষ্পত্তি; সুনীল পর্যটন: বাংলাদেশে টেকসই উপকুলীয় ও সামুদ্রিক পর্যটনের বিকাশ; সাসটেইনেবল ট্যুরিজম; রুরাল ট্যুরিজম; বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; পর্যটন টার্মেনোলজি; শিষ্টাচার ও অফিসিয়াল পোশাক-পরিচ্ছদ; টেবিল ম্যানার; শিষ্টাচার ও পরিচ্ছন্নতা। প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক জনাব শাহ্ আবদুল আলীম খান এবং সমন্বয় করেন উপপরিচালক জনাব মোছা: হাজেরা খাতুন ও উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) মোহাম্মদ সাইফুল হাসান।

৪.খ.২ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের গৃহিত প্রশিক্ষণ

(১) ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে সহকারী পরিচালক তাহারিন তৌহিদা, UNDP কর্তৃক আয়োজিত 'Training on 'Gender and Climate: Towards Equitable and Inclusive Transformation' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(২) ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তাহারিন তৌহিদা, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্তৃক আয়োজিত 'সরকারি দপ্তরে জ্বালানি সাশ্রয়ের উপায়' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৩) ১২-১৪ অক্টোবর, ২০২২ মেয়াদে উপপরিচালক (পরিকল্পনা গবেষণা) মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, Asian Productivity Organization ও পাকিস্তান কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'Workshop on Innovative Business Models for Rural Tourism' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তাহারিন তৌহিদা, সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৫) ১-৩ নভেম্বর, ২০২২ মেয়াদে উপপরিচালক (পরিকল্পনা গবেষণা) মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, Asian Productivity Organization ও ফিজি কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'Workshop on Sustainable Ecotourism' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

(৬) ০৮-০৯ নভেম্বর ২০২২ মেয়াদে উপপরিচালক (বিপণন) ইসরাত জাহান কেয়া, Islamic Center for Development of Trade (ICTD) কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'Prospects of Health tourism in OIC Countries' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৭) ১৩.১২.২০২২ তারিখে উপপরিচালক (জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) রাহনুমা সালাম খান, আইএলও কর্তৃক চট্টগ্রামে আয়োজিত 'Multi-Stakeholder Workshop on the selection of priority economic sector of the progress project' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৮) ২২.১২.২০২২ তারিখে সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) মোঃ বোরহান উদ্দিন, পরিকল্পনা কমিশন এর সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, UNDP & UNEP কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে ব্র্যাক সিডিএম, সাভারে আয়োজিত 'Promote sustainable Blue Economy in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(৯) ২৫.০১.২০২৩ তারিখে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কাবিল মিঞা এবং হিসাবরক্ষক প্রকাশ মলি- ক, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(১০) ১৫, ২৩ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তিনটি (কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) জেলায় এটুআই কর্তৃক আয়োজিত ডিস্ট্রিক্ট ব্রান্ডিং সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা হয়।

(১১) ১২-১৬ মার্চ ২০২৩ মেয়াদে সহকারী পরিচালক (বোর্ড ও আইন) মোঃ নিজাম উদ্দিন, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত 'Conduct and Discipline Course' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

(১২) ৪ মে ২০২৩ তারিখে সহকারি পরিচালক (জনসংযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত 'Amar Gram Amar Shohor' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

৫। বাজেট

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) এর অনুকূলে আবর্তক ও মূলধন অনুদান খাতে সংশোধিত বাজেটে ৪৬,২২,৫৮,০০০/- (ছিচল্লিশ কোটি বাইশ লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বিটিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত মোট ৪৪,২৮,২৪,৮৫৯/- (চব্বিশ কোটি আটাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত উনষাট) টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট প্রাপ্ত বাজেটের ৯৫.৮০% এবং অব্যয়িত রয়েছে (৪৬,২২,৫৮,০০০/-৪৪,২৮,২৪,৮৫৯/-) = ১,৯৪,৩৩,১৪১/- (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশত একচল্লিশ) টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত সংশোধিত বাজেট দ্বারা বিভিন্ন পর্যটন উন্নয়নমূলক ও জনসচেতনতামূলক কর্মশালা/সেমিনারে আয়োজন; উপজেলায় 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন; বিভিন্ন জাতীয় ও পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ; পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে মৌলিক সুবিধাদি সৃষ্টিতে বরাদ্দ প্রদান; দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন; বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন; 'Blue Tourism: Sustainable Coastal and Marine Tourism Development in Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; 'মুজিব'স বাংলাদেশ'**ব্রান্ডনেম** ও বাংলাদেশের পর্যটন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পরিচিতিমূলক ভ্রমণ, Mujib's Bangladesh Tourism Promotion and B2B Exchange Program, দূতাবাস ও হাইকমিশনের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন; বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন; বেসামরিক বিমান চলাচল কতৃপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে 'মুজিব'স বাংলাদেশ সেবা সপ্তাহ আয়োজন; মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী মহারাস-২০২২ উৎসব আয়োজন; বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ উপলক্ষ্যে টি-স্পোর্টস চ্যানেলে ৩০ সেকেন্ডের মুজিব'স বাংলাদেশ এর ভিডিও প্রচার; সোস্যাল মিডিয়াভিত্তিক 'ফাগুন ফটো কনটেস্ট' আয়োজন; 'টেস্ট অব বাংলাদেশ' ফুড ফেস্টিভাল আয়োজন; যুক্তরাজ্যের লন্ডনে World Travel Market (WTM) ও ভারতের নয়াদিল্লীতে South Asian Travel and Tourism Expo (SATTE)আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ; ভারতের গোয়া শহরে G-20 Program এ 'The 4th Tourism Working Group Meeting' and 'Tourism Ministers Meeting' শীর্ষক আন্তর্জাতিক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ; '21st Textech Bangladesh 2022 International Expo', '9th Asian Tourism Fair (ATF)- 2022', 'Asia Shelter Forum 2022', 'Bangladesh International Travel and Tourism Expo (BITTE)' ও Bangladesh Travel & Tourism Fair (BTTF) 2023 দেশীয় মেলায় অংশগ্রহণ; দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বিটিবি কর্তৃক পরিচালিত 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute of Tourism and Hospitality (BSMRIITH)'

আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন; ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন ও ডেস্টিনেশন ব্র্যান্ডিং; ব্রোশিওর মুদ্রণ ও বিতরণ; ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড নিবন্ধন সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

৬.১ পর্যটন খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন

আবাসন সেবা প্রদানকারী, পরিবহন কর্মী, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, দেশীয় খাদ্য পরিবেশনকারী, সংবাদ কর্মী, বিনোদন পার্কের কর্মী, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়নের ভলান্টিয়ার, কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম (সিবিটি), টুরিস্ট পুলিশসহ মোট ২৯৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১.১ ট্যুর অপারেটর প্রশিক্ষণ

ট্যুর অপারেটরগণ দেশি ও বিদেশি ট্যুরিস্টদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের ব্যাপারে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ২০২২-২৩ অর্থবছরে কক্সবাজার, পিরোজপুর, বাগেরহাট, পটুয়াখালীর (কুয়াকাটা), মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল), বরিশাল (বানারীপাড়া), রাজশাহীর ৪৪২ জন ট্যুর অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে ট্যুর আইটিনারি, ট্যুরিজম প্রোডাক্ট মার্কেটিং, কালচারাল ট্যুরিজম, ট্যুর অপারেশন ব্যবসায় পরিচালনা, পর্যটন বিষয়ক পরিভাষা, পর্যটন নিরাপত্তা, ট্যুরিজম সাপ্লাই চেইনসহ ট্যুর অপারেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুর অপারেশন ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত অভিজ্ঞ ট্যুর অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

৬.১.২ ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ

যুব কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্যুর গাইড পেশায় তরুণদের আকৃষ্ট করতে এবং পেশাদার ট্যুর গাইডদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোলা চরফ্যাশনের চর কুকরি মুকরী, মেহেরপুরের মুজিবনগর, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, বান্দরবানের আলীকদম, মৌলভীবাজার কমলগঞ্জ ও সিলেট মোট ৪২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ট্যুর গাইডিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন, পর্যটন বান্ধবকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা, বাংলাদেশের পর্যটনের সমসাময়িক বিষয় এবং পর্যটকদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যার ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণ পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

৬.১.৩ আবাসন সেবা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন আবাসন অর্থাৎ হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট ও গেস্টহাউজসহ যেকোনো ধরনের পর্যটকদের আবাসন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আবাসনকর্মীগণের জন্য ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এবং সরাসরি সেন্টমার্টিনে ও পটুয়াখালী কুয়াকাটায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে ৩৩৬ জন আবাসনকর্মীকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বর্তমান অবস্থা, নিউ নরমালে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পর্যটন উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ ও কোভিড-১৯ চলাকালীন পর্যটন সেক্টরের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এসওপি) ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

৬.১.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়ন

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষভাবে অবদান রাখতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা, পর্যটন সম্পদ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা, পর্যটনকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রচার করা কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্য। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় ভানুবিল মাঝেরগাঁও, মেহেরপুরের মুজিবনগর, বান্দরবানের থানচি এবং

খাগড়াছড়ির মোট ১৪৫জন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে হোমস্টে কার্যক্রম চালু করতে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সময় নতুন ৩৩টি পরিবারকে হোমস্টে কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামে মণিপুরী সম্প্রদায়ের কমিউনিটিতে এবং কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমে সম্পৃক্ত ০৬ (ছয়) টি বাড়িতে এবং মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের আদমপুরে মনিপুরী কমিউনিটি পর্যটন কেন্দ্রে ড্রেসিং রুম, ওয়াশ রুম ও পরিবেশবান্ধব বাঁশের বিন সহ সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে।

৬.১.৫ টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার তৈরি:

স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে টেকস্ই পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউএন ভলান্টিয়ার্স, বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় স্বেচ্ছাসেবক দল (ভলান্টিয়ার গ্রুপ) গঠন করা হয়। কক্সবাজার, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল, সেন্টমার্টিন, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর এবং জয়পুরহাট জেলায় মোট ৫০৯ জন ভলান্টিয়ারকে Volunteers for Sustainable Tourism (VST) শীর্ষক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন মূল্যায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৬.২ পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন এবং বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh'-এর প্রচার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বহি:বিশ্বে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করার জন্য 'Beautiful Bangladesh' ব্র্যান্ডনেম নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরা এবং পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশম্যাটিক পরিচিতি ও ইমেজ এর গুরত্ব অপরিসীম। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করেছেন এবং আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সুন্দর একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে বিশ্ব পরিমন্ডলে তাঁরই নামে উপস্থাপন করা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের পর্যটনকে আকর্ষণীয়ভাবে বিশ্ব পরিমন্ডলে তুলে ধরতে পর্যটন সম্পর্কিত "ব্র্যান্ডনেম" ও "আইকনিক ল্যান্ডমার্ক" চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে আহবায়ক করে একটি টেকনিকাল কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম হিসেবে 'Mujib's Bangladesh' নির্বাচনের প্রস্তাব করে। এ প্রেক্ষিতে পর্যটন বিষয়ক সকল ধরণের প্রচার প্রচারণায় বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' ব্যবহার করার জন্য একটি লোগো চূড়ান্ত করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের কান্ট্রি পর্যটন ব্র্যান্ডনেম হিসেবে 'Mujib's Bangladesh' নির্ধারণ করা হয়। 'Mujib's Bangladesh' পর্যটন ব্র্যান্ডনেম ব্যবহারের মেয়াদ আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেন। 'Mujib's Bangladesh' পর্যটন ব্র্যান্ডনেম এবং লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশকে বহিঃবিশ্বে কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটনের ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' লোগো বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরসহ পর্যটন কেন্দ্র এবং হোটেল-মোটেলগুলোতে প্রদর্শন করা হচ্ছে যা ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হবে।

৩-৯ আগস্ট ২০২২ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে "মুজিব'স বাংলাদেশ সেবা সপ্তাহ" আয়োজন করা হয়। 'Mujib's Bangladesh' পর্যটন ব্র্যান্ডনেম প্রচারের লক্ষ্যে ৮টি বিভাগে "মুজিব'স বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন" শীর্ষক সেমিনার এবং ২টি রোডশো আয়োজন করা হয়। এছাড়া অফিসার্স ক্লাব ও বিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাব ঢাকায় 'Mujib's Bangladesh' টেনিস টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। 'Mujib's Bangladesh' বিষয়ক ৩০ সেকেন্ডের একটি TVC টি ৬টি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ এর ০৫টি খেলায় খেলার ০২ মিনিট আগে T-sports চ্যানেলে ৩০ সেকেন্ডের 'Mujib's Bangladesh' ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে এবং কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরত: 'Mujib's Bangladesh' Logo-সহ পর্যটন ব্র্যান্ডিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'Mujib's Bangladesh' এর প্রচারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে TVC, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি থাইল্যান্ড, জার্মানী, চায়নাসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসের ৪-৬ মে ২০২৩ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় 'Mujib's Bangladesh' Food Festival Taste of Bangladesh এ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সে সকল ইউনিক খাবার ও আদি খাবার রয়েছে সেগুলো প্রদর্শণ করা হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২ এ অনুষ্ঠিত র‍্যালি ও সেমিনার এ 'Mujib's Bangladesh' এর Logo সম্বলিত টি-শার্ট, ক্যাপ, লিফলেট ও পোস্টার সকল জেলা ও উপজেলায় উপহার হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। 'Mujib's Bangladesh' এর Logo সম্বলিত TVC, লিফলেট ও পোস্টার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক ও সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করে তা যথাযথভাবে প্রদর্শন/প্রচারের অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল গিফট ও স্টেশনারি আইটেমে আবশ্যিক ভাবে 'Mujib's Bangladesh' এর Logo সম্বলিত করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। ২০২১-২২ এ বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' পর্যটন বিষয়ক সকল প্রচারণায় ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং জেলা ব্র্যান্ডিং এর আওতায় পর্যটন ব্র্যান্ডিংভুক্ত ৩৬টি জেলার মধ্যে ২০টি জেলার পর্যটন আকর্ষণের ওয়ান পেইজার ব্রোশিওর প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়। ২০২২-২৩ এ ১৭টি জেলার পর্যটন আকর্ষণ ও ম্যাপ সম্বলিত ১ পেজ ফোল্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.২.১ আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়ন ও 'Mujib's Bangladesh' ব্রান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে বি২বি আলোচনা আয়োজন

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণের প্রচার, ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ট্যুরিজম নেটওয়ার্ক সুদৃঢ় করণ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে পর্যটক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ মে থেকে ২৮ মে ঢাকায় মুজিব'স বাংলাদেশ ট্যুরিজম প্রমোশন অ্যান্ড বিটুবি এক্সচেঞ্জ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং অরুণাচলের) ৫২ জন, নেপালের ১২ জন, ভুটানের ১৪ জন ও শ্রীলঙ্কার ১৯ জন ট্যুর অপারেটর ও পর্যটন সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ করেন। ২৬ মে তাদেরকে ঢাকা সিটি ট্যুরে পুরানো ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, লালবাগ কেল্লা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ গুরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোসহ বিভিন্ন শপিং মল পরিদর্শন করানো হয়। ২৭ মে দিনব্যাপী ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কুয়াকাটা, কক্সবাজার, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশের ১২৫ জন স্টেকহোল্ডারদের বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো এ আয়োজনে চার দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়। বাংলাদেশী পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ৪৬টি হোটেল ও রিসোর্ট, ৪টি দেশীয় এয়ারলাইন্স, ১০টি ট্যুরিস্ট ভেসেল এবং ৬৫টি ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে নিজেদের তথ্য তুলে ধরেন। দেশের ১২০টি হোটেল, এয়ারলাইনস, ট্যুর অপারেটরদের বিভিন্ন প্যাকেজ, অফার চার দেশের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ২৭ মে বাংলাদেশে আগত বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের জন্য আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের কান্ট্রি ম্যানেজার শারুকা বিক্রমা আদিত্তিয়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা, শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার চন্দ্রসেন মুনাসিংহে, নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী এবং ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল। ২৮ মে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান হতে আগত চার দেশের প্রতিনিধিসহ ট্যুর অপারেটরগণ ডেস্টিনেশন ভিজিটের অংশ হিসেবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ১০০ ফুট বৌদ্ধ মূর্তি, রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ মন্দির, মেরিন ড্রাইভ, হিমছড়িসহ অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ স্থান ও খাবার উপভোগ করার আয়োজন করা হয়। তারা কক্সবাজারের গুরুত্বপূর্ণ হোটেল, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের সঙ্গে পরিচিত হন যাতে কক্সবাজারের ওপর ভবিষ্যৎ আইটিনারি তৈরি করতে বিদেশি ট্যুর অপারেটরদের সুবিধা হবে এবং ভবিষ্যতে ওই দেশগুলো থেকে পর্যটক নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

'Mujib's Bangladesh' ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে বি২বি আলোচনা অনুষ্ঠান

৬.২.২ পর্যটন উন্নয়ন ও Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে রোডশো আয়োজন

২০২২-২৩ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রোডশো এর আয়োজন করা হয়।। রোডশোতে বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। একই সাথে স্টেকহোল্ডার কানেক্টিভিটি নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভারতে নয়াদিল্লীতে South Asian Travel and Tourism Expo (SATTE) মেলায় এবং ০৮ মার্চ ২০২৩ জার্মানির বার্লিনে ITB Berlin মেলায় রোডশো আয়োজন করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভারতের নয়াদিল্লীতে SATTE মেলায় রোডশো

৬.২.৩ Mujib's Bangladesh পর্যটন ব্র্যান্ডনেম প্রচারের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে সেমিনার আয়োজন

'Mujib's Bangladesh' পর্যটন ব্র্যান্ডনেম প্রচারের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সহায়তায় মোট ৮টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সেমিনার/কর্মশালাসমূহে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, বিভাগীয় সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পর্যটন বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বন বিভাগের কর্মকর্তা, ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/ শিক্ষাবিদ/ শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

৬.২.৪ Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে ফেস্টিভ্যাল আয়োজন

৬.২.৪.১ ক্ষুদ্র- নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল ফেস্টিভ্যাল আয়োজন

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুরে ৮ নভেম্বর ২০২২ মনিপুরী মীতৈ সম্প্রদায়ের প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব ঐতিহ্যবাহী ৩৭তম মহারাস উৎসব মহারাসলীলার বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড মহারাস উদযাপন কমিটির সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। মনিপুরী কালচারাল কমপ্লেক্স, আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার এ অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী মহারাস-২০২২ এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সহযোগিতা প্রদান ও পর্যটন ব্র্যান্ডিং করা হয়। রাসোৎসব উদযাপন পরিষদের সহউদ্যোগে আদমপুর মণিপুরি কালচারাল কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে মীতৈ মণিপুরী সম্প্রদায়ের রাস উৎসবের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মণিপুরি রাসোৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে রাস মেলাকে ঘিরে সম্প্রদায়-ভিত্তিক পর্যটন ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে। মণিপুরী মীতৈ সম্প্রদায়ের এ বৃহত্তম উৎসবে জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দসহ দেশী-বিদেশী পর্যটকের ঢল নামে। মৌলভীবাজার, দিনাজপুর এবং কুয়াকাটার অংশগুলি প্রতি বছর বাংলা ক্যালেন্ডারে কার্তিক মাসের পূর্ণিমার সময় রাস উৎসবে দেশীয় দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে পর্যটন রাজস্ব আয় হয়।

৬.২.৪.২ "মুজিব'স বাংলাদেশ" ফুড ফেস্টিভ্যাল "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" আয়োজন

দেশের ০৮ বিভাগের ৬৪টি জেলার বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের সাথে দেশী ও বিদেশী ভোজন রসিকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া ও "মুজিব'স বাংলাদেশ" পর্যটন ব্রান্ডনেম প্রচারের লক্ষ্যে ৪-৬ মে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ঢাকার বনানীর কামাল আতাতুর্ক পার্কে স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশনের সাথে যৌথভাবে "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" আয়োজন করা হয়। মেলার সাইড ইভেন্ট হিসেবে শাহী খাদক, ফুড Vlogging, ফুড ফটো কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়। মেলার আকর্ষণ হিসেবে আরও ছিল বিখ্যাত বাউল কুদ্দুস বয়াতির, নানা-নাতি, গম্ভীরা, কাওয়ালি, লালন সংগীতসহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। বর্তমান বিশ্বে ভ্রমণ পিপাসুদের নিকট গ্যাস্ট্রোনমি ট্যুরিজম একটি অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী খাবারের বৈচিত্র্যময় সমাহার যা এদেশে আগত বৈদেশিক পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয়। আবহমান বাংলার স্বাদ ও রসনা নিয়ে সারা বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের খাবার নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশন লিমিটেডের পরিচালনায় বর্ণিল এ খাবারের উৎসব আয়োজিত হয়। ৪-৬ মে ২০২৩ ঢাকায় 'Mujib's Bangladesh Food Festival Taste of Bangladesh' এ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সকল ইউনিক খাবার ও আদি খাবার রয়েছে সেগুলো প্রদর্শণ করা হয়। দেশী ও বিদেশী ভোজন রসিকদের সাথে এ দেশের বিখ্যাত খাবারের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। উৎসবে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি দূতাবাস, মিশন ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থার কূটনৈতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। একইসাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কারুপণ্যের প্রদর্শণ করা হয়। দেশি বিদেশি নাগরিকসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও এখানে অংশগ্রহণ করেন। জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে 'Mujib's Bangladesh' ব্যান্ডনেমটিও প্রচার হয়।

৪ মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে এ মেলার উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত সব খাবারগুলো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থান পাবে এক প্লাটফর্মে। বর্তমান প্রজন্ম ও বিশ্বের কাছে বাঙালি খাদ্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটবে এই আয়োজনের মাধ্যমে। তাছাড়া বাঙালি খাদ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণেও এই আয়োজন ভূমিকা রাখবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের ও স্পন্সর প্রতিষ্ঠান স্পেলবাউন্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মাদ সাদিকুল আরেফিন। ৪৩টি স্টলের মাধ্যমে ৩৯টি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছে। ফেস্টিভ্যালে অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত খাবার যেমন খুলনার বিখ্যাত চুই ঝালের মাংস, চট্টগ্রামের মেজবান, ঢাকার বিখ্যাত হাজীর বিরিয়ানি, বিউটির লাচ্ছি, বাকরখানি, নান্নার বিরিয়ানি, বিসমিল্লাহর চাপ, মোস্তাকিমের চাপ, বোবার বিরিয়ানি, বরিশালের গুটিয়ার সন্দেশ, বগুড়ার দই, কুমিল্লার মাতৃভান্ডারের রসমালাই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাগেরহাটের চিংড়িও সুন্দরবনের মধু, যশোরের জামতলার সাদেক গোল্লা, মৌলভীবাজারের মনিপুরী খাবার,

কক্সবাজারের সী ফুড, খাগড়াছড়ির বিখ্যাত ব্যাম্বো চিকেন, বান্দরবানের মারমা ফুড, উত্তরবঙ্গের প্যালকা, পিরোজপুরের সন্ধ্যা নদীর ইলিশ, সিলেটের পানসী রেস্টুরেন্টের আখনী বিরিয়ানি, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার মন্ডা, শেরপুরের তুলসিমালা চালের পায়েশ, হরেক রকমের জুস, ফুসকা ও আগুনপান স্থান পায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিখ্যাত চেইন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা, প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও, শেরাটন ঢাকা, হোটেল ওয়েস্টিন ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন তাদের বিখ্যাত বাংলাদেশি খাবার এ আয়োজনে উপস্থাপন করে। ৬ মে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত গম্ভীরা ও কুষ্টিয়ার লালন শিল্পীদের নিয়ে বাউল গানের আসর বসে। দ্বিতীয় দিন জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী কুদ্দুস বয়াতির বাউল সঙ্গীত উপস্থাপনা করা হয়। তৃতীয় দিনে ছিল চট্টগ্রামের বিখ্যাত কাওয়ালি গানের আয়োজন। এছাড়া প্রতিদিন পুঁথিপাঠের আসর বসানো হয়।

বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ফুড ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের গ্যাস্ট্রোনমি ট্যুরিজম'কে বিশ্বের দরবারে প্রচার, বাংলাদেশের রসনা ও বিখ্যাত খাবারসমূহ একটি প্লাটফর্মে আনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর অন্যতম এজেন্ডা ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং বর্তমান প্রজন্ম ও বিশ্বের কাছে বাঙালি খাদ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরা "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে এই আয়োজন বিদেশের বিভিন্ন গন্তব্যেও করা হবে। মেলার সাইড ইভেন্ট হিসেবে শাহী খাদক, ফুড ব্লগিং, ফুড ফটো কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়। ০৩ মে এ বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন) মনোজ কুমার রায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের, স্পেলবাউন্ট কমিনিউকেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোঃ সাদেকুল আরেফিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 'টেস্ট অফ বাংলাদেশ' এ অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী খাদ্য পরিবেশকদের নিয়ে ১৮ মে ২০২৩ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণমূলক একটি ফলোআপ সভা আয়োজন করা হয়।

"মুজিব'স বাংলাদেশ" ফুড ফেস্টিভ্যাল "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" উদ্বোধন

৬.২.৫ Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে দূতাবাস ও হাইকমিশনের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন

Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে ২৫ জুন ২০২৩ সন্ধ্যা ০৭.০০ টায় ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার মহাদেশের দেশগুলোর দূতাবাস ও হাইকমিশনের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। ২৬ জুন ২০২৩ সকাল ১০.০০ টায় এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর দূতাবাস ও হাইকমিশনের সাথে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়।

৬.২.৬ পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নির্মাণ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর বিভিন্ন রকম Documentary এবং TVC নির্মাণ করে থাকে যা সকল রকম দেশি-বিদেশি পর্যটন মেলা, অনলাইন প্লাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নির্মিত Documentary এবং TVC-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ৫ (পাঁচ)টি বিষয়ে TVC নির্মাণের জন্য Matra Syed Plus এর সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড চুক্তিবদ্ধ হয়। উন্নত প্রযুক্তির 8k ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে ০৫ (পাঁচ) টি টেলিভিশন কমার্শিয়াল যথাক্রমে ১. Agro tourism, ২. Adventure tourism, ৩. Religious tourism, ৪. Wild life tourism, ৫. Mice tourism প্রস্তুত সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬.২.৭ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্নরুপ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করেঃ

১. ৩১ আগস্ট-৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ CEMS Global USA in association with CEMS Bangladesh Gi উদ্যোগে ইন্টার ন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, ঢাকায় আয়োজিত '21st Textech Bangladesh ২০২২ International Expo' মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

২. বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে ০৩ অক্টোবর ২০২২ জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার' এর উদ্যোগে কক্সবাজার সৈকতের লাবণী পয়েন্ট এ আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

৩. ২৯ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০২২ Asian Tourism Fair organizing committee এর উদ্যোগে ইন্টার ন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, ঢাকায় আয়োজিত 9th Asian Tourism Fair (ATF)-২০২২ মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

৪. ০৭-০৯ নভেম্বর ২০২২ সময়ে যুক্তরাজ্যে লন্ডনে অনুষ্ঠিত World Travel Market (WTM) আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

৫. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ও নেতৃত্বে ২৮-২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় "Asia Shelter Forum (ASF) ২০২২" শীর্ষক বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ৩০০ জনের অধিক কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। Caritas Bangladesh বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাও হোটেলের বলরূমে ৮ ফুট দৈর্ঘের একটি প্যাভিলিয়ন প্রদান করে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আগত দেশি বিদেশী কূটনৈতিকসহ সকলের কাছে বাংলাদেশের ট্যুরিজমকে ভিডিও ও প্রচার সামগ্রীর সমন্বয়ে প্রচার করে।

৬. ০১-০৩ ডিসেম্বর ২০২২ Association of Travel Agents of Bangladesh (ATAB) কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ইন্টার ন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার, ঢাকায় আয়োজিত Bangladesh International Travel and Tourism Expo (BITTE) মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

৭. ০২-০৪ মার্চ ২০২৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF) মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

Bangladesh International Travel and Tourism Expo (BITTE) মেলায় অংশগ্রহণ

মেলায় সার্বক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রতিনিধিগণ প্যাভিলিয়নে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করেন। প্যাভিলিয়নে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীদের মাঝে পর্যটন প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণের উপর নির্মিত টিভিসি প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট, ব্রোশিওর ও প্রকাশনাসমূহ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম "Mujib's Bangladesh" এর প্রচারে একটি কাটআউট প্যাভিলিয়নের সামনে স্থাপন করা হয় এবং লোগো সম্বলিত উপহার মেলায় আগত অতিথিগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মেলায় প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয় এবং তারা আগ্রহের সঙ্গে পর্যটন সম্পর্কিত লিফলেট ও ব্রশিউর গ্রহণ করেন।

৬.২.৮ Mujib's Bangladesh ব্র্যান্ডনেমের প্রচারের লক্ষ্যে টেলিভিশনে পর্যটন প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন

বাংলাদেশের পর্যটন ব্র্যান্ডনেম "মুজিব'স বাংলাদেশ" এর প্রচারে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান - "বিটিভি সংলাপ", প্রতিপাদ্যঃ বিদেশী পর্যটক টানতে পারছে না বাংলাদেশ: কেন? (লিঙ্কঃ https://youtu.be/HRMxKrjPhNA) টিভি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ Ekhon TV তে নিমন্ত্রণঃ আপনার সঙ্গে (লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=8QF2FKYrc3A) এবং ০১ অক্টোবর ২০২২ এটিএন বাংলা চ্যানেলে পর্যটন শিল্পঃ উন্নয়নে বাংলাদেশ (লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=tF9NfFyk3Mc) টিভি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

৬.৩ টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.৩.১ গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন

২০২০ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন এবং ২০২১ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে পর্যটনের ওপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ৪৫টি উপজেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সরাসরি এবং ভার্চুয়াল ফ্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে কর্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী ও পর্যটন অংশীজনসহ ৮০ হতে ১০০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজিনীতিবিদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা, তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিত ও প্রস্তুত ও বিপণন করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪৫টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

৬.৩.২ পর্যটন আকর্ষণের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় অংশীজনদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা মূলক সভা আয়োজন

একটি এলাকায় পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। পর্যটনের পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করার লক্ষ্যে ০৪টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ উপজেলা প্রশাসন টেকনাফের সহায়তায় সেন্টমার্টিনের পর্যটন ৪৩ জন অংশীজনের সমন্বয়ে "পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে ইকো ট্যুরিজম" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ০২ মার্চ ২০২৩ অনলাইনে ৩৫ জন ট্যুরিস্ট পুলিশ অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে 'পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ পর্যটনে ট্যুরিস্ট পুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ০৭ মার্চ ২০২৩ কক্সবাজারের ৮০জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে 'পর্যটন আকর্ষণের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা' বিষয়ক এবং ১৭ মার্চ ২০২৩ সেন্টমার্টিনের ৮০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে 'পরিবেশ সংরক্ষণে পর্যটনের ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ২৫মে ২০২৩ অনলাইনে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কুকরী-মুকরীর ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে 'পর্যটন আকর্ষণের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় অংশীজন সমন্বয়ে জনসচেতনতামূলক' কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

৬.৩.৩ নারীবান্ধব পর্যটন উন্নয়নে কর্মশালা আয়োজন

পর্যটন স্পটগুলোকে আরও বেশি নারীবান্ধব করতে, পর্যটন খাতের সেবাগুলোয় বেশি সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং নারীর জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পর্যটন সেবার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করার লক্ষ্যে ০৪টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ৭-৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ CIRDAP ক্যাম্পাসের হলরুমে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে "Training Program on Gender Mainstreaming in the Tourism Sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হয়। Travelettes of Bangladesh ভ্রমণকন্যা, ওয়ান্ডার ওম্যান, অভিযাত্রিকসহ বিভিন্ন ট্যুর অপারেটরগণ, সাংবাদিক, পর্যটন সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১০ অক্টোবর, ২৪ নভেম্বর, ২৯ নভেম্বর ২০২২ ও ১২ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে 'নারীবান্ধব পর্যটন উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে নারী ট্যুর অপারেটরগণসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর থেকে আগত নারী প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৬.৪ পর্যটন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত

৬.৪.১ ট্যুর অপারেটর অনলাইন নিবন্ধন ও ট্যুর গাইড অনলাইন নিবন্ধন সফটওয়্যার প্রস্তুত

বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ এ ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে 'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ট্যুর অপারেটর অনলাইন নিবন্ধন সফটওয়্যার এবং ট্যুর গাইড অনলাইন নিবন্ধন সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৪.২ স্টেকহোল্ডার ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের আওতায় দেশের বিভিন্ন ট্যুরিজম গন্তব্য ভিত্তিক ট্যুরিজম স্টেকহোল্ডারদের ডাটা সংগ্রহপূর্বক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে চারটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

১. হোটেল, মোটেল ও রিসোর্ট এর ডাটাবেজ সফটওয়্যার
২. রেস্টুরেন্ট এর ডাটাবেজ সফটওয়্যার
৩. এমিউজমেন্ট পার্কের ডাটাবেজ সফটওয়্যার
৪. পর্যটন পরিবহন এর ডাটাবেজ সফটওয়্যার

৬.৫ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গবেষণা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন

৬.৫.১ বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বল্প মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (অ্যাকশান প্ল্যান) প্রণয়ন

পর্যটনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক জাতীয় পর্যটন পরিষদ এর ৩য় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড'কে বাংলাদেশের জন্য একটি পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিটিবি পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন করে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন পরামর্শক সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমাগত বিদেশী পর্যটক আসার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০৪১ সালে বার্ষিক ৫.৫৮ মিলিয়ন বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশে আসবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইসময় এ খাতে ২১৯৮ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তাছাড়াও ২০৪১ সালে পর্যটন খাত জিডিপিতে ১০% অবদান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যটন মহাপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের পর্যটনের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ২০২৪-২০৪১ পর্যন্ত বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রদান করে। পর্যটন মহাপরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সমগ্র বাংলাদেশের পর্যটনের অবস্থা বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। পর্যটন মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশের পর্যটনের আঞ্চলিক ও কাঠামোগত পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশটিকে আটটি পর্যটন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছেঃ বরিশাল অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, ঢাকা অঞ্চল, চট্টগ্রাম অঞ্চল, রংপুর অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল, ময়মনসিংহ অঞ্চল, এবং সিলেট অঞ্চল। সারা বাংলাদেশে ১৪৯৮টি পর্যটন সম্পদ, ৫৩টি ক্লাস্টার এবং ২১টি অগ্রাধিকারের ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্লাস্টারগুলির মধ্যে বরিশালের কুয়াকাটা, ঢাকার গোপালগঞ্জ এবং খুলনার সুন্দরবনকে পর্যটনের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনার কথা বিবেচনা নিয়ে আইকনিক ক্লাস্টার হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়াও অগ্রাধিকার ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য ২২৭টি প্রকল্প এবং ১০টি ITRZ/ETZ অঞ্চলে ১০টি অগ্রাধিকার প্রকল্প সুপারিশ করা হয়েছে।

৬.৫.২ 'সুনীল পর্যটন: বাংলাদেশে টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পর্যটনের বিকাশ' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা

বিটিবি ও ইউএনডিপি এর যৌথ উদ্যোগে 'সুনীল পর্যটন: বাংলাদেশে টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পর্যটনের বিকাশ' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষনা প্রতিবেদনে পর্যটন গন্তব্যগুলোর আধুনিকায়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দারকরণ, জীববৈচিত্র সুরক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্মার্ট ট্যুরিজমের বিকাশ, পর্যটন আকর্ষণের উন্নয়ন ও প্রচার, ট্যুরিজম ডাটা ম্যানেজমেন্ট, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, পর্যটন সেবাকর্মীদের আচরণগত উৎকর্ষসাধন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়েছে।

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, ৬ নভেম্বর ২০২২, ০১ মার্চ ২০২৩ ও ১৫ মে ২০২৩ ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। আলোচক হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোছা: হাজেরা খাতুন ও জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনলাইনে/সরাসরি সভা আয়োজনে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিভিন্ন জেলায় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটকগণের জন্য মৌলিক সুবিধাদি উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং পর্যটন স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এপিএ ও শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ

২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের (অতিরিক্ত সচিব), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুরস্কার লাভ করেন।

৮। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার আওতায় উদ্ভাবনী আইডিয়া হিসেবে কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রোমোশনাল ম্যাটেরিয়াল রিকুইজিশন আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে চালু করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পর্যটন শিল্পের উপযোগী একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। রাজশাহী ও পিরোজপুরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন ধারণা যেমনঃ সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমাত্রা, বিগডাটা, ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তি, ক্লাউড, রোবোটিক্স ইত্যাদি বিষয়ে ট্যুরিজম স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়। পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত ও চালুকৃত আইডিয়াসমূহের ডাটাবেজে সেবা সহজীকরণ, উদ্ভাবনী ধারনা ও ডিজিটাল সেবার আইডিয়াসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্য বাতায়নের হেডার মেন্যু, সেবাবক্সসহ অন্যান্য অংশ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ০৩ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আবশ্যিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, ঢাকা ইপিজেড, সাভার, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত Vehicle Management System (VMS) পরিদর্শন করা হয়।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

'সিটিজেন চার্টার' সেবা বক্সে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিটিজেন চার্টার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে আপলোড করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি হালনাগাদ করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণের নিমিত্ত ২টি অবহিতকরণ সভা (জুম মিটিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব তাহমিনা ইয়াসমিন ও ২১ মে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সেবা বক্স ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সেবা বক্সে অভিযোগ নিস্পন্ন কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবি, ই-মেইল ও কার্যপরিধি আপলোড করা হয়েছে। সর্বশেষ ৪র্থ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের আপীল কর্মকর্তা হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব নূর্সিয়া কমল এবং অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) হিসেবে উপপরিচালক জনাব রাহনুমা সালাম খান (উপসচিব) এর নাম ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত

দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। ১৬ জানুয়ারি আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব তাহমিনা ইয়াসমিন ও ১৭ জুন আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান। 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে' কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার ও সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা ২০১০, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর উপর ৩টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ৩টি অবহিতকরণ সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। ১৫ মার্চ ২০২৩ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব এ.এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২। সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১২.১ 'মুজিব'স বাংলাদেশ'ঃ কক্সবাজার কার্নিভাল'

"সকলের জন্য পর্যটন, এই স্লোগানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পর্যটনবান্ধব পরিবেশ তৈরী করার নিমিত্তে কক্সবাজারে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও এ্যানি মোমেন্টস ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম এর যৌথ উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন কক্সবাজারের সার্বিক সহযোগিতায় ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার সী বীচে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ কক্সবাজার কার্নিভাল' আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য Amputee ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। কার্নিভালটির উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ কক্সবাজার কার্নিভাল' উপলক্ষে কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমীন স্টেডিয়ামে ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে আম্পুটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের ০৮টি জেলার প্রতিবন্ধী টিম অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য সমুদ্র সৈকতে রাস্তা এবং টয়লেটের সুব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবন্ধীদের ম্যারাথন, ক্রিকেট উৎসব, সাইকেল র‍্যালিসহ নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, ভিডিও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে পর্যটনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোকসংগীত ও কনসার্ট, ঘুড়ি ওড়ানো, ফানুস ওড়ানো এবং যোগ ব্যায়াম ও মেডিটেশনের মতো আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ম্যারাথন, সাইকেল র‍্যালী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের, ভিডিও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে পর্যটনে সরকারের ও সেইসাথে বিটিবি'র গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়। কার্নিভালের মূল থিম ছিল "সকলের জন্য পর্যটন" এবং স্লোগান- "সাগরের ঢেউ সবার জন্য"। এ উপলক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'Meet the press: Tourism for all' শীর্ষক প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করা হয়।

১২.২ মুজিব'স বাংলাদেশঃ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২২

বিভিন্ন খেলার আয়োজন এবং ক্রীড়া ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রীড়া পর্যটন বিকাশের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করছে। 'Mujib's Bangladesh' পর্যটন কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম এর ব্যাপক প্রচার এবং ক্রীড়া পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে ১৭-২২ নভেম্বর ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং অফিসার্স ক্লাব ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে অফিসার্স ক্লাবের আধুনিক টেনিস গ্রাউন্ডে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২২' আয়োজন করা হয়। ১৭ নভেম্বর, বিকাল ৪:০০ টায় অফিসার্স ক্লাব ঢাকা এর টেনিস স্টেডিয়ামে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২২' উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সরকারের সিনিয়র সচিব শেখ ইউসুফ হারুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উদ্দিন। 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২২' আয়োজনে সমগ্র বাংলাদেশের অনেকগুলো জেলা থেকে মোট ৩৮ টি দল অংশগ্রহণ করে। এ আয়োজনে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় খেলোয়ারসহ স্বনামধন্য খেলোয়ারগণের সম্মিলন হয়। ২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ টুর্নামেন্টটির সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জনাব মাহবুব আলী, এমপি।

"মুজিব'স বাংলাদেশ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২২"

১২.৩ বিভিন্ন দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বিটিবি'র গৃহিত কার্যক্রমঃ

১২.৩.১ বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ আয়োজন

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে UNWTO কর্তৃক ঘোষিত প্রতিপাদ্য বিষয় Rethinking Tourism যার বাংলা ভাবার্থ 'পর্যটনে নতুন ভাবনা' নির্ধারণ করা হয়। উক্ত দিবসকে জাকজমকভাবে উদযাপনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে এর মধ্যে প্রেস ব্রিফিং, সাইকেল র‍্যালি, একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, রিকশা র‍্যালি, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ই-নিউজ লেটার প্রচার, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টিভিসি প্রচার ও অনুষ্ঠান আয়োজন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে টিভিসি প্রচার, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারে বিদেশীদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে টি-শার্ট ও ক্যাপ, পোস্টার ও

স্মরণিকা প্রেরণ, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টকশো আয়োজন, বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান আয়োজন, বিভিন্ন হোটেলসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজন, এসএমএস ব্লাস্ট, ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, পর্যটন ভবন ব্রান্ডিং ও সুসজ্জিতকরণ, পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়, মেহেরপুরের মুজিবনগরে, কক্সবাজারে এবং সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি গ্রহণ ও সিলেটের কমলগঞ্জের ভানুবিলে বর্ণাঢ্য র‍্যালী আয়োজন উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালি, পর্যটন দিবসের র‍্যালি, রিকশা র‍্যালিসহ বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পর্যটন দিবসের টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বিমান যাত্রীদের জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফটো কম্পিটিশনে প্রাপ্ত সেরা ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা সভার ভেন্যুতে শোকেসিং করা হয়। উদ্বোধনী আলোচনা সভা শেষে সারাদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের তোলা ছবি নিয়ে প্রতিযোগীদের বিজয়ীদের মাঝে তিন ফটোগ্রাফারকে পুরস্কার তুলে দেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী,এমপি। উদ্বোধনী সভার আগে ফটো কম্পিটিশন ২০২২ এ সেরা ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা সভার ভেন্যুতে শোকেসিং উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী আলোচনা সভার পরে পর্যটনে ০৫টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের অংশীজনদের নিয়ে পর পর ০৫টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে UNWTO কর্তৃক ঘোষিত এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হল Rethinking Tourism যার বাংলা ভাবার্থ 'পর্যটনে নতুন ভাবনা'। উক্ত দিবসকে জাকজমকভাবে উদযাপনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেঃ

১২.৩.২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজনঃ

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনসহ পর্যটন সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উপস্থিতিতে পর্যটন ভবন চত্বরে সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। বেলুন উড়ানো ও ফিতা কাটার মাধ্যমে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি উক্ত শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ট্যুরিস্ট পুলিশের মটর বহর, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, পালকি, ব্যান্ড পার্টিসহ বাউলদের উপস্থিতি উক্ত শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করে ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

১২.৩.৩ বিশ্ব পর্যটন দিবসের উদ্বোধনী আলোচনা সভা আয়োজন:

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পর্যটন ভবনে (শৈলপ্রপাত, লেভেল-২) উদ্বোধনী আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন) জনাব মোঃ অলিউল্লাহ, এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের ট্যুরিজম নিয়ে ইতিবাচক সংবাদ প্রচার এবং লেখালেখির অনুরোধ করেন তিনি। গেস্ট অব অনার হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব র,আ,ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি এবং সভাপতি হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব আলী কদর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দেব, ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রধান ডিআইজি জনাব ইলিয়াস শরীফ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব রেজাউল করিম এবং ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) সভাপতি শিপলুল আজম কোরেশী, বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের পরামর্শক প্রতিনিধি প্রমুখ।

বিশ্ব পর্যটন দিবসের উদ্বোধনী আলোচনা সভা

ফটো কম্পিটিশন ২০২২ এ প্রাপ্ত সেরা ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা সভার ভেন্যুতে শোকেসিং করা হয়। আলোচনা সভা শেষে সারাদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের তোলা ছবি নিয়ে প্রতিযোগীদের বিজয়ীদের মাঝে তিন জন ফটোগ্রাফারকে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী,এমপি। বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালি, পর্যটন দিবসের র‍্যালি, রিকশা র‍্যালিসহ বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পর্যটন দিবসের টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বিমান যাত্রীদের জন্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

১২.৩.৪ পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাতে পর্যটন অংশীজনদের সেমিনার আয়োজন:

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে উদ্বোধনী আলোচনা সভার পরে পর্যটনে ০৫টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের অংশীজনদের নিয়ে পর পর ০৫টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য Rethinking Tourism যার বাংলা ভাবার্থ 'পর্যটনে নতুন ভাবনা'কে কেন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ে ০৫টি পৃথক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারগুলো হল: বিনোদন পার্ক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত "পর্যটনে নতুন ভাবনা: বাংলাদেশের বিনোদন পার্ক"

শীর্ষক; বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশদের নিয়ে আয়োজিত "পর্যটন গন্তব্যে নিরাপত্তা ঝুঁকি- পুলিশের করণীয়" শীর্ষক; জল, স্থল ও আকাশপথে পর্যটক পরিবহন সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত "পর্যটনে নতুন ভাবনা- প্রেক্ষিত বাংলাদেশে পর্যটক পরিবহন" শীর্ষক; বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, ট্যুরিজম এন্ড রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ, দি পার্ল বীচ রিসোর্ট এন্ড স্পা ও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হোটেল অ্যাসোসিয়েশন সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত "পর্যটনে নতুন ভাবনা- প্রেক্ষিত বাংলাদেশের পর্যটনে আবাসন ও খাদ্য" শীর্ষক এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ, ট্যুরিজম ডেভেলপারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বিডি ইনবাউন্ড, বাংলাদেশ আউটবাউন্ড ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত "পর্যটনে নতুন ভাবনা- টেকসই উন্নয়ন ও সংকট উত্তরণে পর্যটন" শীর্ষক সেমিনার।

১২.৩.৫ জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন

১৫ আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক কালোব্যাজ ধারণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের আগারগাঁওস্থ অফিস পর্যটন ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও ২টি শোক ব্যানার স্থাপন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল সোস্যাল মিডিয়ায় ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে নির্মিত এনিমেটেড ভিডিও প্রচার করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। মুজিব'স বাংলাদেশ এবং ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দুইটি ভিডিও নির্মাণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পুস্পস্তবক অর্পণ

১২.৩.৬ শেখ রাসেল দিবস ২০২২

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বঙ্গবন্ধু কর্ণারে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ১৮ অক্টোবর ২০২২ "শেখ রাসেল দিবস ২০২২" যথাযথ মর্যাদায় সফলভাবে উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল সোস্যাল মিডিয়ায় ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে শেখ রাসেল এর জীবনীভিত্তিক ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রচার করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute of Tourism and Hospitality (BSMRIITH)' এ ৩০টি কম্পিউটারসহ প্রস্তুতকৃত 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে শেখ রাসেল এর জীবনীভিত্তিক আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

১২.৩.৭ মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ মহান বিজয় দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল সোস্যাল মিডিয়াতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পর্যটন আকর্ষণ নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে যৌথভাবে আগারগাঁওস্থ পর্যটন ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়। অনলাইনে গুগল অ্যাপস এর মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজয় দিবস উদযাপনের ছবি শেয়ার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিশেষ ই-নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়। পর্যটন ভবনসহ সড়কের পাশে ও আইল্যান্ডে ব্র্যান্ডিং করা হয়।

১২.৩.৮ ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন

২৫শে মার্চ ২০২৩ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যালয়ে রাত ৯.০০ হতে ৯.০১ পর্যন্ত প্রতীকী ব্লাক আউট করা হয়। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে একটি ভিডিও ক্লিপ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল সোস্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত কিয়স্কসমূহে প্রচার করা হয়।

১২.৩.৯ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

০৮ আগস্ট, ২০২২ তারিখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে জীবনীভিত্তিক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

১২.৩.১০ ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বিটিবি'র বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দোয়া আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাথে যৌথভাবে পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সকল সোস্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যালয় ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনী লাউঞ্জের সম্মুখভাগে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত কিয়স্কসমূহে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে নির্মিত এনিমেশন ভিডিও এবং বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়।

১২.৩.১১ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিটিবি'র বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাথে যৌথভাবে পর্যটন ভবন আলোকসজ্জাকরণ, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নির্মিত ডকুমেন্টারি সকল সোস্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যালয় ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনী লাউঞ্জের সম্মুখভাগে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত কিয়স্কসমূহে প্রচার করা হয়। বিটিবি'র সম্মেলন কক্ষে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক রাহনুমা সালাম খান ও মোহাম্মাদ সাইফুল হাসান যথাক্রমে আলোচনা ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন।

১২.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন ও পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন

১২.৪.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ৬ (সেন্টমার্টিন দ্বীপকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পর্যটকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে বীচের পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ইউএন ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ এর কারিগরি সহায়তায় সেন্ট মার্টিনে অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক পর্যটকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে বীচের পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা সংরক্ষণে ভলান্টিয়ারগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটকদের মৌলিক সুবিধা প্রদানের জন্য ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বান্ধব উপাদান দিয়ে মডেল ইকো-কটেজ ও Waste Management Coordination Center স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Waste Management Coordination Center এর মাধ্যমে বীচ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.৪.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ৯ (খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের গোলখালীতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন) ও সিদ্ধান্ত নং ৫ (সুন্দরবনে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যটন বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের গোলখালীস্থ পর্যটন কেন্দ্রটিতে সুদৃশ্য ওয়াক-ওয়ে, কটেজ সদৃশ ছোট ছোট ঘর ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, ট্যুরিস্টদের সুন্দরবনে যাতায়তের নিমিত্ত নৌকার ব্যবস্থা, পিকনিক করার জন্য ব্যবস্থা ও কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম গড়ে তোলার জন্য জেলা প্রশাসক খুলনার নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭,৫০,০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রেরণ করা হয়েছে। ওয়াকওয়ে ও কাঠের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের জন্য ১৬ আগস্ট ২০২২ জেলা প্রশাসক, খুলনা এর নিকট ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা প্রেরণ করা হয়। ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে কাজ শুরু করা হবে।

১২.৪.৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ৮ (টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে এলাকাটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় পাইকেরডাঙ্গা নামক স্থানে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উদ্যানকে "বঙ্গবন্ধু উদ্যান" নামে পর্যটন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু উদ্যান" প্রকল্পে কটেজ নির্মাণ, পার্কিং এরিয়া, পিকনিক স্পট, ওয়াশব্লক, উদ্যানের ভিতর ওয়াকওয়ে, খেলার মাঠ প্রস্তুত ইত্যাদির জন্য জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জের নিকট প্রথম পর্যায়ে ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ৪০,০০,০০০/- (চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হয়। উক্ত অর্থে বঙ্গবন্ধু উদ্যান প্রকল্পে উদ্যানের ভিতর ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ২ ফুট উচ্চতা ও ৬ ফুট প্রস্থের ওয়াকওয়ে এবং ৮টি গোল ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ১৬ আগস্ট ২০২২ তারিখ জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর নিকট ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

১২.৪.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ৯ (চট্টগ্রাম জেলার মীরেরশ্বরাই উপজেলায় মহামায়া সেচ প্রকল্প এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার মীরেরশ্বরাই উপজেলায় মহামায়া সেচ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে মহামায়া সেচ প্রকল্প এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র

গড়ে তোলার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তবে প্রশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় কাজটি বন্ধ রেখে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

১২.৪.৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ১১ (ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কুকরী-মুকরীতে পর্যটন কেন্দ্র এবং মনপুরায় বঙ্গবন্ধু চিন্তানিবাস পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চর কুকরী-মুকরীতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, ভোলার নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৬,৭৭,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকা প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনায় উপকূলীয় জেলাসমূহের জন্য পৃথক রিজিওনাল প্লান, স্থাপত্য পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় পর্যটন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১২.৪.৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ১৩ (টাংগুয়ার হাওড়ের পাহাড়ের পাদদেশে জিওবি অর্থায়নে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার টাংগুয়ার হাওড়ের নিকটবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ৮১,১৯,৭৪৮.০০ (একাশি লক্ষ উনিশ হাজার সাতশত আটচল্লিশ) টাকার প্রাক্কলন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে প্রেরণ করেন। উক্ত টাকা দ্বারা টেকেরঘাটস্থ নিলাদ্রী লেক-এ পর্যটন উন্নয়নের জন্য মূল রাস্তা থেকে ০.৪৭৩ কি:মি: সড়ক, পাহাড়ে উঠার জন্য ০৩টি সিড়ি, ১০টি ছাতা, ১২টি বেঞ্চ নির্মাণ এবং ৬৫টি ওয়াটের ১০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হবে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১০টি স্ট্রীট সোলার লাইট ও সিড়ি নির্মাণের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮০%। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'কে ২য় কিস্তিতে ৪১,৮০,০০০/- (এক চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার মাত্র) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৪.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ১৪ (কুয়াকাটাকে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীতকরণ) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কুয়াকাটা ট্যুরিজম পার্ক মেরামত ও সংস্কার এবং ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ১৫ জুন ২০২২ তারিখ জেলা প্রশাসক পটুয়াখালীকে ১২,৪০,০০০/- (বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়। ট্যুরিজম পার্ক মেরামত ও সংস্কার এবং ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কুয়াকাটার মিশ্রিপাড়া সীমা বৌদ্ধ বিহারকে নান্দনিক স্পট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীকে ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। এ অর্থে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কুয়াকাটায় পর্যটকদের সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রদানকারী নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। সাগরকন্যা খ্যাত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশবান্ধব পর্যটন অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনায় কুয়াকাটাকে আইকনিক ক্লাস্টার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনায় উপকূলীয় জেলাসমূহের জন্য পৃথক রিজিওনাল প্লান, স্থাপত্য পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার পর্যটন উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম বিভিন্ন গ্রহণ করা হবে।

১২.৪.৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত নং ১৫ ও ১৬ (রাঙ্গাবালী উপজেলার "সোনারচর" কে বৈদেশিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং কুয়াকাটা, তালতলী ও পাথরঘাটা উপজেলার সমন্বয়ে পর্যটন জোন স্থাপন) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এবং কুয়াকাটা, তালতলী ও পাথরঘাটা উপজেলার সমন্বয়ে পর্যটন জোন স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনায় উপকূলীয় জেলাসমূহের জন্য পৃথক রিজিওনাল প্লান, স্থাপত্য পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার পর্যটন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার হরিণঘাটা ট্যুরিজম সেন্টার উন্নয়নে কাজের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ মাত্র) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৫ মুজিব'স বাংলাদেশ পরিচিতিমূলক ভ্রমণ ২০২৩

২১তম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এ অংশগ্রহণকারী ৮০জন বিদেশী পর্যটকদের অংশগ্রহণে ২০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের আয়োজিত 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ পরিচিতিমূলক ভ্রমণে' গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ পরিদর্শন করা হয়।

মুজিব'স বাংলাদেশ পরিচিতিমূলক ভ্রমণ

১২.৬ 6th Global Youth Film Festival Bangladesh আয়োজন

৩-৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে কক্সবাজারে 6th Global Youth Film Festival Bangladesh আয়োজন করা হয়। উক্ত ইয়ুথ ফিল্ম ফেস্টিভালে বাংলাদেশসহ ৩২টি দেশের ফিল্ম মেকার গ্রুপ অংশগ্রহণ করেন। 6th Global Youth Film Festival Bangladesh প্রোগ্রামে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সহ-আয়োজক হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

১২.৭ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সানুগ্রহ সম্মতি ও নীতিগত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে "ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute of Tourism and Hospitality (BSMRIITH)' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৪টি ট্রেডে (১) Food and beverage (২) Front office Management (৩) House Keeping এবং (৪) Travel, Tourism and Ticketing ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করে অনলাইন/অফলাইন ক্লাস করা হচ্ছে। বর্ণিত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারী শিক্ষর্থীদের ০২ সপ্তাহ ইন্টার্নশীপের জন্য প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও Sabre Travel Network (Bangladesh) Limited এর সাথে সমঝোতা স্মারক MoU-সমূহ যথাক্রমে ০৬.১০.২০২১, ১৭.১০২০২১ এবং ২৩.১২.২০২১ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষর করা হয়। গত ১৮ মে ২০২২ হতে ইন্সটিটিউটের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি খাতের দুটি ট্রেড এ (যথাঃ ফুড এন্ড বেভেরেজ সার্ভিস, ট্যুর এন্ড টিকেটিং সার্ভিস) এনটিভিকিউএফ (NTVQF) এর লেভেল-১ ও লেভেল-২ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শেষে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও হোটেল সোনারগাও এর ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষণার্থী যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন ১০০% প্রশিক্ষণার্থীর চাকুরী হয়েছে। এছাড়াও নেপাল, ভারত ও পাটা হতে পার্টনারশিপের বিষয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে ২য় ব্যাচের ক্লাস কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BSMRIITH প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানের উন্নীত করার লক্ষ্যে Pacfic Asia Travel Association (PATA) এবং নেপালের প্রসিদ্ধ Nepal Academy of Tourism and Hotel Management (Nathm) এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

১২.৮ এটুআই এর সাথে যৌথ কার্যক্রম

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহে বিশ্ব দরবারে ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকরী প্রচারের বিষয়ে ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও এটুআই এর সমন্বয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় পর্যটন আকর্ষণসমূহের কার্যকরী প্রচারের লক্ষ্যে ডিজিটাল মিডিয়া ডিজাইন ল্যাব (ডিএমডিএল) এর বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এবং পর্যটনের প্রচারে এর ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পর্যটন সেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা হিসেবে এটুআই এর সহায়তায় National Training Framework প্রস্তুত করা হয়। Tourist information collection and Big data analysis এর মাধ্যমে Tourism Marketing Plan Design Solution প্রস্তুত করা হয়।

১২.৯ সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে সভা/ কর্মশালা

(১) ১০ নভেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে "সুনীল পর্যটন উন্নয়নে ক্রুজ অপারেটরদের করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন) মুহম্মদ আশরাফ আলী ফারুক, বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের বিদেশী কনসালটেন্ট ও শ্রীলংকা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির চেয়ারম্যান Priantha Fernando এবং UNDP, Thailand এর Solution Mapping এর প্রধান Pattamon Rungchavalnont।

(২) বাংলাদেশের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটনের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সুনীল পর্যটনের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউএনডিপি এক্সালারেটেড ল্যাব, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে 'Blue Tourism: Sustainable Coastal and Marine Tourism development in Bangladesh' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনার অংশ হিসেবে ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে টেকনাফ ও সদর উপজেলা, ১৩ নভেম্বর ২০২২ মহেশখালী উপজেলা, ২৬ নভেম্বর ২০২২ কুতুবদিয়া উপজেলা এবং ২৭ নভেম্বর ২০২২ সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন অংশীজনদের সাথে গবেষণা টিমের একটি ফোকাস গ্রুপ সভা (সরাসরি) আয়োজন করা হয়।

(৩) ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ কক্সবাজার জেলায় "সুনীল পর্যটন: বাংলাদেশের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটনের বিকাশ" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন, বেসরকারি বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

(৪) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় অবস্থিত হোটেল গ্রেভার ইন এ "মুজিব'স বাংলাদেশ: উপকূলীয় ও সমুদ্র পর্যটন বিকাশের সম্ভাবনা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে সচিব জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল জনাব মো: আমিন উল আহসান। কোস্ট গার্ড, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ট্যুর অপারেটর, গাইড, হোটেল-মোটেল-রিসোর্ট মালিক সহ ১২০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১২.১০ পর্যটন সেবা ও আকর্ষণসমূহের উন্নয়ন ও প্রচারে সভা/ কর্মশালা

(১) ৬ জুলাই ২০২২ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম BBC এর প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের কার্যকরী প্রচারের লক্ষ্যে আলোচনা করেন। তাছাড়াও BBC তে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা সভা করা হয়। সভায় আগত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণের ব্রোশিওর, স্যুভিনির ও প্রচার সামগ্রী প্রদান করা হয়।
(২) ১৭ আগস্ট ২০২২ হোটেল সিটি ইন, খুলনায় বন বিভাগ, খুলনা রেঞ্জ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সুন্দরবন অঞ্চলের ট্যুর অপারেটরগণের সমন্বয়ে ৮০ জন অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে "ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম বিকাশে করণীয়: প্রেক্ষিত সুন্দরবন" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
(৩) ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ বিকাল ৩.৩০ টায় 'Tombs: Tea Planters Cemeteries in Sylhet' শীর্ষক ডকুমেন্টারী এর উপর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর কনফারেন্স কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৪) ১৭ অক্টোবর ২০২২ হোটেল ও রিসোর্টসমূহের আবাসন সেবার ন্যায্য দর (ভাড়া) নির্ধারণের নিমিত্ত অংশীজন সমন্বয়ে আলোচনা সভা করা হয়।
(৫) সেন্টমার্টিনকে রক্ষায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যরা সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিদর্শন করেন। কমিটির সদস্যগণ, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং পর্যটন সেবা কর্মীদের উপস্থিতিতে ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ অনুষ্ঠিত সভায় অপরিকল্পিতভাবে হোটেল-মোটেল নির্মাণ বন্ধসহ সেন্টমার্টিনে ধারণ ক্ষমতার মধ্যে পর্যটক ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ, দ্বীপ রক্ষার্থে স্থানীয় মানুষজন, হোটেল মালিক, ট্যুর অপারেটর ও জাহাজ মালিককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
(৬) সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজারে পর্যটন শিল্পের অধিকতর উন্নয়ন, বিকাশ, সমস্যা ও সমাধান নিয়ে অংশীজনদের সাথে মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. সেন্ট মার্টিন দ্বীপে হোটেল ব্লু-মেরিন এ 'সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটন উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক এবং ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. কক্সবাজার জেলায় হোটেল সীগ্যালে 'কক্সবাজার জেলায় পর্যটন উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ও কক্সবাজারে জেলায় পর্যটন স্টেকহোল্ডারগণ, মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর সাথে পর্যটন সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ক পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদান করেন।
(৭) ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ USAID কর্তৃক আয়োজিত USAID Ecotourism Activity Work Planning Workshop এ অংশগ্রহণ করা হয়।
(৮) ২২ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাথে যৌথভাবে 'Building Inclusive Tourism Industry' কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(৯) ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সভাকক্ষে Exploring scope of work in the Tourism and Hospitality Sector শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

১২.১১ এসডিজি অর্জনে সভা/ কর্মশালা

(১) ০৬ আগস্ট ২০২২ তারিখ বগুড়ায় বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানসহ এসডিজি'র সূচকসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে গ্রামীণ পর্যটন বিকাশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং রুরাল ডেভেলপম্যান্ট একাডেমী, বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে 'Exploring opportunities for Rural Tourism' শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(২) ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখ কক্সবাজার জেলায় সেন্টমার্টিনে UNDP এর সাথে যৌথভাবে 'Sustainable Waste Management System and Sustainable Tourism Development in St. Martin' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে UNDP, এটুআই, স্থানীয় অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন প্রতিনিধিসহ মোট ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

(৩) ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে কক্সবাজার জেলার হোটেল সী-গালে 'Waste Management for Sustainable Tourism' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশীদ। কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী সকলের পরামর্শক্রমে কক্সবাজারের "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ট্যুরিজম" নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা এবং সম্ভাবনা সনাক্ত করা হয়।

(৪) টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং UN Volunteers, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যটন সমৃদ্ধ অঞ্চলে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য/ পর্যটন আকর্ষণগুলি রক্ষা করতে এবং নাগরিকদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং পর্যটন স্থান সংরক্ষণে সচেতন রাখতে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ০২-০৩ নভেম্বর ২০২২ মুন্সিগঞ্জে "টেকসই পর্যটনের জন্য সেচ্ছাসেবক তৈরীর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি), জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা ইউনাইটেড ন্যাশনস ভলান্টিয়ার্স বাংলাদেশ (ইউএনভি), এবং ইয়ুথ এলায়েন্স ফর সাসটেইনেবল ইন্টারন্যাশনাল ডেভলাপম্যান্ট (ইয়াসিদ) এর যৌথ উদ্যোগে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "ভলান্টিয়ার্স ফর সাসটেইনেবল ট্যুরিজম (ভিএসটি) "শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) ৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বিশ্ব ভলান্টিয়ারস্ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউএন ভলান্টিয়ার্স, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ কক্সবাজারে 'Solidarity for youth & volunteers' engagement towards community development and sustainable tourism' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

১২.১২ বেসরকারি অংশীজনদের পর্যটন উন্নয়নে সহায়তা কার্যক্রম

(১) loR অ্যাডভেঞ্চার নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে শাহপরীর দ্বীপ (পশ্চিম বিচ) থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপ ফেরি ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত বঙ্গোপসাগরের "বাংলা চ্যানেল" এ একটি সাতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

(২) ৬ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইন্সটিটিউটের সামনে বকুলতলায় 'রসে ভরা বঙ্গ' শীর্ষক ফুড ফেস্টিভাল আয়োজনে অংশগ্রহণ করা হয়।

(৩) ০৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ঢাকার হাতিরঝিলে Megacity Half Merathon অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে দেশী ও বিদেশী ১২০০ দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন। Inspiring Bangladesh কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Strategic Partner হিসাবে অংশ নেয়।

(৪) এসক্যপেড ও টিওবি কর্তৃক 'আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গর্ব'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২৪শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে আল্ট্রা-ম্যারাথন আয়োজন করা হয়। দেশের পর্যটন খাতের বহুমাত্রিকরণ, আন্তর্জাতিক আল্ট্রা-রানিং কমিউনিটিতে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশে এ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রচার ও প্রসারে এই আন্তর্জাতিক আল্ট্রা ম্যারাথন আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে দেশি-বিদেশি অংশগ্রহণকারীগণ ৫০কি.মি, ১০০কি.মি এবং ১০০মাইল দৈর্ঘ্যের আল্ট্রা-ম্যারাথনে অংশ নেন। ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ এসক্যপেড ও টিওবি কর্তৃক অনুষ্ঠিত কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে আল্ট্রা-ম্যারাথন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

১৩. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(১) ক্রুজ ভ্যাসেল আনয়নের ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটকদের জাহাজ যোগে আগমনের পথ উন্মুক্তকরণের জন্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে জেটি, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সুবিধা সম্বলিত এক বা একাধিক পোর্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান ভিসা ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
(২) ১০ অক্টোবর ২০২২ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে পর্যটকদের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়।
(৩) Indian Ocean Rim Association (IORA) এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ ২২-২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ IORA'র ২৪তম সিনিয়র অফিসিয়াল মিটিং এবং ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন করে। বর্ণিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পর্যটনের প্রমোশনাল কার্যক্রম হিসেবে পর্যটন সংশ্লিষ্ট Video Clip প্রদর্শন করা এবং জেলা ভিত্তিক দর্শনীয় স্থানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ব্রোশিওর প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়।
(৪) নব্যসৃষ্ট ১২টি শূন্যপদের মধ্যে ০৪ ক্যাটাগরির পদ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ এর তফসিলভুক্ত নয়, সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
(৫) ০৬ মার্চ ২০২৩ ইন্টার্ণশীপে অংশগ্রহণকারী ০৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭১ জন শিক্ষার্থীকে অনুষ্ঠান আয়োজন করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আরও ১৫ জন ইন্টার্ণদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
(৬) ১৬ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় গঠিত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৭) ১১ মার্চ ২০২৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩ এ সিএনএ এর বিশেষ কভারেজ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের অংশগ্রহণ করেন।
(৮) ২৯ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে 'পর্যটন বিষয়ক জি আইএস ম্যাপের' সার্ভার ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
(৯) ১১ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে বিদেশস্থ বিভিন্ন বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে নিয়োগকৃত লেবার কাউন্সিলর কর্মকর্তাদের জন্য ট্যুরিজম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।
(১০) ঢাকা, কক্সবাজার, কুয়াকাটা ও বেনাপোল ৪টি পর্যটন গন্তব্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবং বেনাপোলসহ ১০ টি পর্যটন গন্তব্যে ডেস্টিনেশন ব্রান্ডিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪. পর্যটন শিল্প উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৪.১ পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

পর্যটন শিল্পে অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ টি ডিপিপি প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.২ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ যুগোপযোগীকরণ ও আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন প্রণয়ন

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ যুগোপযোগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পর্যটন অংশীজনের সথে আলোচনা করে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০ যুগোপযোগী করা হবে। পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, পর্যটন তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, হোমস্টে নীতিমালা ও হাইওয়ের পাশে পর্যটকদের জন্য মৌলিক সুবিধাদি প্রদান নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪.৩ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্যটন আকর্ষণের প্রচার ও বিপণন:

পর্যটন প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য www.beautifulbangladesh.gov.bd শীর্ষক একটি ওয়েব পোর্টাল রয়েছে এবং Android ও iOS ভার্সনে একটি এপ্লিকেশনও চালু করা হয়েছে। এই ওয়েব পোর্টালে বাংলাদেশের সকল পর্যটন স্থান অর্ন্তভুক্ত করার কাজ চলছে। এ ওয়েবসাইটি একজন ট্যুরিস্টের নিকট One Stop Service হিসেবে কাজ করবে।

১৪.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন

পর্যটন জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে ২০২১ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত পর্যটন ও হসপিটালিটি খাতে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান হতে পারে তা নিরূপনের জন্য গবেষণার National Tourism Human Capital Development Strategy: ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পর্যটনের ১২টি উপখাতে পর্যটন জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যটন শিল্পের জনশক্তির চাহিদা নিরূপনের জন্য আরও সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

১৪.৫ পর্যটন ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ

ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্তকরণ, তরুণদের পর্যটন মনস্ক করা, জনসচেতনতা তৈরি ও বহুল প্রচারের মাধ্যমে পর্যটনকে টেকসই শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা UN Volunteers, Bangladesh এর সাথে যৌথ উদ্যোগে পর্যটন ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ করা হয়। এ কার্যক্রম প্রতিটি জেলা এবং পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে বিস্তৃত করা হবে।

১৪.৬ গ্রামীণ পর্যটন বিকাশ এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য জনগণকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্তকরণ

পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালি করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাছাইকৃত "আমার গ্রাম আমার শহর" প্রকল্পের বাছাইকৃত ১৫ টি গ্রামের মধ্যে ৩ টি গ্রামকে আদর্শ পর্যটন গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়াও ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড যৌথভাবে গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কাজ করবে।

১৪.৭ দেশীয় ও আঞ্চলিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়

বাংলাদেশের পার্শবর্তী দেশসমূহ থেকে যাতে বাংলাদেশে পর্যটকরা ভ্রমণে আসে এবং দূরবর্তী দেশ থেকে যে সকল পর্যটক ভারত, নেপাল ও ভুটান ভ্রমণে আসবে সে সকল পর্যটকগণ যাতে কয়েক দিনের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য পার্শবর্তী দেশসমূহের ট্যুরঅপারেটরগণের সাথে বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটরগণের সংযোগ স্থাপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তদুপরি পর্যটকগণের সুবিধা বৃদ্ধিসহ অগ্রিম ভিসা এবং বিবিধ ভ্রমণ ভিসার নীতিমালা সহজ করা এবং সরকার কর্তৃক বিদেশি পর্যটকদের জন্য ই-ভিসা পদ্ধতি চালুকরণসহ আগমনী ভিসার আওতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভিসা প্রদান করা; ই-ভিসা, আগমনী ভিসা, দীর্ঘ মেয়াদী ভিসা প্রদানে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ২০২১-২৩ মেয়াদে জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ইউএনডব্লিউটিও'র Commission for South Asia'র ভাইস চেয়ার নির্বাচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এসোসিয়েশন (পাটা) এবং ইউএনডব্লিউটিও'র গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়ার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা

ভূমিকাঃ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় -এর অধীন বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (১৯৯৪ সালে সংশোধিত) -এর আওতায় গঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি । কোম্পানির ৯৯.৬৮% পরিশোধিত মূলধনের অংশীদার বাংলাদেশ সরকার। কোম্পানি আইন ও মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন অনুসারে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১১ (এগার) জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড -এর মালিকানাধীন ঢাকা শেরাটন হোটেল পরিচালনার জন্য স্টারউড হোটেলস এন্ড রিসোর্টস -এর সাথে ব্যবস্থাপনা চুক্তির মেয়াদ ৩০-০৪-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সেবার মান বৃদ্ধি ও দেশের সেরা হোটেল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএসএল সরকারের অনুমোদনক্রমে পাঁচ তারকা হোটেল পরিচালনাকারী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপস (আইএইচজি) এশিয়া প্যাসিফিক প্রাইভেট লি:-এর সাথে ১৯-০২-২০১২ তারিখে ৩০ বছর মেয়াদী (যা পরবর্তীতে ৫ বছর পরপর ২ বার নবায়নযোগ্য) ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর করে। হোটেলটি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর টেস্টিং, কমিশনিং ও ব্যালেন্সিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।

২। **দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

রূপকল্প: বাংলাদেশের আপস্কেল হোটেল শিল্পে নেতৃত্ব দেয়া।

অভিলক্ষ্য: বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বিশ্বমানের সেবার মাধ্যমে অতিথিদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন।

কার্যাবলি:

কোম্পানির মালিকানাধীন বাংলাদেশের প্রথম পাঁচতারকা হোটেল, বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা (সাবেক ঢাকা শেরাটন হোটেল ও রূপসী বাংলা হোটেল), দেশী-বিদেশী অসংখ্য পর্যটকসহ অতিথিদের আন্তর্জাতিক মানের হসপিটালিটি সেবা প্রদান করে আসছে। বিএসএল এর প্রধান কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে:

- নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেলটি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান
- বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার (বিআইসিসি) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ পরিচালনা
- প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
- ন্যাশনাল হোটেল এণ্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হসপিটালিটি কোর্সেও শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপে সহায়তাকরণ

৩। **সাংগঠনিক কাঠামো :**

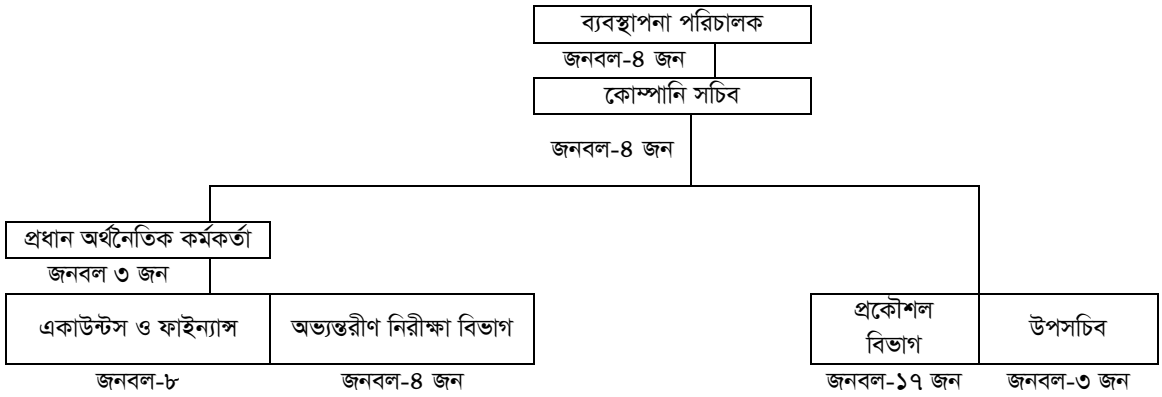

৪। **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা :**

বর্তমানে বিএসএল ও -এর মালিকানাধীন হোটেল ও অধীন বিআইসিসিতে মোট ৪৪৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

ক) বিএসএল, হোটেল ও বিআইসিসি'র জনবল:

বিবরণ	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্যপদ
বিএসএল	৪৩	২৬	১৭
ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ও বিআইসিসি	৪৯১	৪১৭	৭৪
মোট	৫৩৪	৪৪৩	৯১

খ) **প্রশিক্ষণ:**

২০২২-২৩ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নে ২৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিএসএল-এর অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মোট অংশগ্রহণকারী
১.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	২৪
২.	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২৩
৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	২৩
৪.	Virtual Reality Image	২৩
৫.	Grievance Redress System (GRS)	২৩
৬.	"ই-নথি ও ডি-নথি"	১২
৭.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	২৩
৮.	কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা	২২
৯.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	২২
১০.	তথ্য অধিকার আইন	১৫
১১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৭

৫। বাজেট:

বিএসএল নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানি পরিচালনার জন্য সরকারি তহবিল হতে কোন বাজেট বরাদ্দ করা হয় না। তবে কোম্পানির কাংখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং কোম্পানি পরিচালনার জন্য প্রতিবৎসর পর্ষদ কর্তৃক কোম্পানির আয় ও মুনাফার বাজেট অনুমোদন করা হয়। বিএসএল এর ২০২২-২৩ সালের অনুমোদিত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

খাত	টাকা (কোটি)
আয়	১৪৯.১৬
ব্যয়	১০৭.৫৮
পরিচালন মুনাফা/ (ক্ষতি)	৪১.৫৮

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: গত ১৬.০৬.২০২২ তারিখে বেসামিরক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিএসএল-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬৯.০০ কোটি টাকা আয় করেছে। হোটেল রুম, খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও গ্রাহকদের সন্তুষ্টি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর ৭০ নম্বরের মধ্যে বিএসএল ৭০ নম্বর অর্থাৎ ১০০% অর্জন করেছে। এপিএ-এর অন্তর্ভুক্ত সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনসহ এপিএ'র মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে বিএসএল ৯৯.৬৮ নম্বর পেয়েছে ।

৭। **শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:**

কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন/অর্জন
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে (Stakeholders) সভা অনুষ্ঠিত	সভা অনুষ্ঠিত
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত
১.৫ কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা	উন্নত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	প্রযোজ্য নয় (মাঠ পর্যায়ে কোন কার্যালয় নেই)
২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	বিসএল-এ কোন সরকারি যানবহান নেই বিধায় প্রযোজ্য নয়। তবে বিএসএল-এর ক্রয়কৃত ২টি গাড়িতে জিপিএস স্থাপন করা হয়েছে।
৩.২ বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স ভাড়াটিয়াদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকবলের সঠিক সময়ে আগমন ও প্রত্যাগমন তত্ত্বাবধানের জন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস স্থাপন	বাস্তবায়িত
৩.৩ বিএসএল-এর অফিস কমপ্লেক্স-এর দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ৩ কার্যদিবসের মধ্যে ভাড়াটিয়াদের আবেদন মোতাবেক সেবা প্রদান	সেবা প্রদান করা হয়েছে।
৩.৪ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সরবরাহকারী/ঠিকাদারের বিল-এর বিপরীতে চেক প্রস্তুতপূর্বক ৩ কার্যদিবসের মধ্যে ইমেইল/এসএমএস-এর মাধ্যমে সরবরাহকারী/ঠিকাদারকে অবহিতকরণ	চেক প্রস্তুতপূর্বক অবহিত করা হয়েছে।
৩.৫ বিএসএল অফিস-এর করিডোরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সেন্সর স্থাপন	বাস্তবায়িত

৮। **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:**

- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত;
- সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে;
- সেবা ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে;
- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকরণ চালু করা হয়েছে;
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জার জন্য বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আতিকুর রহমান কে ক্রেস্ট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এমপি ও সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৯। **সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০। **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে অবহিতকরণ সভা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

১১। **তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান, স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১২। **সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন:**

১২.১. ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা:

(ক) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলটি ১৬৯.০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

(খ) হোটেলটি সরকারি কোষাগারে ৪০ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে

(গ) হোটেলটি বৈদেশিক মুদ্রায় ৫১.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে।

১২.২. **বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ পরিচালনা:**হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ বিএসএল পরিচালনা করে দেশের ও আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স এর যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের লাউঞ্জ সেবা প্রদান করছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিএসএল বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ পরিচালনা করে মোট ৪৮.৩৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

১২.৩. স্থাপনা ভাড়া ও ব্যবস্থাপনা: ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দক্ষিণ পাশে বিএসএল-এর নিজস্ব ৩টি ভবন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন অফিস যেমন, Air India, দেশী-বিদেশী ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট এ তিনটি ভবনের স্পেস ভাড়া প্রদান করে প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিএসএল ৯.০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

১২.৪. আবাসিক কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা: ঢাকাস্থ মিরপুর সেকশস-১৩ এ বিএসএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি আবাসিক কমপ্লেক্স রয়েছে । উক্ত আবাসিক কমপ্লেক্সের ৫টি বহুতল ভবন (মোট ১৪০টি ফ্লাট) বিএসএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ভাড়াভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বিএসএল উক্ত আবাসিক কমপ্লেক্স হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাড়া বাবদ মোট ১.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

১২.৫ রাষ্ট্র/সরকার প্রধান, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আগমণ/অবস্থান ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুজিব কর্ণার পরিদর্শন;
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মরহুম মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি সিনিয়র-এর অবদানের জন্য তাঁর পরিবারের সদস্য টেড কেনেডিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্মাননা প্রদান ;
- ব্রিটিশ কারি ফেস্টিভাল ;
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরিদুন নশির বিলিমোরিয়ার অবদানের জন্য তাঁর পুত্র লর্ড কারান বিলিমোরিয়াকে ব্রিটিশ কারি ফিস্টিভলে সম্মাননা প্রদান;
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের ব্রিটিশ কারি লাইফ পুরস্কার গ্রহণ;
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য বার্ষিক নৈশ্য ভোজের আয়োজন;
- বাংলাদেশে ব্রুনাই-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি হাসান-আল বলখিয়ার সফরকালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ঢাকায় অবস্থান;
- ৬ষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় কনফারেন্স;
- Accelerating Universal Health Coverage Towards Smart Bangladesh অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নিউজিল্যান্ড-এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, রোটারিয়ান হেলেন ক্লার্ক-এর যোগদান;
- বাংলাদেশ-এডিবির সম্পর্কে ৫০ বছর পূর্তি;
- মরিশাস-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি পৃথিরাজসিং রুপন এবং ফার্স্ট লেডি সুকতা রুপন-এর অবস্থান; এবং
- ঢাকা লিট ফেস্টিভিল-২০২৩।

১২.৬ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- মুজিব কর্ণার-এ নতুন ছবি সংগ্রহ, কিওস্ক স্থাপন ও বই-এর সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

১২.৭ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-এর ১টি পুরাতন লিফট পরিবর্তন করে অধিক ধারণক্ষমতা ও দ্রুতগতি সম্পন্ন ১ (এক) টি লিফট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
- বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-এর সুষ্ঠু শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য পুরাতন ১০ (দশ) টি এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট পরিবর্তন করে নতুন ১০ (দশ) টি এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে; এবং
- ই-নথি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম:

- ❖ ২৫ থেকে ২৬ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল বিল্ডিং এবং হোটেলের সীমানা প্রাচীর আলোকসজ্জা এবং জাতির পিতার কর্মময় জীবনের উপর আলোকচিত্র দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে;
- ❖ ১৭ মার্চ ২০২৩-এ এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়েছ;

- ২৬ মার্চ ২০২৩ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, দোয়া ও মুনাজাত করা হয়েছে;
- ২৬ মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর ভূমিকা বিষয়ে হোটেলে আলোচনা করা হয়েছে;
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে ২৬ মার্চ, ২০২৩ উপলক্ষ্যে ফুড এন্ড বেভারেজের উপর ২৬% এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়েছে।

১৪। মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম:

- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের প্রাচীরের বাইরের অংশে ও বিআইসিসি এর প্রাচীরের বাইরের অংশে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে;
- হোটেলের শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে;
- 'মুজিবের বাংলাদেশ' স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে;
- এতিমদেও মধ্যে উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়েছে;
- বিএসএল কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র আলোকসজ্জা করা হয়েছে;
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের গেস্টরুম ও ফুড এন্ড বেভারেজের উপর বিশেষ ডিসকাউন্ট দেয়া হয়েছে।

বিজয় দিবসে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা-এর আলোকসজ্জাকরণ

১৫। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন অথরিটি (BEZA) কর্তৃক প্রণীত ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান-এর আওতায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ট্যুরিজম জোন-এ বিএসএল-এর অনুকূলে সরকার ৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। বিএসএল উক্ত বরাদ্দকৃত জমিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য একটি হোটেল/রিসোর্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

মুজিব কর্ণারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

'মুজিবের বাংলাদেশ' স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হোটেলের শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ

ব্রিটিশ কারি ফেস্টিভ্যাল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা এর ব্রিটিশ কারি লাইফ পুরস্কার গ্রহণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফারিদুন নশির বিলিমোরিয়ার অবদানের জন্য তাঁর পুত্র লর্ড কারান বিলিমোরিয়াকে ব্রিটিশ কারি ফেস্টিভ্যাল সম্মাননা প্রদান

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা এর বার্ষিক সাধারণ সভার নৈশভোজে বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদের সঙ্গীত পরিবেশনা

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

ভূমিকাঃ

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে অতিথিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান অতিথিদের আবাসিক সুবিধা সংকুলানের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় একটি পাঁচতারকা মানের হোটেল প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে একটি পাঁচতারকা হোটেল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ২৫ জুন হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) কোম্পানি নামে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়। হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে "সোনারগাঁও হোটেল" এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। হিলের পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হোটেলটি অত্যন্ত দক্ষতা এবং সুনামের সাথে আগত অতিথিদের সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরতে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশে সোনারগাঁও হোটেল দীর্ঘ চার দশক ধরে কাজ করে আসছে।

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও হোটেলের স্বত্বাধিকারী। এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শেয়ারের মালিক সরকার। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় গঠিত। কোম্পানির অনুমোদিত মুলধন ৬০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ ৫৯.৩৩কোটি টাকা। ব্যস্ততম ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এ হোটেলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ২৭৮টি রুম, ০৬টি মিটিং রুম, ০১টি বলরুম, ০২টি সুইমিংপুল, স্পোর্টস বার, রেস্টুরেন্ট, হেলথক্লাব, স্পাসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কার্যক্রম রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং প্যান প্যাসিফিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত অপারেটিং চুক্তি অনুসারে ১৯৮১ সালের এপ্রিল থেকে হোটেলটি পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ ১৩/১২/২০২২ তারিখে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং প্যান প্যাসিফিক হোটেল গ্রুপ এর মধ্যে দশ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগামী ৩১/১২/২০৩২ তারিখে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে।

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের একটি মনোরম দৃশ্য

১.১ রূপকল্প: সোনারগাঁও হোটেল- দেশি ও বিদেশী অতিথিদের জন্য প্রথম পছন্দের গন্তব্য হোটেল।

১.২ অভিলক্ষ: হোটেলের পর্যটক ও অতিথিদের সর্বোচ্চমানের আতিথেয়তা, স্বাচ্ছন্দ্য, উষ্ণ সেবা প্রদান ও সাথে সাথে মুনাফার ধারা অব্যাহত রাখা।

২। হিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পর্ষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ ;
- বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্ষদ সভা কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার আয়োজনে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান ;
- আগত অতিথিদের প্রত্যাশিত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ;
- সোনারগাঁও হোটেলের সার্বিক পরিচালনা কার্যক্রম তত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ;
- প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ;
- সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারের চাহিত কার্যাদি বাস্তবায়নে সহায়তা করা ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ;
- পর্যটন শিল্পের বিকাশে অবদান রাখা ; এবং
- দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা।

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ, ২০২৩ উপলক্ষ্যে সোনারগাঁও হোটেলে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে হিলের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শ্রদ্ধা নিবেদন

৩। সাংগঠনিক কাঠামো:

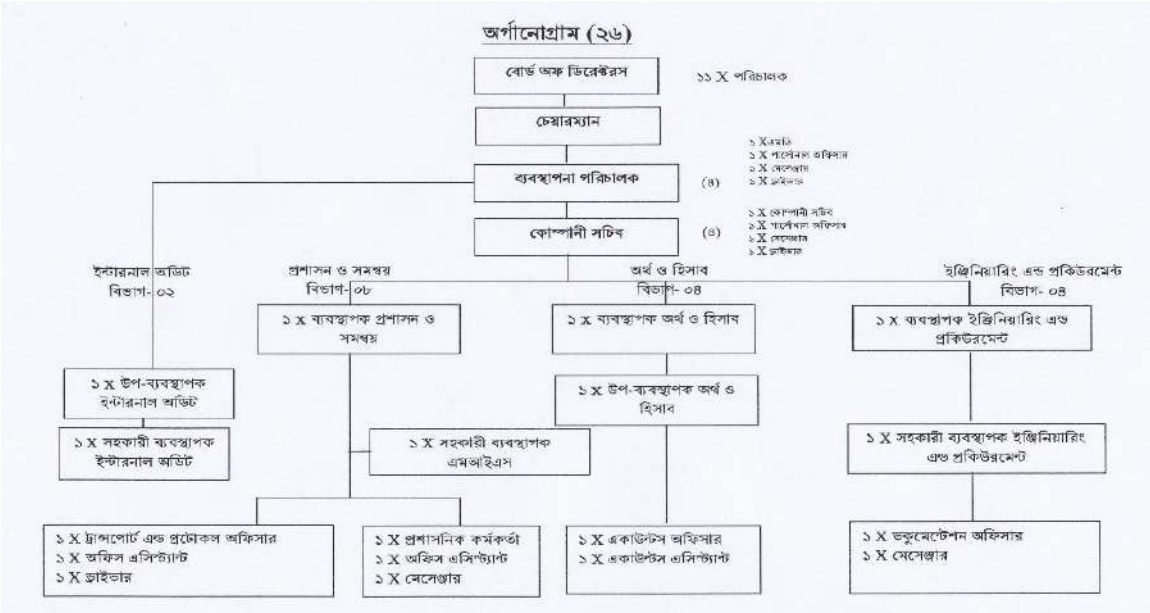

হিলের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ পরিচালনা পর্ষদ :

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ সরকার কর্তৃক মনোনীত ১১জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সম্মানিত সচিব পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি। তাছাড়া, এ পরিষদে আরো রয়েছেন অর্থ সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বেপজার চেয়ারম্যান, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই এর সভাপতি, বাংলাদেশ হোটেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও অন্যান্য।

হিল পরিচালনা পর্ষদের ৪১৩ তম সভা, ২০২২

৩.২ জনবল কাঠামো:

সংস্থার অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোম্পানি সচিবসহ ০৩ জন ব্যবস্থাপক, ০২ জন উপ-ব্যবস্থাপক, ০৩ জন সহকারী ব্যবস্থাপক, ০৬ জন কর্মকর্তা, ০৩ জন অফিস সহকারী, ০৩ জন গাড়ী চালক ও ০৪ জন বার্তাবাহক এর পদ রয়েছে।

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

৪.১ (ক) জনবল ঃ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সংস্থার মোট জনবল ২৬ জন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব পদাধিকার বলে সংস্থার চেয়ারম্যান। পর্ষদের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ২৬ টি পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ২৫ জন। শূন্য পদসমূহে নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.২ (খ) প্রশিক্ষণ:

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে এ সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	প্রশিক্ষণ ঘন্টা	মোট প্রশিক্ষণার্থী	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১	নিয়মানুবতির্তা ও শিষ্ঠাচার	১৩.০৯.২০২২	২	৬	১২
২	কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ	১৩.০৯.২০২২	২	৬	১২
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১১.০৯.২০২২	৩	২৫	৭৫
৪	জিআরএস	২০.০৯.২০২২	৩	২৫	৭৫
৫	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (citizens' Charter)	২৮.০৯.২০২২	৩	২৪	৭২
৬	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯	২৮.০৯.২০২২	২	২০	৪০
৭	শুদ্ধাচার	০৮.০২.২০২৩	২	১৮	৩৬
৮	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	১২.০৩.২০২৩	২	৩০	৬০
৯	তথ্য অধিকার	১২.০৩.২০২৩	২	৩০	৬০
১০	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	১২.০৩.২০২৩	২	৩০	৬০
১১	তথ্য অধিকার	১৯.০৩.২০২৩	২	৩০	৬০
১২	ইনোভেশন	১৯.০৩.২০২৩	১	২০	২০
১৩	টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ	১৯.০৩.২০২৩	২	৩০	৬০
১৪	ইনোভেশন	১০.০৪.২০২৩	৮	২২	১৭৬
১৫	৪র্থ শিল্প বিপ্লব	১৩.০৪.২০২৩	৮	২২	১৭৬
১৬	নিয়মানু বর্তিতা ও শিষ্টাচার	২১.০৫.২০২৩	২	২৬	৫২
১৭	নোট লিখন ও উপস্থাপন	২১.০৫.২০২৩	২	২৩	৪৬
১৮	ছুটি বিধি	২৪.০৫.২০২৩	২	২৬	৫২
১৯	ডি-নথি	২৫.০৫.২০২৩	২	১৮	৩৬
২০	কম্পিউটার ব্যবহার	২৫.০৫.২০২৩	২	১৮	৩৬
২১	সচিবালয় নির্দেশমালা এবং বিভিন্ন রেজিষ্টার সংরক্ষণ	২৯.০৫.২০২৩	২	১৮	৩৬
	মোট		-	-	১২৫২
জনপ্রতি মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা (১২৫২/২৫)= ৫০					

হিল কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৫। বাজেট:

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। সংস্থা সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করে না। সংস্থা নিজস্ব পরিচালন আয় থেকে এর সার্বিক প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। ২০২২ ও ২০২৩ পঞ্জিকা বছরের বাজেট এবং আয়-ব্যয়ের তথ্য বিবরণী নিম্নরূপ :

(কোটি টাকা)

ক্রম	আয়/ব্যয়	২০২২ সাল		২০২৩ সাল	
		বাজেট	অর্জন (অনিরীক্ষিত)	বাজেট	জুন পর্যন্ত অর্জন (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	১১৮.৯৭	১৪৩.৯৫	৫৮.৬৬	৭৫.৭১
২.	মোট ব্যয় (আয়কর ব্যতীত)	১১৭.৫০	১৪২.০২	৬০.০২	৬৯.৪১
৩.	করপূর্ব নীট মুনাফা/ক্ষতি	১.৪৬	১.৯৩	১.৩৬	৬.৩০

৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) :

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর আওতায় এ সংস্থা আধুনিক রন্ধনশালার সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ প্রায় ৯০% কাজ সম্পন্ন এবং ওয়াসিস পাথওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। সুইমিংপুল এরিয়া সংস্কার করা হয়েছে। ২টি কার্পেট শ্যাম্পু মেশিন ও ২টি ডিজিটাল কিয়স্ক, ইমাজেন্সি জেনারেটর (এপিএস), ব্যাঙ্কুয়েট স্টেজ অ্যান্ড কার্পেট ক্রয় করা হয়েছে। ২০২৩ সালের বাজেট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন করানো হয়েছে এবং বাজেট বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। ফায়ার সার্ভিস এ সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে ফায়ার ড্রিল আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসা সম্প্রসারণ ও প্রসারের লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেট অফিসে ৪৮০টি সেলস ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জাতীয় উৎসব উপলক্ষ্যে ৪টি ইভেন্ট আয়োজন ও হোটেলের সেবা সংক্রান্ত বারটির (১২) বেশি প্যাকেজ প্রচারণা করা হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২,০০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

৭। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটির অনুমোদক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, সংস্থার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তিতে হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক -কে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

৮। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক ৪টি কর্মশালা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য বাতায়নের সেবা বক্স হালনাগাদ এবং বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ সংক্রান্ত ৪টি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ''প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ত্রিমাত্রিক পরিভ্রমণ" আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হিল কর্তৃক আয়োজিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয় এবং পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক সেবা প্রদান সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত যথা: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ, টেন্ডার সিডিউল সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে অন্তর্ভুক্তি এবং সরবরাহকারীদের বিল হতে অগ্রিম আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সনদপত্র ইমেইলে সবরাহকারীদের নিকট প্রেরণ ইত্যাদি কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সেবা প্রদান সংক্রান্ত চারটি প্রশিক্ষণ, অংশীজনদের সমন্বয়ে (Stakeholder) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অবহিতকরণ দুইটি (০২) অংশীজনদের সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা যথাসময়ে বাস্তবায়নে এ সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক তথ্য এবং ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করা হয়। সংস্থার ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেবাবক্স নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং অংশীজনদের (Satkeholder) সভা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

১১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংস্থার তথ্য প্রদানের নিমিত্ত ও তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্র সংস্থার একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও একজন তথ্য প্রদানকারীর বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সংস্থার ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ০১/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে হালনাগাদ করে আপলোড করা হয়েছে।

১২। সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন:

১২.১ বার্ষিক সাধারণ সভা :

সংস্থার বিধান অনুসারে সংস্থাকে প্রতি বছর কমপক্ষে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে হবে। সাধারণ সভায় সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, ব্যবসায়িক সাফল্য এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সভায় পরিচালনা পর্ষদ আর্থিক বিবরণী অনুমোদন প্রদান করে। গত ১৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)- এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০২২

১২.২. হোটেলে আগত উল্লেখযোগ্য বিদেশি ভিভিআইপি অতিথিগণ:

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সূচনালগ্ন থেকে বহু বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হোটেলের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মূখার্জি, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি এলায়েন বার্সেট, থাইল্যান্ডের প্রিন্সেস মাহাচাকরি শ্রী বরন, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিন-আলী ইয়াল ড্রিম, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইদোদো, নেদারল্যান্ডের রাণী ম্যাক্সিমা জর্গগুইটা কিরোইটি এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকসে উল্লেখযোগ্য। এসব ভিভিআইপি অতিথিগণ হোটেলে অবস্থানকালে আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং সেবাদানকারীদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

১২.৩ উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- সম্পূর্ণ হোটেলটি সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে ;
- হোটেলের পুরাতন সাতটি লিফ্ট পরিবর্তন করে তদস্থলে উন্নতমানের লিফট প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ;
- হোটেলে নতুন একটি স্পোর্টস বার (প্যাসিফিক এভিনিউ) তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- হোটেলে অতিথিদের প্রবেশ সহজতর করার জন্য পূর্বপাশে একটি বিকল্প প্রবেশপথ উম্মুক্ত করা হয়েছে ;
- হেলথ ক্লাবে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে নতুন সদ্যসদের আকর্ষণ করা হচ্ছে ;
- আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নতমানের লন্ড্রি পরিচালনা করা হচ্ছে ;

- বলরুম ও প্রি-ফাংশন এলাকায় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। বলরুমে নতুন কার্পেট ও ঝাড়বাতি সংযোজন করা হয়েছে ;
- বারবার শপটি হোটেলের মূল ভবনে সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করে এর আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে ;
- হোটেলের পূর্বপাশে খোলা সবুজ চত্বরে (ওয়েসিস) তাবু টানিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠানস্থল তৈরি করা হয়েছে ;
- অতিথিদের সেবায় ফুটম্যাসেজ এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ;
- হোটেলের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আধুনিকায়ন করা হয়েছে ; এবং
- হোটেলের Mazznine Floor- এ অতিথিদের জন্য সুস্বজ্জিত ও আধুনিক Prayer Room নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- ই-নথি কার্যক্রম চালু করার মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে ;
- হোটেলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে সর্বাধুনিক সিস্কনি সফ্টওয়ার সংযোজন করা হয়েছে ;
- খাবারের মান বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়ণ করা হয়েছে ;
- ইনোভেশন প্রকল্পের আওতায় হোটেলের বাইরে অতিথিদের জন্য ক্যাটারিং সার্ভিস ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে ; এবং
- ইনোভেশন প্রকল্পের আওতায় মা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যে হোটেলের অভ্যন্তরে ব্রেস্ট ফিডিং এরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪। ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

হোটেলে আগত অতিথিদের সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো উন্নত ও আধুনিকীকরণ, ব্যবসা বহুমূখীকরণ, সর্বোপরি হোটেলের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে:

- সরকারের নিকট হতে জমি বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পূর্বাচল সংলগ্ন এলাকায় কিংবা উপযুক্ত অন্য কোন স্থানে চার/পাঁচ তারকামানের শাখা হোটেল নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হোটেলের একটি লাউঞ্জ স্থাপন ;
- হোটেলের রূফটপে একটি রেস্টুরেন্ট ও মিটিং রুম নির্মাণ ;
- সোনারগাঁও হোটেলকে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা এবং ETP স্থাপন ;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে হোটেলের সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আরো আকর্ষণীয়, সহজ, দ্রুততর এবং সম্প্রসারিত করা ;
- একটি কার পার্কিং তৈরি করা ;
- হোটেলের রন্ধনশালার আধুনিকায়ন, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে ; এবং
- হোটেলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বর্ধন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে স্বাগত জানাচ্ছেন হিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার

মুজিব'স বাংলাদেশ : বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অভিযাত্রা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার

১৭ মার্চ, ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন

ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৩ উদ্‌যাপন

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সংস্কারকৃত দৃষ্টিনন্দন বলরুম

সোনারগাঁও হোটেলের আধুনিক হেলথক্লাবের দৃশ্য

সোনারগাঁও হোটেলের অভ্যন্তরে খোলা জায়গায় সংযোজিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবু

সোনারগাঁও হোটেলের সংস্কারকৃত আধুনিক সুইমিং পুল এরিয়া

উপসংহার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩১ বাস্তবায়ন এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কান্ট্রি ব্র্যান্ডনেম 'Mujib's Bangladesh' প্রচারণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বেসামরিক বিমান চলাচলে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Mujib's
Bangladesh

Mujib's Bangladesh

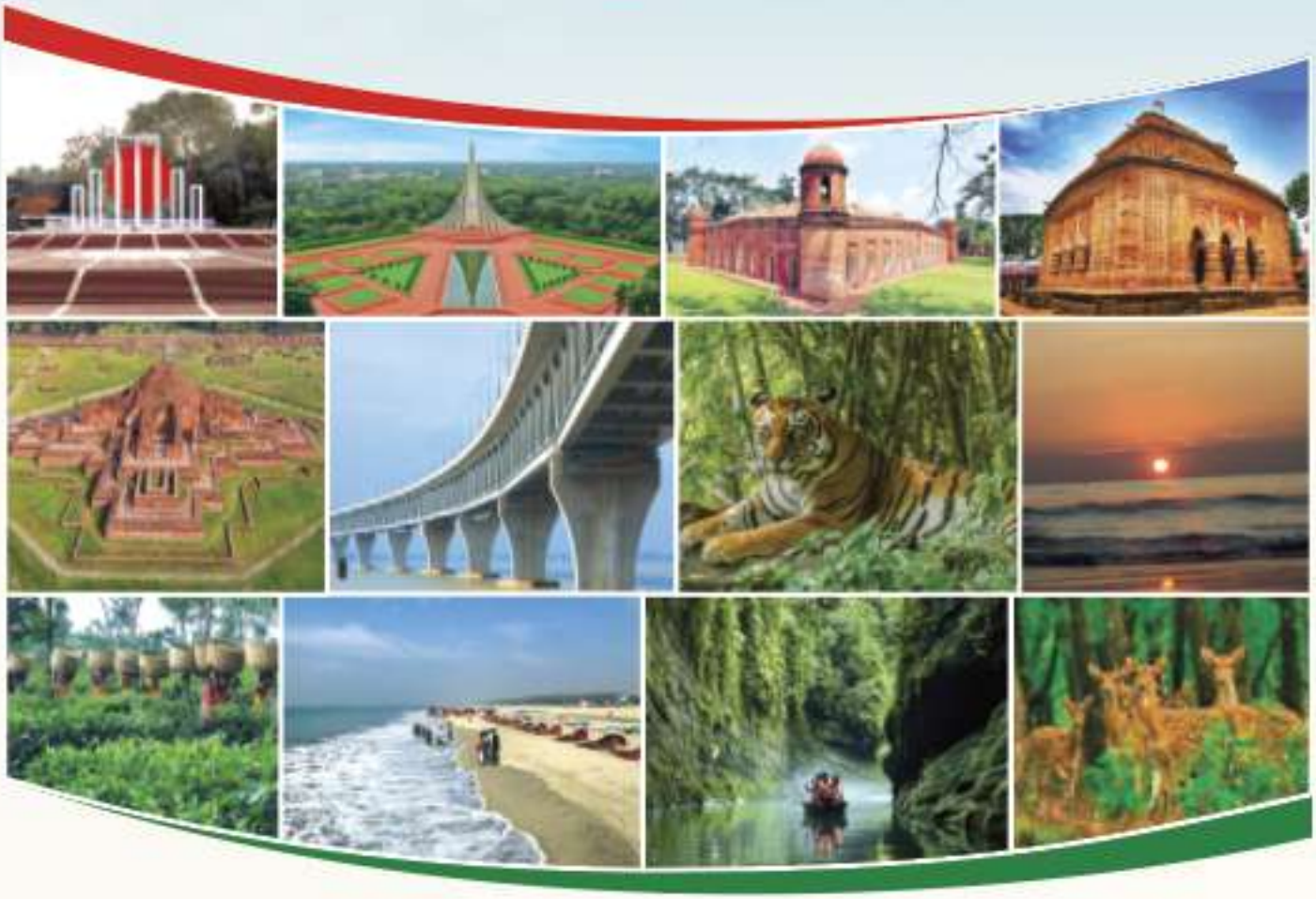

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

www.mocat.gov.bd

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়